BANGLA POST Year: 23 ♦ Issue: 1073 ♦ Friday 12 December - Thursday 18 December 2025 FREE

বাংলা পোস্ট

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED FREE BANGLA NEWSPAPER

বাঙালি জাতির আত্মগৌরব মহান বিজয় দিবস

--১৬ পৃষ্ঠায়

আইনী গ্যাড়াকলে তারেক রহমান

॥ এম. হাসানুল হক উজ্জ্বল ॥

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান আইনী গ্যাড়াকলে দেশে ফেরা অনেকটা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশের বৃহৎ এই দলের শীর্ষ নেতার অনুপস্থিতিতে দেশে চলছে দলীয় কার্যক্রম। বিদেশে বসে তিনি দীর্ঘদিন থেকে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছেন। সরকার নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করলেও তিনি কবে দেশে ফিরছেন? তা নিয়ে এখনো কোন সুস্পষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি। এ নিয়ে দলের নেতাদের পক্ষ থেকে আন্দাজ নির্ভর বক্তব্য প্রদান করা হচ্ছে। আদৌ তারেক রহমান দেশে ফিরবেন কি-না? এ নিয়ে তাঁর মুখ থেকে নেই কোন সুস্পষ্ট বক্তব্য। গেল সাপ্তাহে তারেক রহমানের মা এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের অবনতি হলে অনেকে মনে করেছিলেন তিনি মায়ের শয্যা পাশে থেকে স্বাস্থ্যের খোঁজ খবর নিবেন। দলীয় নেতাকর্মীদের সাথে দেশবাসীও আশা করেছিলেন মায়ের এই সময়ে তারেক রহমান দেশে ফিরবেন। কিন্তু তিনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বক্তব্য দিয়ে দেশে না ফেরার ইঙ্গিত করে নতুন করে আলোচনার জন্ম দেন।

পরে অবশ্য তাঁর স্ত্রী ডা: জুবায়েদা রহমান দেশে গিয়ে খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের দেখভাল করছেন।

এদিকে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দেশে ফেরার প্রসঙ্গে হঠাৎ করে ট্রাভেল পাসের বিষয়টি সামনে আনা হয়েছে। পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেছেন, তারেক রহমান চাইলে তাঁর নামে ট্রাভেল পাস ইস্যু করা হবে। সাধারণ মানুষ মনে করছে, বাংলাদেশের একজন নাগরিক দেশে আসতে চাইলে তাকে পাসপোর্ট নিতে হয়। তারেক রহমান বাংলাদেশের জনপ্রিয় একটি দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান। তিনি পাসপোর্ট পাবেন এটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু পাসপোর্টের পরিবর্তে তাকে ট্রাভেল পাস দিতে চাচ্ছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এতে করে তারেক রহমানের দেশে ফেরা নিয়ে একটা 'অনিশ্চয়তা' দেখা দিয়েছে। এ বিষয়ে লন্ডনস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনে যোগাযোগ করা হলে একজন সিনিয়র কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, এটা সরকারের উর্ধতন মহলের সিদ্ধান্তের ব্যাপার। তবে বিএনপির রাজনীতির সাথে জড়িত লন্ডনের একাধিক নেতা মনে করছেন, সরকারের সদিচ্ছা থাকলে তারেক রহমানকে পাসপোর্ট দিতে পারে, এখানে ওয়ান টাইম ট্রাভেল পাসের বিষয়টি কেন সামনে আনা হচ্ছে তা তাদের বোধগম্য নয়। 'একটা ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাচ্ছি' উল্লেখ করে এক নেতা বলেন, এখানে জটিলতা কিসের তার ব্যাখ্যা সরকারকেই দিতে হবে।

গেল সাপ্তাহে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন যে মন্তব্য করেছেন সেটিও নতুন আলোচনার জন্ম দিয়েছে। কারণ ট্রাভেল পাসের বিষয়ে উপদেষ্টার মন্তব্য এই ইঙ্গিতই দিচ্ছে যে, তারেক রহমান এখনো বাংলাদেশি পাসপোর্ট পাননি কিংবা নেননি। --১৬ পৃষ্ঠায়

৮০০০০ ব্রিটিশ ভিসা বাতিল

পোস্ট ডেস্ক : ইন্টারন্যাশনাল ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্টটিং সিসটেম (আইইএলটিএস) এ ভয়াবহ প্রতারণার তথ্য পেয়েছে হোম অফিস। এ নিয়ে নড়েচড়ে বসেছে তারা। আর এই প্রতারণার সাথে বাংলাদেশসহ বেশ কয়েকটি দেশের নাম উঠে এসেছে। ব্রিটিশ হোম অফিস ইতোমধ্যে ৮০ হাজার আইইএলটিএসধারীর ভিসা বাতিল করেছে। যারা ব্রিটেনে স্টুডেন্টস, ওয়ার্ক পারমিট ভিসায় এসেছেন। হোম অফিসের তথ্যে জানা গেছে যারা প্রকৃতপক্ষে আইইএলটিএস পাস করেননি তাদের তারা চিহ্নিত করতে ব্যাপক তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে। অভিযুক্ত দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে- বাংলাদেশ, ভারত, তাইওয়ান সহ কয়েকটি দেশ।

অভিযোগ উঠেছে, বাংলাদেশ থেকে গত কয়েক বছরে যেসব হাজার হাজার স্টুডেন্ট ও যারা ওয়ার্ক পারমিট ভিসায় ব্রিটেন এসেছেন, তাদের অনেকেই জালিয়াতির মাধ্যমে আইইএলটিএস পাস করে এসেছেন।

ব্রিটিশ কাউন্সিল পরিচালিত আন্তর্জাতিক ইংরেজি ভাষা পরীক্ষা আইইএলটিএস-এ ২০২৩ সালের আগস্ট থেকে ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রায় ৮০ হাজার পরীক্ষার্থী ভুল স্কোর পেয়েছেন বলে জানা গেছে। পরীক্ষার ফল ভুলভাবে বেশি দেখানোই এর প্রধান কারণ।

আইইএলটিএস কর্তৃপক্ষ জানায়, 'প্রযুক্তিগত সমস্যার' --১৬ পৃষ্ঠায়

উপদেষ্টা মাহফুজ - আসিফের পদত্যাগ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : তথ্য ও সমপ্রচার উপদেষ্টা মো. মাহফুজ আলম এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া পদত্যাগ করেছেন।

বুধবার বিকাল পাঁচটায় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে তারা পদত্যাগপত্র জমা দেন। প্রধান উপদেষ্টা তাদের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছেন। এই দুই উপদেষ্টার পদত্যাগ নির্বাচন কমিশন তফসিল --১৬ পৃষ্ঠায়

ক্যান্সার আক্রান্ত ডেভিড ক্যামেরন

পোস্ট ডেস্ক : প্রোস্টেট ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছিলেন সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন। বিষয়টি নিজেই প্রকাশ্যে এনেছেন তিনি।

৫৯ বছর বয়সি লর্ড ক্যামেরন দ্য টাইমসকে জানান, তার স্ত্রী উদ্যোক্তা নিক জোন্সের একটি বিবিসি রেডিওর সাক্ষাৎকার শুনে তাকে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য বলেন। --১৭ পৃষ্ঠায়

নির্বাচন ৫ বছরের জন্য, গণভোট শত বছরের জন্য : ড. মুহাম্মদ ইউনূস

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী আগামী নির্বাচনকে একটি নতুন বাংলাদেশ গড়ার সুযোগ হিসেবে উল্লেখ করে প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, এই নির্বাচনকে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে আয়োজনের মাধ্যমে স্মরণীয় করে রাখতে হবে। বুধবার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনা থেকে সারা দেশের উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের (ইউএনও) সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে নির্বাচন প্রস্তুতি বিষয়ে দিক-নির্দেশনা প্রদানকালে তিনি এ কথা বলেন। এ সময় সকল জেলা প্রশাসক, বিভাগীয় কমিশনার এবং মন্ত্রিপরিষদ

বিভাগের কর্মকর্তাগণ অনলাইনে যুক্ত ছিলেন। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়েছে।

প্রধান উপদেষ্টা ইউএনওদের উদ্দেশ্যে বলেন, ইতিহাস আমাদের --১৭ পৃষ্ঠায়

খালেদার জন্য হাসিনার প্রার্থনা

পোস্ট ডেস্ক : বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্য সংকট নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তার রাজনৈতিক চির প্রতিদ্বন্দ্বী, ভারতে অবস্থানরত আরেক সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ভারতের বার্তা সংস্থা --১৬ পৃষ্ঠায়

ইইউর নতুন অভিবাসন নীতিতে বড় ঝুঁকিতে বাংলাদেশিরা

পোস্ট ডেস্ক : ইউরোপের অভিবাসনব্যবস্থা নতুন ও কঠোর এক অধ্যায়ে ঢুকতে যাচ্ছে। অবৈধভাবে ইউরোপে অবস্থানকারীদের দ্রুত ফেরত পাঠাতে এবং আশ্রয়প্রক্রিয়া সহজে প্রত্যাখ্যানযোগ্য করতে ইউরোপীয় কাউন্সিল তাদের অবস্থান চূড়ান্ত করেছে। নতুন এই নীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলোড়একটি যৌথ 'নিরাপদ দেশ' তালিকা প্রণয়ন, যার মধ্যে বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই তালিকা ভবিষ্যতে ইউরোপে আশ্রয় চাইতে আসা বাংলাদেশিদের জন্য কঠিনতম পরিস্থিতি তৈরি করবে।

সোমবার (৮ ডিসেম্বর) ইউরোপীয় ইউনিয়নের কাউন্সিল সদস্য রাষ্ট্রগুলোতে অবৈধভাবে অবস্থানরত ব্যক্তিদের প্রত্যাবাসনের প্রক্রিয়া দ্রুত এবং সরলীকরণের জন্য একটি ইইউ আইনের ওপর অবস্থান চূড়ান্ত করেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের ২৭টি দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীরা ইউরোপীয় সীমান্তের বাইরে ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র খোলার অনুমোদন দিয়ে অভিবাসনব্যবস্থা সংস্কারের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছেন, যেখানে আশ্রয় আবেদন প্রত্যাখ্যাত অভিবাসীদের পাঠানো যেতে পারে।

এই সিদ্ধান্তটি একটি আইনি প্যাকেজের অংশ, যা প্রত্যাখ্যান পাওয়ার পরও যারা ইউরোপীয় অঞ্চল ত্যাগ করতে অস্বীকার করবে, তাদের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করেছে। তবে আগামী মাসগুলোতে ইউরোপীয় পার্লামেন্টে ভোট না দেওয়া পর্যন্ত এই ব্যবস্থা কার্যকর হবে না।

জানা গেছে, নতুন নীতির ফলে যেকোনো সদস্য রাষ্ট্রে আশ্রয়প্রার্থী যদি এমন কোনো দেশ থেকে আসে, যেটিকে ইইউ নিরাপদ মনে করে, তবে তার আবেদন দ্রুত ও প্রাথমিক পর্যায়েই প্রত্যাখ্যান করা যাবে। ফলে বাংলাদেশি আশ্রয় চাইতে আসা ব্যক্তিদের আর আগের মতো দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় নিজেদের পরিস্থিতি --১৭ পৃষ্ঠায়

লন্ডনে মাসব্যাপী বিজয়ফুল কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন

নিলুফা ইয়াসমীন হাসান, লন্ডনঃ মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রেখে ধর্মান্ধতা, মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই বেগবান করার অঙ্গিকার নেয়ার মধ্য দিয়ে লন্ডনে বিজয়ফুল কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছে।

কনকনে শীতকে উপেক্ষা করে পূর্ব লন্ডনের আলতাব আলী পার্কের শহীদ মিনারের পাদদেশে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় ৩০শে নভেম্বর সন্ধ্যা ৬ টায় 'মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি' দেশাত্ববোধক গানের মাধ্যমে একে অপরকে বিজয়ফুল পরানোর মধ্য দিয়ে, বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারকে স্যালুট দেওয়ার মাধ্যমে বিজয়ফুল কর্মসূচীর শুভ উদ্বোধন হয়েছে। 'ডিসেম্বর মাস, বাংলাদেশের বিজয়ের মাস। বিশ্বের যেখানেই থাকুন বিজয়ের মাসে প্রতিদিন বিজয়ফুল পরুন, বিজয়ের গৌরবে সমুন্নত থাকুন এবং '৭১ এর শহীদদের স্মরণ করুন আর বাংলাদেশের বিজয়কে বুকে ধারণ করুন' শ্লোগান এর মাধ্যমে ডিসেম্বর মাসের ১ থেকে ১৬ তারিখ পর্যন্ত বিশ্বের সর্বত্র মুক্তিযুদ্ধের গল্পবলা এবং প্রতিদিন বিজয়ফুল পরার আহবান জানিয়ে প্রতি বছরের মত এবারও শুরু হয়েছে বিজয়ফুল কার্যক্রম।

বিজয়ফুল এর সমন্বয়ক কবি মিল্টন রহমান এর সঞ্চালনায় মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা গৌস সুলতান, বীর মুক্তিযোদ্ধা ফয়জুর রহমান খান, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু মুসা হাসান, উজ্জীবক কবি শামীম আজাদ, সাংবাদিক সৈয়দ আনাস পাশা, কবি স্টিফেন ওয়াটস, কবি মাইক রাগেট প্রমুখ। কণ্ঠ শিল্পী ডাঃ জয়িতা দাস গুপ্তা ও শম্পা কুন্ডের নেতৃত্বে সমবেত কণ্ঠে দেশাত্ববোধক গান এবং জাতীয় সঙ্গীত 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' পরিবেশিত হয়েছে।

সভায় বক্তারা বলেন, '৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশের লুপ্ত চেতনা পুনরুদ্ধার করার জন্য এবং চিন্তা-চেতনার অবক্ষয় দূর করার জন্য বিজয়ফুল কর্মসূচির গুরুত্ব অপরিসীম। বর্তমানে বাংলাদেশে অনেক মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিয়ত অপমানিত ও লাঞ্ছনার শিকার হয়েছেন বলে উল্লেখ করে উপস্থিত মুক্তিযোদ্ধারা তার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান।

বক্তারা আরো উল্লেখ করেন, নতুন প্রজন্মের কাছে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের বার্তা পৌঁছে দিব এটাই আমাদের অঙ্গীকার। তারা বলেন, বছরব্যাপী দেশ -বিদেশে সর্বস্তরের মানুষকে, বিশেষ করে নব প্রজন্মকে সম্পৃক্ত করে এই কর্মসূচি পালন করা প্রয়োজন ।

বিজয়ফুল প্রথম যখন প্রবর্তিত হয় কর্মসূচী হিসেবে, তখন তার উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা জনানো, যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছেন তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং সেই সঙ্গে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে আমাদের ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধের চিন্তা-চেতনা, বাংলাদেশের যে গৌরবময় ঐতিহ্য সেটাকে তুলে ধরা।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক নিলুফা ইয়াসমীন হাসান, স্মৃতি আজাদ, সেলিনা শেলী, রীনা দাস, সৈয়দা কলি পাশা, কবি কাবেরী মুখার্জি, কবি উদয় শংকর দূর্জয় প্রমুখ।

উল্লেখ্য, প্রবাসে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও ইতিহাসকে তুলে ধরার জন্য বিজয়ফুল কর্মসূচি গত ১৮ বছর যাবৎ পালিত হয়ে আসছে। কবি শামীম আজাদ বিলেত থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং বিজয় নিয়ে ব্যাপক লেখালেখি ও ক্যাম্পেইন শুরু করেন। এরই ধারাবাহিকতায় বিজয়ফুল এর সৃষ্টি। বহির্বিশ্বে বসবাসরত বাংলাদেশীদের কাছে বিজয়ফুল হয়ে উঠেছে মুক্তিযুদ্ধের প্রতীক।

বিজয়ফুল তৈরীর সময়ে একটি ক্রিয়েটিভ কর্মকান্ডের মাধ্যমে ছেলেমেয়েদের কাছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের গল্প বলার সুযোগটা পাওয়া যায়। বিজয়ফুল একটা উপলক্ষ্য।

বাচ্চারা বিজয়ফুল তৈরী করার সময় একজন মুক্তিযোদ্ধা পাশে বসে মুক্তিযুদ্ধ এবং যুদ্ধ জয়ের গল্প শোনান। এতে নতুন প্রজন্মের কাছে একাত্তরের বার্তা পৌঁছে যায়। ছেলেমেয়েরা যখন নিজ হাতে পাঁচটি সবুজ পাপড়ি ও একটি লাল গোলকের সম্মিলনে ফুল তৈরী করে, তখন তাদের শেখানো হয় মাঝখানের বৃত্ত আমাদের বিজয়ের লাল সূর্য, আর পাঁচটি পাঁপড়ির মাধ্যমে আমাদের ধর্মনিরপেক্ষতা-নানা ধর্মের মানুষের সহমর্মিতা, আমাদের মৌলিক অধিকার ইত্যাদি। তাই বিজয়ফুল বানানোর সময় নতুন প্রজন্মের সামনে গোটা বাংলাদেশের চিত্র ফুটে ওঠে। বিজয়ফুল শুধু লন্ডনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রতি ডিসেম্বরে বহুজন বুকে বিজয়ফুল পরেন, হৃদয়ে বিজয়ের চেতনা ধারণ করেন।

বিজয় ফুল এর আন্তর্জাতিক শুভেচ্ছা দূত হলেন ডঃ সেলিম জাহান এবং বিজয়ফুল এর লন্ডন অপর দুজন শুভেচ্ছা দূত হলেন গৌরী চৌধুরী এবং ঊর্মি মাযহার।

উল্লেখ্য, ১৯৯৮ সালে কবি শামীম আজাদ ও তাঁর বন্ধু-পরিচিতদের মধ্যে বিজয়ফুলের ধারণা দানা বাঁধতে থাকে। তাঁরা নতুন প্রজন্মের কাছে বাংলাদেশের বিজয়বার্তা পৌঁছানোর তাগিদ অনুভব করেন। শামীম আজাদ শিশুদের সঙ্গে কাজ করেন। তাদের গল্প শোনান, শিশুদের গল্পও শোনেন। সার্থকতার সঙ্গে শামীম আজাদ এবং বিজয়ফুল টীম এ কাজ সুষ্ঠু ভাবে করে চলেছেন। একটা আনন্দময় কাজের অছিলায় নতুন প্রজন্মের কাছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট আর ইতিহাস গল্পের ছলে তুলে ধরতে পারলে তারা বিষয়টিতে মজা পায়।

বিলেতের শিশুরা নভেম্বর মাসে সবার বুকে পপি ফুল দেখে অভ্যস্ত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মিত্রশক্তি নিজেদের গৌরবগাঁথা স্মরণ করে কাগজের বা কাপড়ের তৈরি লাল পপি দিয়ে। শিশুদের অভ্যস্ততাকে কাজে লাগিয়ে একটা ফুল দিয়ে বিজয় দিবস উদ্‌যাপন ও বিজয় দিবসের পাঠ দিতে পারে শিশুদের। তবে ফুলটা হতে হবে সহজে আঁকা যায়-এমন, আবার রংটা যেন আমাদের জাতীয় পতাকার লাল-সবুজের সঙ্গে মিলে যায়। এসব চিন্তা থেকে শেষ পর্যন্ত জন্ম নেয় বিজয়ফুলের ঐতিহ্য। এই ফুল কোনো গাছে ধরে না, এই ফুল ফোটে হৃদয়ের মাঝে।

কয়েক বছরে মধ্যেই যুক্তরাজ্য ছেড়ে এ কর্মসূচি ছড়িয়ে পড়তে থাকে বিভিন্ন দেশে। যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন সংগঠন ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এ কর্মসূচি পালিত হয়। যুক্তরাজ্যের বাইরেও বিভিন্ন দেশে বাংলা ভাষাভাষীরা এ কর্মসূচি পালন করে আসছে। এসব দেশে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত শিশু-কিশোররা উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে বিজয়ফুল তৈরি ও বিতরণে কাজ করছে। 'পাঁচটি পাপড়ি দিয়ে কত কিছু বোঝানো যায়! পাঁচটি মৌলিক অধিকার, আমাদের সমাজের পাঁচটি গোষ্ঠী-মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ও সব ক্ষুদ্র জাতিসত্তা। বিজয়ফুলের মাঝখানের লাল বৃত্তটি আমাদের স্বাধীনতার সূর্যের প্রতীক।'

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, অক্সফোর্ড, এলএসই ও ইউসিয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংঠন ও গবেষণা বিভাগ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে গবেষণায় 'বিজয়ফুল' কথা উল্লেখ করেছেন এবং বিজয়ফুল এর উদ্যোক্তা কবি শামীম আজাদ এর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন।

এদিকে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে এবং ঢাকার 'আলোক শিক্ষালয়' এর শিক্ষার্থীরা বিজয়ের মাসে বিজয়ফুল নিয়ে অনুষ্ঠান করেছে।

বৃটেনের ওয়েলসের রাজধানী কার্ডিফ শহরেও বিজয়ফুল কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়েছে।

বিজয়ফুল এর ওয়েবসাইট www.bijoyphool.co.uk Ges The university of Oxford/UCL ÔPortrait EMB research project - www.portraitemb.co.uk তে এই সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে।

"আমরা আওয়াজ তুলেছি": নারীর প্রতি সহিংসতার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ টাওয়ার হ্যামলেটস

২৫ নভেম্বর থেকে টাওয়ার হ্যামলেটস এই বছরের হোয়াইট রিবন ডে এবং লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতার বিরুদ্ধে ১৬ দিনব্যাপী কার্যক্রম (সিক্সটিন ডেজ অফ এক্টিভিজম এগেইনস্ট জেন্ডার-বেইজড ভায়োলেন্স) কে সমর্থন করছে, যা নারীদের এবং মেয়েদের প্রতি সহিংসতা (ভিএডব্লিউজি) বন্ধ করতে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং কার্যকর পদক্ষেপ নিতে উদ্দীপিত করার জন্য একটি বৈশ্বিক প্রচারণা।

হোয়াইট রিবন ডে হল বিশ্বের সবচেয়ে বড় আন্দোলন, যেখানে পুরুষ ও ছেলে সবাই একত্র হয়ে মহিলাদের প্রতি সহিংসতা বন্ধ করার জন্য কাজ করে। এই বছরের থিম "উই স্পিক্ আপ"-এর মাধ্যমে সবাইকে, বিশেষ করে পুরুষ ও ছেলেদের, লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতাকে চালিত করা ক্ষতিকর আচরণ ও মনোভাব চ্যালেঞ্জ করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে। সাদা রিবন পরা মানে হল কোনো ধরনের সহিংসতা বা নির্যাতন কখনো করা হবে না, ক্ষমা করা হবে না, অথবা তা নিয়ে নীরব থাকা হবে না - এই প্রতিশ্রুতি দেয়া।

মহিলা ও মেয়েদের প্রতি সহিংসতা: জাতীয় সংকট, স্থানীয় বাস্তবতা

যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন স্থানে মহিলা ও মেয়েদের প্রতি সহিংসতা ব্যাপকভাবে বিরাজমান রয়েছে। ২০২৩ সালের জুলাই থেকে ২০২৪ সালের জুন মাস পর্যন্ত পুলিশ ৬৯,১৮৪টি ধর্ষণের ঘটনা রেকর্ড করেছে, তবে সেই বছরের মধ্যে ১০০-এর কম ৩টি মামলায় অভিযোগ দায়ের হয়। অনুমান করা হয়, ৪ জন মহিলার মধ্যে ১ জন এবং ১৮ জন পুরুষের মধ্যে ১ জন প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে ধর্ষণ বা যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে, এবং আহতদের অর্ধেকের বেশি একাধিকবার এই অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছে।

ঘরোয়া সহিংসতাও লাখ লাখ মানুষকে প্রভাবিত করে চলেছে: মার্চ ২০২৪ শেষ হওয়া বছরের মধ্যে ২.৩ মিলিয়ন মানুষ নির্যাতনের শিকার হয়েছে, যার মধ্যে ১.৬ মিলিয়ন নারী এবং ৭১২,০০০ পুরুষ। নারীরা অস্বাভাবিকভাবে বেশি প্রভাবিত, ঘরোয়া সহিংসতা সম্পর্কিত মৃত্যুর ৬৫.৪% নারী, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপরাধী পুরুষ।

অনলাইন নির্যাতনও বাড়ছে। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ইংল্যান্ডের ১০ জন নারীর মধ্যে ১ জনের বেশি অনলাইন সহিংসতার শিকার হয়েছে। ১৬-২৪ বছর বয়সী যুবতীদের মধ্যে এই সংখ্যা ২৫%, এবং লেসবিয়ান ও বাইসেক্সুয়াল মহিলাদের মধ্যে ৩৫ শতাংশ। উদ্বেগজনকভাবে, আক্রান্তদের ১৩ শতাংশ জানিয়েছেন যে এই সহিংসতা পরে অফলাইনে সহিংসতায় রূপ নেয়।

টাওয়ার হ্যামলেটসে পরিস্থিতি সমানভাবে উদ্বেগজনক। লন্ডনে ঘরোয়া সহিংসতার অপরাধের সংখ্যা অনুযায়ী এই বরো দ্বিতীয় সর্বোচ্চ (৪,৩৩৫) এবং ২০২১/২২ সালে প্রতি ১,০০০ জনের জন্য ৩.১টি যৌন অপরাধ ঘটেছে। তবে, টাওয়ার হ্যামলেটসে ঘরোয়া সহিংসতা ও যৌন অপরাধের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ফলাফলের হার লন্ডনের মধ্যে সর্বোচ্চ। ভুক্তভোগীর সংখ্যাগরিষ্ঠ ৮৪% নারী, এবং স্থানীয় জরিপে দেখা গেছে নারীরা দিনের বেলা ও রাতের বেলা উভয় সময় পুরুষদের তুলনায় কম নিরাপদ বোধ করে।

বছরজুড়ে ভুক্তভোগীদের সহায়তা

টাওয়ার হ্যামলেটস লিঙ্গ-ভিত্তিক নির্যাতনের ভুক্তভোগীদের প্রতি বছরের প্রতিদিন সহায়তা প্রদান করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা অংশীদারদের সঙ্গে কাজ করি:

- ঘরোয়া সহিংসতা, যৌন নির্যাতন এবং জোরপূর্বক নিয়ন্ত্রণের (কোরেসিভ কন্ট্রোল) শিকারদের জন্য বিশেষায়িত সেবা।
- সম্মান-ভিত্তিক নির্যাতন এবং মহিলা যৌনাঙ্গ কেটে ফেলার (এফজিএম) শিকারদের জন্য সাংস্কৃতিকভাবে সংবেদনশীল সহায়তা।
- ক্ষতিকর মনোভাব চ্যালেঞ্জ এবং নিরাপত্তা প্রচার করতে কমিউনিটি আউটরিচ ও শিক্ষা কার্যক্রম।
- পেশাদারদের জন্য প্রশিক্ষণ যাতে তারা নির্যাতন চিহ্নিত ও কার্যকরভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে।

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের ভিএডব্লিউজি, ঘরোয়া সহিংসতা এবং মহিলা নিরাপত্তা দল, পাশাপাশি উইম্যান্স. নেটওয়ার্ক এবং ম্যান আলাইস ১৬ দিনের সচেতনতামূলক কার্যক্রমে কাউন্সিল স্টাফদের হোয়াইট রিবন প্রতিশ্রুতি নিতে উৎসাহিত করবে।

১৬ দিনের কার্যক্রম চলাকালীন কী ঘটছে

১৬ দিনের সচেতনতা কার্যক্রমে, টাওয়ার হ্যামলেটসে বিভিন্ন ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হবে, যা সচেতনতা বৃদ্ধি এবং ভুক্তভোগীদের সহায়তা করবে। হাইলাইটগুলো:

স্থানীয় সহায়তা সেবা এবং কমিউনিটি সংস্থাগুলোর সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য স্টলহোল্ডার্স ফেয়ার। এতে শীওয়াইজ এবং শিল্পী সুজাতা সেতাই-র সহযোগিতায় একটি শক্তিশালী ফটো প্রদর্শনী "এ থাউজেন্ড কাটস", যা সহিংসতার শিকার নারীদের অভিজ্ঞতা এবং স্থিতিস্থাপকতা তুলে ধরে।

বিবিসি-এর "মার্ডারড বাই মাই বয়ফ্রেন্ড" প্রদর্শন, যা সত্য ঘটনার ওপর ভিত্তি করে, যেখানে অ্যাশলি নামের একজন যুবতীকে তার নিয়ন্ত্রণমূলক সঙ্গী হত্যা করে - ঘরোয়া সহিংসতা ও জোরপূর্বক নিয়ন্ত্রণের বিপদ তুলে ধরে।

অংশীদারদের সঙ্গে ৪০-এর বেশি কার্যক্রম, যা কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করবে এবং নির্দেশনা প্রদান করবে।

যদি আপনি বা আপনার পরিচিত কেউ ঘরোয়া সহিংসতার শিকার হয় এবং পরামর্শ বা সহায়তা প্রয়োজন, সোলেস-এর সাথে যোগাযোগ করুন ০২০ ৩৭৯৫ ৫০৬৪। ইভেন্ট বা প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত আরও তথ্যের জন্য Domestic.Violence@towerhamlets.gov.uk-এ ইমেইল করুন।

টাওয়ার হ্যামলেটস এক্সিকিউটিভ মেয়র, লুৎফুর রহমান বলেন, "মহিলা ও মেয়েদের প্রতি সহিংসতা একটি ভয়াবহ অপরাধ। আমরা হোয়াইট রিবন ডে এবং ১৬ দিনের সচেতনতা কার্যক্রমকে সমর্থন করছি, যাতে এই জাতীয় জাতীয় সংকট মোকাবিলা করা যায় এবং নিশ্চিত করা যায় যে টাওয়ার হ্যামলেটস সকলের জন্য নিরাপদ। আমি সবাইকে অঙ্গীকার নিতে এবং নির্যাতনের ঘটনা রিপোর্ট করতে উৎসাহিত করি। আমরা আমাদের ভিএডাব্লিউজি এবং উম্যান্স সেফটি স্ট্র্যাটিজি-এর মাধ্যমে বরো জুড়ে নারীদের নিরাপত্তা উন্নত করতে পদক্ষেপ নিচ্ছি। এর মধ্যে রয়েছে নারী জন্য নিরাপদ স্থান তৈরি এবং উইমেন্স রিসোর্স সেন্টার চালুর প্রস্তুতি, যেখানে ডোমেস্টিক এবিউস ওয়ান স্টপ শপ থাকবে, যা প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে।"

পাবলিক প্রোটেকশন এবং ইন্টিগ্রেটেড এনফোর্সমেন্ট এর ক্যাবিনেট মেম্বার, কাউন্সিলর আবু তালহা চৌধুরী বলেন, "মহিলা ও মেয়েদের প্রতি সহিংসতা বন্ধ করা সবার দায়িত্ব, এবং আমরা সকলেই এমন একটি বরো গঠনে অংশগ্রহণ করি যেখানে কেউ - জাতি, লিঙ্গ, শ্রেণি, ধর্ম, বা যৌনতা নির্বিশেষে - রাস্তা বা বাড়িতে নিরাপদ বোধ না করে। আমরা নারীদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা কাউন্সিলের সব পরিষেবার কেন্দ্রে রাখি এবং আমাদের সমাজে নারী বিদ্বেষ নিয়ে সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরতে কাজ চালিয়ে যাচ্ছি।"

পোস্টাল ভোট রেজিস্ট্রেশনে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রবাসী ভোটাধিকার আন্দোলন ইউকের সাধারন সভা

বাংলাদেশে আসন্ন ত্রয়োদশ নির্বাচনে পোস্টাল ভোট রেজিস্ট্রেশনে সচেতনতা সৃষ্টি ও সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে আজ ২৯নভেম্বর শনিবার প্রবাসী বাংলাদেশী ভোটাধিকার আন্দোলন ইউকের পক্ষ থেকে পূর্ব লণ্ডনের ভ্যালেন্স রোডস্থ কমিউনিটি সেন্টারে এক সাধারন সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠণের আহ্বায়ক কে এম আবু তাহের চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও সলিসিটর মোহাম্মদ ইয়াওর উদ্দিনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন -শেখ মো: মফিজুর রহমান, সৈয়দ নুরুল ইসলাম দুলু, আলহাজ্ব রফিক উল্লাহ, মাওলানা আব্দুল কুদ্দুছ, মোহাম্মদ আব্দুর রব, আলহাজ্ব খালিছ মিয়া, ডাঃ গিয়াস উদ্দিন আহমদ, প্রিন্সিপাল ফখর আহমদ চৌধুরী, হাজী আবুল বাশার, হাজী শামসুল আলম, হাজী সুরুক মিয়া, শফিক মিয়া, হাজী ফজল মিয়া, জগম্বর আলী প্রমুখ। সভায় বক্তারা -প্রবাসী বাংলাদেশীদের ভোটের অধিকার বাস্তবায়নে প্রবাসী বাংলাদেশী ভোটাধিকার আন্দোলনের দীর্ঘ ৩০ বছরের ক্যাম্পেইনের জন্য ধন্যবাদ জানান ।বক্তারা -প্রবাস থেকে বাংলাদেশ হাই কমিশনের মাধ্যমে এনআইডি কার্ড প্রদান ও প্রবাস থেকে পোস্টাল ভোট নিবন্ধনের সুযোগ প্রদানের জন্য বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও নির্বাচন কমিশনকে ধন্যবাদ জানান ও আগামী ১৮ই ডিসেম্বরের ভেতরে 'Postal Vote BD' এ্যাপসের মাধ্যমে পোস্টাল ভোট রেজিস্ট্রেশনের জন্য আহ্বান জানানো হয়। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তে প্রতি মঙ্গলবার বিকাল ৫টা থেকে ৮ টা পর্যন্ত উডেহাম সেন্টারে ভোট রেজিস্ট্রেশনে সহায়তা প্রদান এবং সংবিধান সংশোধন করে জাতীয় সংসদে প্রবাসীদের জন্য এমপি পদে ২০টি আসন সংরক্ষিত রাখার দাবী জানানো হয়। সভায় কমিউনিটি নেতা এম এ লতিফ জেপি, কবি দবিরুল ইসলাম চৌধুরী ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রোগ মুক্তি কামনা করে বিশেষ দোয়া করা হয়।

গ্রেটার সিলেট ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন, লেষ্টার এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উপলক্ষে লেষ্টার শহরে বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত

গত ৩০ নভেম্বর রবিবার গ্রেটার সিলেট কাউন্সিল ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উপলক্ষে লেষ্টার শহরের তাইবা লাউন্‌জে এক জনসভার আয়োজন করা হয়। সংগঠণের সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুল হান্নানের সভাপতিত্বে ও সাধারন সম্পাদক আব্দুস সালামের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট কমিউনিটি নেতা ও সাংবাদিক কে এম আবু তাহের চৌধুরী এবং প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও কমিউনিটি নেতা মাহিদুর রহমান। এ ছাড়া বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন -প্রফেসর ডঃ পারভেজ হারিছ, ওসমানী বিমান বন্দর ক্যাম্পেইন কমিটির সচিব মোহাম্মদ আব্দুর রব, আরাফাত বার্তা ও আরাফাত টিভির সম্পাদক মোঃ আনোয়ার হোসেন ও সংগঠণের প্রধান উপদেষ্টা আব্দুর রব। অন্যান্যদের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন -উপদেষ্টা এম আছকির আলী, সহ সভাপতি রকিব আলী, সহ সভাপতি আমিনুর রহমান, সহ সভাপতি আব্দুর রউফ ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সভায় সংগঠণের নব নির্বাচিত কমিটিকে পরিচয় করে দেওয়া হয় এবং তাদের অভিনন্দন জানানো হয়। সভায় লেষ্টারের কয়েকজন ইমাম ও বিশিষ্ট সমাজসেবীকে সম্মাননা সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। সভায় বক্তারা -সিলেটবাসীর সাথে বৈষম্যমূলক আচরন, যোগাযোগ ব্যবস্থার দুর্গতি, বিমানের ভাড়া বৃদ্ধি ও বিগত ২৩ বছরেও ওসমানী বিমান বন্দর থেকে বিদেশী ফ্লাইট চালু না করায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। বক্তারা বার্মিংহাম থেকে বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইট চালু, নো ভিসা ফি হ্রাস ও ব্রিটিশ পার্লামেন্টে প্রস্তাবিত ইমিগ্রেশন বিল বাতিলের দাবী জানান। সভায় বিপুল সংখ্যক লোক উপস্থিত ছিলেন।

Geographical restrictions apply. For full details visit specsavers.co.uk/home-visits

ভলান্টারি অ্যান্ড কমিউনিটি সেক্টর (ভিসিএস) অ্যাওয়ার্ডস-এর জন্য আপনার পছন্দের পক্ষে এখনই ভোট দিন

টাওয়ার হ্যামলেটসে আবারও শুরু হয়েছে স্বেচ্ছাসেবী ও কমিউনিটি নায়কদের সম্মান জানানো ভলান্টারি অ্যান্ড কমিউনিটি সেক্টর (ভিসিএস) অ্যাওয়ার্ডস। প্রতিবছরের মতো এবারের আয়োজনেও স্বেচ্ছাসেবী ব্যক্তি ও সংস্থাগুলোর অসামান্য অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে, যারা মানুষের জীবনকে সমৃদ্ধ করেছে, কমিউনিটিকে শক্তিশালী করেছে এবং পুরো বরোজুড়ে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

বাসিন্দাদের জন্য এটি একটি সুযোগ, তাদের চারপাশের নীরব নায়কদের ভোট দিয়ে সম্মানিত করার। বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে মনোনয়ন ও ভোট দেওয়া যাচ্ছে: স্বেচ্ছাসেবী অব দ্য ইয়ার, ইয়াং ভলান্টিয়ার, ছোট, মাঝারি ও বড় ভলান্টারি গ্রুপ এবং লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড।

আগামী বছরের পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, মঙ্গলবার, টাউন হলে। এ উপলক্ষে মনোনয়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং চলবে ১৪ ডিসেম্বর রাত ১২টা পর্যন্ত। যারা তাদের সময়, দক্ষতা ও পরিশ্রম দিয়ে কমিউনিটিকে বদলে দিয়েছেন, তাদের সম্মান জানাতে মনোনয়নের সুযোগ এখনই। মনোনয়নের আগে নির্দেশিকা পড়ে তারপর অনলাইনে ফরম পূরণ করে জমা দিতে হবে।

অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে যোগ দিতে চাইলে আগাম বিনামূল্যের টিকিট সংগ্রহ করতে হবে। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন কমিউনিটি সংগঠন, স্বেচ্ছাসেবী এবং স্থানীয় নেতারা একত্রিত হবেন, যেখানে তাদের অভিজ্ঞতা, সাফল্য ও অনুপ্রেরণামূলক গল্পগুলো শেয়ার করা হবে।

টাওয়ার হ্যামলেটসে প্রতি বছর ভিসিএস অ্যাওয়ার্ডস আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যাতে কমিউনিটি ও স্বেচ্ছাসেবী খাতে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেন, তাদের অবদানকে যথাযথ মূল্যায়ন করা যায়। এই অনুষ্ঠান শুধু সম্মাননা দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় - এটি মানুষকে আরও সম্পৃক্ত হতে, একসঙ্গে কাজ করতে এবং নতুন উদ্যোগ গড়ে তুলতে উৎসাহিত করে। কমিউনিটিকে শক্তিশালী করার এই ধারাবাহিক প্রচেষ্টাকে সমর্থন করতে কাউন্সিল অঙ্গীকারবদ্ধ।

মঞ্চায়িত হয়েছে ট্রিওআর্টস এর নাটক জয়ন্তিকা

‘ইতিবাচক চিন্তাভাবনা জীবনে সফলতা আনতে সাহায্য করতে পারে’

নিলুফা ইয়াসমীন হাসান, লন্ডন: ট্রিওআর্টস এর নাটক ‘জয়া’ থেকে ‘জয়ন্তিকা’ হয়ে উঠার গল্প। মাতৃত্বকালীন সময়ে সমস্যায় জর্জরিত মায়েদের 'টানেলের শেষে যে আলো আছে' সেই বার্তা ফুটে উঠেছে ‘জয়ন্তিকা’ নাটকে।

‘বেবি ব্লুজ’ বা সন্তান জন্মদান পরবর্তী বিষণ্নতা কী তা অনেকে জানেননা, জন্মদাত্রী নিজেও মেনে নিতে পারেননা, আত্মীয়স্বজন অনেক সময়ে সহানুভূতিশীল না হয়ে সমস্যাকে জটিল করে তোলেন। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে শিক্ষণীয় নান্দনিক নাটক হলো ‘জয়ন্তিকা’।

‘ট্রিওআর্টস’ এর পরিবেশনায় ৩০শে নভেম্বর রবিবার পূর্ব লন্ডনের ব্রাডি আর্টস সেন্টারে প্রদর্শিত হয়েছে নাটক ‘জয়ন্তিকা’। বিকেল পাঁচটায় এবং সন্ধ্যা সাতটায় পর পর দুটি শো প্রদর্শিত হয়েছে এবং প্রতিটি শো-ই ছিল দর্শক পরিপূর্ণ। শায়লা শারমিন এর লেখায় নাট্যরূপ, নৃত্য পরিচালনা ও নির্দেশনায় ছিলেন রুবায়েত শারমিন ঝরা। নাটকের নাম ভূমিকায়ও ঝরা চমৎকার অভিনয় করেছেন।

পরিবারের নিকট আত্মীয়ের নেতিবাচক আচরণ ও জয়ার দুঃসময়ে দর্শক সারিতে ছিল বেদনার ছায়া। পরবর্তীতে পরিচিত জনের সহযোগিতায়, বন্ধু, জীবনসঙ্গী, ডাক্তারের পরামর্শে জয়া চড়াই উৎরাই পেরিয়ে সফল হয়েছেন। আওয়ার্ড পেয়েছেন। জয়ার ‘জয়ন্তিকা’ মানে বিজয়ী হওয়াতে, কৃতিত্বে দর্শক মুহুর্মুহু করতালির মাধ্যমে তাঁদের ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন।

নতুন মায়েরা সন্তান জন্মদানের পর প্রথম দিন থেকেই ‘বেবি ব্লুজ’ এর সম্মুখীন হতে পারেন। সাধারণত হরমোনের পরিবর্তনে সৃষ্ট অপ্রীতিকর অনুভূতির কারনে বিষণ্নতা, খিটখিটে মেজাজ, উদ্বেগ, কান্না এবং ঘুমের অসুবিধার মত সমস্যা হয়ে থাকে। সমাজে এটি এখনো এক ধরনের লুকোচুরির বিষয়। যদিও বিষয়গুলো চ্যালেঞ্জিং, তথাপি প্রসবোত্তর বিষণ্নতা থেকে উত্তরণ সম্ভব, যা নাটকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

নাটকে সকলে ভাল অভিনয় করেছেন। ননদীনির ভূমিকায় রুমি হকের অভিনয় ছিল দারুন। শিশু শিল্পী ইহান শহীদ ও আজান চৌধুরীর অভিনয় ছিল সাবলীল। মাহবুবা লিথি ও কাজী ফারহানা আখতার নাচ, অভিনয় দু'জায়গাতেই পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। স্বামীর ভূমিকায় সাদেক আহমেদ চৌধুরী সাদি ও ডাক্তারের ভূমিকায় সাউদ মোহাম্মদ এর অভিনয় দর্শক উপভোগ করেছেন।

এই নাটকটির মাধ্যমে জয়ন্তিকার পরিচালক দেখাতে চেয়েছিলেন যে, দয়া এবং করুণা কীভাবে জীবন বদলে দিতে পারে, বিশেষ করে বেবি ব্লুজ এবং প্রসবোত্তর বিষণ্ণতার প্রেক্ষাপটে। জয়া চরিত্রটি এই বিশ্বাসের প্রতিনিধিত্ব করেন, যে দয়া এবং ইতিবাচক চিন্তাভাবনা একটি সম্প্রদায়কে প্রভাবিত করতে পারে এবং জীবন উন্নত করতে সাহায্য করতে পারে।

প্রসবোত্তর বিষণ্ণতা অনেক মহিলার জন্য একটি সাধারণ চ্যালেঞ্জ, তবুও এটি প্রায়শই আমাদের সমাজে অকথ্য থেকে যায়। যত্ন এবং সময়ের সাথে সাথে এটি উন্নতি করতে পারে, তবে এটি বিপজ্জনক পর্যায়েও বৃদ্ধি পেতে পারে। এই কঠিন মুহুর্তগুলিতে, মহিলাদের সহানুভূতি, বোধগম্যতা এবং দৃঢ় সমর্থন প্রয়োজন - তাদের পরিবার এবং বৃহত্তর সম্প্রদায় থেকে।

ট্রিওআর্টস ২০১৯ সাল থেকে "এ সিজন অফ বাংলা ড্রামা"- তে অংশ নিয়ে আসছে এবং এই প্রথমবার পরিচালক পাপেট প্রবর্তন করেছেন। পাপেটটি জয়ার অভ্যন্তরীণ চিন্তাভাবনাকে প্রতিনিধিত্ব করে, যা নাটকটিকে একটি নতুন এবং অনন্য মাত্রা দেয়।

পরিচালক অনেক প্রক্ষেপণ ব্যবহার না করে একটি সরল এবং সরল মঞ্চ পরিবেশনও বেছে নিয়েছিলেন । নীল আলো, কিছু সাবধানে নির্বাচিত আলোকসজ্জার প্রভাব সহ, বেবি ব্লুজ এবং প্রসবোত্তর বিষণ্ণতার আবেগময় সুর প্রকাশ করতে ব্যবহার করা হয়েছিল। তারা সাদা কাগজের পাখিও ব্যবহার করেছে, যা প্রায়শই আশা, আলো এবং নতুন সূচনার প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকে ।

লেখিকা শায়লা শারমিন বুদ্ধিমত্তার সাথে প্রাণীদের প্রতি দয়া দেখানোর চেষ্টা করেছেন। নাট্যকার সুদীপ চক্রবর্তী সেই ধারণা প্রকাশের জন্য কাগজের পাখি ব্যবহার করার পরামর্শ দেন। পরিচালক রুবাইয়াত শারমিন ঝরা দৃশ্যটিকে একটি সহজ কিন্তু অর্থপূর্ণ উপায়ে জীবন্ত করে

তুলেছিলেন, যা এটিকে আরও বাস্তব এবং বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে। এই গল্পের প্রেক্ষাপটে, সাদা পাখিগুলি জয়ার নিরাময় এবং নিজেকে পুনরায় আবিষ্কারের দিকে যাত্রাকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করে।

এই নাটকের গানগুলি লেখক এবং পরিচালক উভয়ই ভেবেচিন্তে বেছে নিয়েছিলেন। পরিচালক নাটকে একটি পযড়রৎ গানও যুক্ত করেন এদেশের শিশুদের উৎসাহিত করবার উদ্দেশ্যে। গানটি গেয়েছে এহান শহীদ। আরও যোগ করেছেন বুলবুল একাডেমি অফ ফাইন আর্টস ইউকে শাখা এবং ট্রিওআর্টসের শিল্পীদের কয়েকটি নৃত্য পরিবেশনা। এতে অংশ নেন - দেবীনা রায়, কাজী ফারহানা আক্তার, মেহবুবা লিথি এবং রুবাইয়াত শারমিন ঝরা। এই উপাদানগুলি বর্ণনায় রঙ, গভীরতা এবং উষ্ণতা যোগ করেছে।

জয়ার আবেগ এবং ইতিবাচক মানসিকতা তার নিরাময় এবং সাফল্যের দিকে যাত্রাকে পরিচালিত করে। পরিশেষে, এই নাটকটির লক্ষ্য ছিল দর্শকদের সাথে সংযোগ স্থাপন করা, এবং নতুন মায়েদের চাহিদাগুলি প্রতিফলিত করতে উৎসাহিত করা।

৩০শে নভেম্বর ছিল মাসব্যাপী চলা নাট্যোৎসবের সমাপনি দিন। নাট্যপ্রেমীদের আগামী নভেম্বর পর্যন্ত অপেক্ষার পালাশুরু হলো। এবারের নাট্যোৎসবের থিম ছিল ‘কাইন্ডনেস’। আগামী বছরের নাটকের থিম নির্ধারিত হয়েছে ‘কিউরিসিটি’ ।ট্রিওআর্টস আগামীতেও ভাল নাটক উপহার দিবে বলে দর্শকদের আশা।

গোলাপগঞ্জ স্যোশাল এন্ড কালচারাল ট্রাস্ট ইউকে'র নির্বাচন কমিশন গঠন

গোলাপগঞ্জ স্যোশাল এন্ড কালচারাল ট্রাস্ট ইউকে'র নির্বাচনি কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়েছে। গত ৮ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার পূর্ব লন্ডনের একটি রেস্টুরেন্টে সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ দিলওয়ার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক মাসুদ আহমেদ জোয়ারদার ও কোষাধ্যক্ষ কাওসার আহমেদ জগলুর স্বাক্ষরিত নিয়োগপত্র কমিশন সদস্যদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

নির্বাচন কমিশনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, গোলাপগঞ্জ কমিউনিটি ট্রাস্ট ইউকে'র তিনবারের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট, সাংবাদিক ও লেখক মো. আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারল। কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন সংগঠনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য, গোলাপগঞ্জ হ্যাল্পিং হেল্ডস ইউকে'র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব সায়েদ আহমদ সাদ এবং সিইজি ইউকে ক্যারম অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট সেলিম উদ্দিন চকলাদার।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য জনাব আব্দুল বারী নাছির, মাওলানা মো. শওকত আলী, আমিনুল হক জিলু, গোলাপগঞ্জ হেল্পিং হ্যান্ডস ইউকে'র সাবেক সভাপতি ও সংগঠনের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য তমিজুর রহমান রঞ্জু এবং বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস কমিটির সদস্যবৃন্দ।

সভাপতি মোহাম্মদ দিলওয়ার হোসেন বলেন, "সফল ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনকে সকল ধরনের সহযোগিতা প্রদান করা হবে।"

প্রধান নির্বাচন কমিশনার আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারলসহ অন্যান্য কমিশনাররা নির্বাচন পরিচালনায় সংগঠনের সকল সদস্যদের সহযোগিতা কামনা করে জানান, খুব শীঘ্রই নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হবে।

জকিগঞ্জ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ইউকে এর সাধারণ সভা ও নির্বাচন ২০২৫ ইং সম্পন্ন

গত ০৭/১২/২০২৫ ইংরেজী তাং রবিবার পূর্ব লন্ডনের একটি হলে জকিগঞ্জ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ইউকে এর সাধারণ সভা ও নির্বাচন ২০২৫ ইং অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সভাপতি- হারুনুর রশিদ এর সভাপতিত্বে এবং সহ সভাপতি- মাওলানা ফরিদ আহমদ চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক- মাওলানা মোঃ আব্দুল কুদ্দুছ এর যৌথ পরিচালনায় শুরু হওয়া সভায় পবিত্র কুরআন শরীফ থেকে তিলাওয়াত করেন সদস্য- মাওলানা হাফিজ আবুল হাসান ও স্বাগত বক্তব্য রাখেন- সহ সভাপতি- শামীম শাহান।

সভায় বিগত মেয়াদের কার্যক্রমের রিপোর্ট পেশ করেন- সাধারণ সম্পাদক- মাওলানা মোঃ আব্দুল কুদ্দুছ ও আর্থিক রিপোর্ট পেশ করেন- কোষাধ্যক্ষ- মাওলানা মোছলেহ উদ্দিন।

সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন- টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সম্মানিত স্পীকার- কাউন্সিলার সুলুক আহমদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ও বক্তব্য রাখেন- সাবেক সম্মানিত স্পীকার- মোঃ আহবাব হোসেন, কাউন্সিলার- সিরাজুল ইসলাম, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি- ইমদাদুল হক চৌধুরী, দারুল হাদিস লতিফিয়ার সম্মানিত প্রিন্সিপাল- মাওলানা মুহাম্মদ হাসান চৌধুরী ফুলতলী, সাবেক ডেপুটি মেয়র- মোঃ শাহিদ আলী, কাউন্সিলার- মোহাম্মদ চৌধুরী।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন- সংগঠনের সাবেক সভাপতি- মাওলানা আব্দুর রব, মসিউর রহমান শাহীন, হামিদুর রহমান চৌধুরী আজাদ, সহ সভাপতি- মাওলানা আব্দুল আউয়াল হেলাল, সাবেক কোষাধ্যক্ষ - আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ ইমন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক- এ কে এম মাছুম, সহ সাধারণ সম্পাদক ও সদস্য সচিব- হাসনাত চৌধুরী, সদস্য- আব্দুল লতিফ লছনু, এনায়েতুল কিবরিয়া চৌধুরী, শ্রী চিত্রাদীপ পুরকায়স্থ ঝুমুর, মোঃ রুহুল আমিন। বক্তাগণ সবাই সংগঠনের কার্যক্রমের প্রশংসা করে বলেন সংগঠনের জন্ম লগ্ন থেকে খুবই সুন্দর ও সুষ্ঠ ভাবে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। বিপুল স্যাংখক জকিগঞ্জ বাসীর উপস্থিতিতে উক্ত সভার শেষে সভার সভাপতি সাহেব সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সংগঠনের বর্তমান কার্যকরী কমিটিকে বিলুপ্ত ঘোষনা করেন।

দ্বিতীয় পর্বে নির্বাচন কমিশনার বৃন্দ- শিহাব আহমদ চৌধুরী সাবু, মাওলানা শেহাব উদ্দিন ও মোঃ আব্দুল বাছিত চৌধুরী সংগঠনের নতুন কার্যকরী কমিটি ২০২৫-২০২৮ ইংরেজী মেয়াদের জন্য সভাপতি- কমর উদ্দিন চৌধুরী পাপলু, সাধারণ সম্পাদক- মাওলানা মোঃ আব্দুল কুদ্দুছ ও কোষাধ্যক্ষ- রাসেল আলম চৌধুরী বাবু সহ সাতষট্টি সদস্য বিশিষ্ট নতুন কার্যকরী কমিটির নাম ঘোষনা করেন।

সভায় সাত সদস্য বিশিষ্ট একটি সম্মানিত উপদেষ্টা পরিষদ এর নাম ঘোষণা করা হয়।

পরে নব নির্বাচিত সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ উনাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।

শেষে রাফেল ড্র এর বিজয়ী- আব্দুল বাছিত মুকুল, বুলবুল আহমদ ও আবিদুর রহমান এই তিন জনকে- "রীহ আল মাদিনাহ" কোম্পানির পক্ষ থেকে- প্রধান অতিথি- সম্মানিত স্পীকার- কাউন্সিলার সুলুক আহমদ, নব নির্বাচিত সভাপতি- কমর উদ্দিন চৌধুরী পাপলু ও কোম্পানির ডিরেক্টর- মাওলানা ফরিদ আহমদ চৌধুরীর মাধ্যমে পুরুষ্কার প্রদান করা হয়।

পরিশেষে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা সমাপ্ত করা হয়।

বৃটেনের কার্ডিফে বিজয়ফুল কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন

সাফওয়ান মনসুরঃ "ডিসেম্বর মাস, বাংলাদেশের বিজয়ের মাস। বিশ্বের যেখানেই থাকুন, বিজয়ের মাসে বিজয়ফুল পরুন, বিজয়ের গৌরবে সমুন্নত থাকুন এবং একাত্তরের শহীদানদের স্মরণ করুন আর বাংলাদেশের বিজয়কে বুকে ধারণ করুন' এই স্লোগানের মাধ্যমে

ও দীপ্ত শপথে ডিসেম্বর মাসের ১ থেকে ১৬ তারিখ পর্যন্ত বিশ্বের সর্বত্র মুক্তিযুদ্ধের গল্পবলা এবং প্রতিদিন বিজয়ফুল পরার আহ্বান জানিয়ে প্রতিবছরের মতো এবারও পরানোর মধ্য দিয়ে বিজয়ফুল কর্মসূচির উদ্বোধন করেন কার্ডিফ বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন এর চেয়ারম্যান ৭১ এর বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হান্নান শহীদুল্লাহ্।

শাহজালাল মস্ক এন্ড ইসলামিক কালচারাল সেন্টার এর চেয়ারম্যান কমিউনিটি ব্যাক্তিত্ব শাহ আতাউর রহমান মধুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই পোগ্রামে বক্তব্য রাখেন আনহার মিয়া, কাওসার হোসেন, শেখ মোহাম্মদ আনোয়ার, আলহাজ্ব তৈমুছ আলী, আনসার মিয়া, ভিপি সেলিম আহমদ, আসকর আলী, শাহ গোলাম কিবরিয়া, সৈয়দ জুয়েলুর রহমান, এম এ রউফ, আবুল কালাম মুমিন, রকিবুর রহমান, মোহাম্মদ বদরুল মনসুর, ও সৈয়দ রুহেল রহমান, সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

এদিকে কার্ডিফের বাংলা স্কুল ছাত্র ছাত্রীদের মাঝে ও বিভিন্ন গ্রোসারি শপ ও রেষ্টুরেন্ট - টেকওয়ে নানা ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানে ঘুরে ঘুরে মানুষের মাঝে বিজয় ফুল পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ যেনো এক প্রাণের বন্ধন। মহাণ শহীদানদের স্মৃতি বহন করে, বিজয়ের চেতনা ছড়িয়ে দিতে যে স্বপ্ন নিয়ে আজ থেকে ১৮ বছর আগে ২০০৭ সালে বৃটেন থেকে শুরু করা হয়েছিলো বিজয় ফুল কর্মসূচী, সেই যাত্রা এখনও অব্যাহত আছে নতুন প্রত্যয়ে। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের বীরগাথা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে পৌঁছে দিতে গড়ে ওঠা এই কর্মসূচী আমাদের জাতীয় চেতনাকে প্রতি বছর নতুন করে জাগিয়ে তোলে বলে উল্লেখ করে কার্ডিফ শাহজালাল বাংলা স্কুল কমিটি ও বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন এর জেনারেল সেক্রেটারি এবং বিজয়ফুল কর্মসূচির উজ্জীবক মোহাম্মদ মকিস মনসুর বলেন, বাংলাদেশ থেকে দূরে থাকলেও হৃদয়ের মাটিতে

শুরু হয়েছে বিজয়ফুল কার্যক্রম।

বিগত ১৮ বছর ধরে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহরের ন্যায় প্রতি বছরের মতো এবার ও ওয়েলসের রাজধানী কার্ডিফ শহরে বাংলা স্কুলে বিজয়ফুল কর্মসূচি-২০২৫ এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়েছে।

গত ১ লা ডিসেম্বর সোমবার ১২টা - ১মিনিটের সময় বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায় ও আনন্দঘন পরিবেশে বিজয়ফুল কর্মসূচির ওয়েলসের উজ্জীবক ও ইউকে বিডি টিভির চেয়ারম্যান কমিউনিটি লিডার মোহাম্মদ মকিস মনসুর এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত এই পোগ্রামে 'মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি' দেশাত্মবোধক এই কলিকে হৃদয়ে ধারণ করার মাধ্যমে একে অপরকে বিজয়ফুল

আমরা আজও সেই রক্তঝরা একাত্তরকে ধারণ করে আছি। ১লা ডিসেম্বর থেকে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত আমরা সবাই বুকে পরিধান করবো বিজয় ফুল শুধু প্রতীক হিসেবে নয়, বরং এক অঙ্গীকার হিসেবে। অঙ্গীকার, মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ, মানবিকতা, সাম্য, ন্যায়বিচার ও অসাম্প্রদায়িকতা ধরে রাখার। অঙ্গীকার, নতুন প্রজন্মকে সত্য ইতিহাস জানানো এবং মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় চেতনা এগিয়ে নেওয়া হোক আমাদের দীপ্ত শপথ।

সভায় অন্যান্য বক্তারা আগামী ১৬ ই ডিসেম্বর মহাণ বিজয় দিবসের আলোচনা সভা, ও বিজয়ফুল কর্মসূচির সমাপনী অনুষ্ঠানে সবাইকে উপস্থিত থাকার জন্য বিনীতভাবে অনুরুধ জানিয়েছেন।

বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় লন্ডন মহানগর বিএনপির দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

বিএনপি'র চেয়ারপারসন, গণতন্ত্রের মা ও তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার দ্রুত সুস্থতা কামনায় লন্ডন মহানগর বিএনপির উদ্যোগে এক তাৎক্ষণিক দোয়া মাহফিল গতকাল মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) ইস্ট লন্ডনের একটি রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয়।

দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্য বিএনপির সহসভাপতি ও লন্ডন মহানগর বিএনপির সাবেক সভাপতি মোঃ তাজুল ইসলাম, যুক্তরাজ্য বিএনপির সহসভাপতি ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবেদ রাজা, ইস্ট লন্ডন বিএনপির সভাপতি ফখরুল ইসলাম বাদল, মাহবুব আলী স্মৃতি সংসদের সভাপতি ও বিএনপি নেতা সোহেল আহমেদ সাদিক, লন্ডন মহানগর বিএনপির সহসভাপতি কদর উদ্দিন. সহসভাপতি এম এ তাহের.

সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক ফয়সল আহমেদ, যুগ্ম সম্পাদক রোমান আহমেদ চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদ চৌধুরী, যুক্তরাজ্য বিএনপি নেতা এম আরিফ আহমেদ, সহ-সাধারণ সম্পাদক সোহেল আহমেদ, নজরুল ইসলাম মাসুক, জিয়াউর রহমান, মোঃ শাহনেওয়াজ জুয়েল, দেলোয়ার হোসেন, রোমেল আহমেদ, সৈয়দ আতাউর রহমান, জমির আলী, আল মামুন, মতিউর রহমান ফখরুল, শেরওয়ান আলী, হালিমুল ইসলাম হালিম, ইফতেখার হোসেন চৌধুরী সাকী, মোঃ শাহরিয়ার বিন আরিফ আকিব, মোঃ ফজল আহমদ, মোঃ আকছার আহমদ প্রমুখ।

দোয়া মাহফিলে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি, সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। উপস্থিত নেতৃবৃন্দ মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন, যেন তিনি প্রিয় নেত্রীকে দ্রুত আরোগ্য দান করেন এবং নেক হায়াত দান করেন।

প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভোট নিবন্ধনের সময় আইডি হিসাবে পাসপোর্ট ব্যবহার করার সুযোগ দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছে হিউম্যান রাইটস এন্ড পিস ফর বাংলাদেশ ইউকে

প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভোটাধিকারে আরও সুবিধা দিতে নিবন্ধনের সময় বৃদ্ধি এবং জাতীয় পরিচয়পত্রের পাশাপাশি বাংলাদেশি পাসপোর্ট ব্যবহার করে নিবন্ধনের সুযোগ দেওয়ার অনুরুধ জানিয়েছে হিউমান রাইটস এন্ড পিস ফর বাংলাদেশ ইউকে শাখা ।

গত ২৬ নভেম্বর সংগঠনের ইউকে শাখার প্রেসিডেন্ট ও প্রবিন সাংবাদিক মোঃ রহমত আলী ঢাকার নির্বাচন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দীনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এ বিষয়ে একটি আবেদন পত্র প্রদান করেন। এর আগে সংগঠনের কেন্দ্রীয় প্রেসিডেন্ট এডভোকেট মনজিল মোরসেদ এর সাথে সাক্ষাৎ করে এ ব্যাপারে পরামর্শ নেন জনাব রহমত আলী।

এ ব্যাপারে তার আবেদন পত্রে জনাব রহমত আলী আরও উল্লেখ করেন, বিভিন্ন দেশে অনেক প্রবাসীর জাতীয় পরিচয়পত্র নেই। দেশের বাইরে বসবাস ও নানা জটিলতার কারণে তারা এনআইডি করতে পারেননি। এমন কি অনেক দেশে নতুন এনআইডি দেওয়ার উদ্যোগও নেওয়া হয়নি। এ পরিস্থিতিতে প্রবাসীদের সুবিধার্থে বৈধবাংলাদেশি পাসপোর্টকে পরিচয়পত্র হিসেবে গ্রহণ করে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির সুযোগ দিতে তিনি নির্বাচন কমিশনকে অনুরোধ জানান।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার জনাব এ এম এম নাসির উদ্দীনের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে জনাব রহমত আলী নির্বাচন কমিশনের সিনিয়র সচিব জনাব আখতার আহমদের সাথে সাক্ষাৎ করে একই দাবি জানান।

সর্বশেষ খবরে জানা গেছে যে প্রবাসী ভোটাধিকার নিবন্ধনের সময়সীমা আরও এক সপ্তাহ বৃদ্ধি করা হয়েছে। অর্থা্র আগামী ১৮ ডিসেম্বর থেকে তা ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ জন্য এইচআরপিবি ইএক শাখার প্রেসিডেন্ট রহমত আলী নির্বাচন কমিশনারসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য,গত ১৮ নভেম্বর সিইসি নাসির উদ্দীন 'পোস্টাল ভোট বিডি' অ্যাপ উদ্বোধন করেন, যার মাধ্যমে প্রবাসীরা পোস্টাল ব্যালটে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন। তখন সিইসি জানান, বিশ্বের ১৪৩টি দেশে থাকা প্রায় ১ কোটি ৩০ লাখ বাংলাদেশি প্রবাসীর মধ্যে আগ্রহীরা এই অ্যাপের নিবন্ধন সম্পন্ন করতে পারবেন। আর অ্যাপটি গুগল প্লে স্টোর ও অ্যাপল স্টোরে পাওয়া যাচ্ছে।

উল্লেখ্য, প্রবাসীরা অনেক আন্দোলন, সংগ্রাম ও মামলার পরে এ ভোটাধিকার লাভ করেছেন। তাদের মূল দাবি ছিল প্রবাসে দূতাবাস গুলির মাধ্যমে তারা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। এতে ভোটদান করা অনেক সহজ হত। কিন্তু তা না হওয়ায় অনেকে হতাশ হয়েছেন।

রচডেলে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও সংবর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস যুক্তরাজ্যের রচডেল শাখার উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও সংবর্ধনা সভা গত সোমবার ২ ডিসেম্বর স্থানীয় একটি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। যুক্তরাজ্য শাখার সহ প্রচার সম্পাদক ও রচডেল শাখার সভাপতি মাওলানা হাবিবুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাওলানা হুসাইন আহমেদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস যুক্তরাজ্য শাখার সহ সভাপতি ও ওল্ডহ্যাম শাখার সভাপতি মুহাদ্দীস মাওলানা কমর উদ্দিন। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন রচডেল শাখার অন্যতম উপদেষ্টা মাওলানা আবদুল হক, যুক্তরাজ্য শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা বুরহান উদ্দিন বাহার, যুক্তরাজ্য শাখার সহকারী বায়তুলমাল সম্পাদক মাওলানা ছায়েফ আহমদ সেবুল।

অন্যান্যদের মধ্য বক্তব্য রাখেন রচডেল শাখার সহসাংগঠনিক সম্পাদক মুতিউর রহমান, বায়তুলমাল সম্পাদক হাফিজ শামছুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মোহাম্মদ বদরুল আলম, প্রচার সম্পাদক মোহাম্মদ মনসুর আলম, মুহাম্মদ মতিউর রহমান, মুহাম্মদ পারভেজ আহমদ।

সভায় কমিউনিটি এক্টিভিস্ট মশিউর রহমান বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও কর্মসূচির সাথে ঐক্যমত পোষণ করে সদস্য ফরম পূরণ সংগঠনে যোগদান করেন।

সভায় নেতৃবৃন্দ বলেন, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ইনসাফপূর্ণ আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমান আমীরে মজলিস শাইখুল হাদীস আল্লামা মামুনুল হকের নেতৃত্বে সারা দেশে খেলাফতের নবজাগরণ তৈরী হয়েছে। যুক্তরাজ্যে সাংগঠনিক কার্যক্রম কে আরো জোরদার ও গতিশীল করতে হবে।এ জন্য সকল জনশক্তিদের
সাংগঠনিক কাজে মনোনিবেশ করতে হবে।

সভায় ওল্ডহ্যাম ও রচডেল শাখার বেশ কয়জন দায়িত্বশীল বাংলাদেশে যাওয়া উপলক্ষ্যে বিশেষ সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

পরিশেষে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের প্রতিষ্ঠা শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ. সহ সাবেক মরহুম নেতৃবৃন্দের মাগফিরাত ও দরজাহ বুলন্দি কামনা এবং বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী, বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা দ্রুত আরোগ্য কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।মোনাজাত কর্মসূচি পরিচালনা করেন মুহাদ্দীস মাওলানা শায়খ কমর উদ্দিন।

বৃটেনের লুটনে ইউনিটি অব মৌলভীবাজার এর নতুন কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠিত

সজিব আহমেদঃ বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় ও আনন্দঘন পরিবেশে বৃটেনের বিভিন্ন শহর থেকে আগত কমিনিটির বিভিন্ন শ্রেনী পেশার বিপুল সংখ্যক মানুষের উপস্থিতিতে ৮ ই ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৭ টায় ইউনিটি অব মৌলভীবাজার এর নতুন কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠান ও ডিনারপার্টি লুটন শহরে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

সংগঠনের সভাপতি আব্দুর রুউফ তালুকদার এর সভাপতিত্বে এবং সেক্রেটারি লিটন চৌধুরী, জয়েন্ট সেক্রেটারি আমজাদ হোসেন সানি, ও রাসেল খাঁন এর যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠিত অভিষেক অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ৭১ এর বীর মুক্তিযোদ্ধা বিশিষ্ট সমাজসেবক এম এ মান্নান নতুন কমিটিকে পরিচয় করিয়ে দেন।

বিশেষ অতিথি হিসাবে মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট এর সভাপতি আব্দুল আহাদ চৌধুরী, ইউকে বিডি টিভির চেয়ারম্যান মিডিয়া ব্যাক্তিত্ব মোহাম্মদ মকিস মনসুর, বাংলাদেশ ক্যাটারার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট অলি খাঁন এমবিই, অ্যাকাউন্ট্যান্ট রফিক হায়দার রিপন, সাবেক ছাত্রনেতা আহমেদ হাসান, সৈয়দ ফজলুল হক সেলিম, কবি কাজল রশিদ, ইব্রাহিম তালুকদার, সহ অন্যান্য উপদেষ্টাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি আব্দুল মালিক, প্রাক্তন সভাপতি সৈয়দ শামীম ইসলাম, সাবেক সেক্রেটারি কামরুজ্জামান খাঁন কমরু, প্রাক্তন সেক্রেটারি শফিকুর রহমান, ট্রেজারার মোহাম্মদ মুহিবুর রহমান, সহ সভাপতি শামীম চৌধুরী, সহ সভাপতি শাহাজান সিরাজ, সহ সভাপতি শেখ জাহাদ জসিম, সহ সভাপতি ফয়সল ইসলাম, সহ সভাপতি তপু তোফায়েল খাঁন, সহ সভাপতি নিয়ামত খাঁন, সহ সভাপতি সেলিম আহমেদ, সহ সভাপতি আতিক লাকি, সহ সভাপতি আজিজুর রহমান মুন, সহ সভাপতি মাহবুবুর রহমান শিবলু, সহ সাধারন সম্পাদক মাহফুজ আহমদ,সহ সাধারন সম্পাদক রাজু আহমেদ, জয়েন্ট ট্রেজারার সাইফুল হক খালেদ, জয়েন্ট ট্রেজারার সাদিকুর রহমান, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মাইনুল হোসেন বেলাল,সহ আন্তর্জাতি বিষয়ক সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, ক্রীড়া সম্পাদক রেজওয়ান হোসেন রাজু, সহ ক্রীড়া সম্পাদক শাওন তালুকদার, সাংস্কৃতিক সম্পাদক মোহাম্মদ মোস্তাকিম আহমেদ টিটু, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক আমিনুর চৌধুরী, নাজমুল ইসলাম, ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী, সাহেদ কূরেশী, সৈয়দ জামান, আনোয়ার আহমেদ, ও ইসফাক আহমেদ সজিব, সহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সভার শুরুতেই পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সৈয়দ রুয়েজ আহমদ, ও পরিশেষে দোয়া পরিচালনা করেন মাহফুজ আহমেদ।

দোয়ার মাধ্যমে সংগঠন এর প্রয়াত উপদেষ্টা মুক্তিযোদ্ধা ইতেখার উদ্দিন, এবং বাংলাদেশ টিমের সদস্য মরহুম মোহাম্মদ কামাল মনসুর এর রুহের মাগফেরাত কামনা করা হয়েছে।

র্যাফেল ড্র-এর ১ম পুরুষ্কার লুটন এর মোঃ ইকবাল হোসেন, ২য় পুরুষ্কার লন্ডনের শামীম চৌধুরী ও ৩য় পুরুষ্কার বিজয়ী মাইনুল হোসেন বেলাল এর হাতে আমন্ত্রিত অতিথিরা আকর্ষণীয় পুরুষ্কার তুলে দেন।

বাংলাদেশের দেশের অর্থনীতিতে ঐতিহ্যবাহী মৌলভীবাজার জেলাবাসীর যথেষ্ট অবদান রয়েছে। সবদিকে জেলা বাসী এগিয়ে আছে অথচ সরকার উন্নয়ন বৈষম্য করছে, এর অবসান প্রয়োজন বলে উল্লেখ করে বক্তারা মিরপুর-মৌলভীবাজার-ফেঞ্চুগঞ্জ হয়ে সিলেট সড়ককে চারলেনে উন্নীতকরন এবং মৌলভীবাজারে সরকারি মেডিকেল কলেজ ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, এবং শমসেরনগর বিমানবন্দর চালু ও মৌলভীবাজার জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি জোর দাবি জানান।

বক্তারা আর ও বলেন উন্নয়নে পিছিয়ে পড়া মৌলভীবাজার জেলার মানুষ। তথা এই জনপদের অধিকাংশ রাস্তাঘাটের বেহাল অবস্থা দীর্ঘদিনের। বর্তমানে জেলা সদরের গ্রামীণ অধিকাংশ সড়কগুলো যান চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ছে। ভাঙাচোরা সড়কে চলতে হয় যাত্রীদের। হচ্ছেনা সড়ক সংস্কার। এতে ক্ষোভ বাড়ছে সাধারণ মানুষের। কিন্তু প্রতিকার চাওয়ার কেউ নেই।

ইতিমধ্যে ঢাকাগামী দূরপাল্লার বাসে যাতায়াতের ক্ষেত্রে যাত্রীদের ভয়ের অন্যতম কারণ হচ্ছে দীর্ঘ যানজট। গুরুত্বপূর্ণ ঢাকা-সিলেট এই মহাসড়কটির বেহাল অবস্থার কারণে অন্তত ৫ কিলোমিটারের ভয়াবহ যানজটের কবলে জরুরী প্রয়োজনে ঢাকাগামী যাত্রীদের পরতে হচ্ছে। ৫ ঘন্টার যাত্রাপথ কখনো কখনো ১৫ থেকে ১৬ ঘন্টা লেগে যাচ্ছে।

তাই চাপ বাড়ছে ট্রেন ভ্রমণে। টিকেট কালো বাজারি সিন্ডিকেটের কারণে ট্রেনের টিকিটও এখন সোনার হরিণ।

উক্ত অনুষ্ঠানে ইউনিটি অব মৌলভীবাজার এর বিগত দিনের কার্যক্রম প্রজেক্টটারের মাধ্যমে দেখানোর পর উপস্থিত সবাই বিগত দিনের কার্যক্রম এর ভূয়সী প্রশংসা করেন, এবং আগামীতে জেলার উন্নয়নে ও মানবতার কল্যাণে অতীতের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আসন্ন রামাদান প্রজেক্টের খাদ্য সামগ্রী বিতরণে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি ব্যাক্ত করেছেন।

ঐক্যের সুতায় বাঁধা এই সম্মেলন প্রবাসী মৌলভীবাজার জেলাবাসীদের মধ্যে ঐক্য ও দায়িত্ববোধের নতুন অধ্যায় হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এ যেনো এক প্রাণের মিলন মেলায় পরিনত হয়েছে।

বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার আশু রোগমুক্তি ও দীর্ঘায়ু কামনায় যুক্তরাজ্যের নর্থাম্পটনে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

এহসানুল ইসলাম চৌধুরী শামীম : সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার আশু রোগমুক্তি ও দীর্ঘায়ু কামনায় যুক্তরাজ্যের নর্থাম্পটনে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার রাতে নর্থাম্পটন বাংলাদেশী এসোসিয়েশনের হল রুমে এই মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

নর্থাম্পটন শায়ার বিএনপি আয়োজিত এই মাহফিল পরিচালনা করেন যুক্তরাজ্য বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আহাদুর রহমান সুহেল। বিশেষ মোনাজাত করেন আল জামাত উল মুসলিমিন অফ বাংলাদেশ মসজিদের ইমাম ও খতিব ক্বারী মাওলানা হাফিজ আবু বকর। মোনাজাতে বেগম জিয়ার শারীরিক সুস্থতা ও নেক হায়াত কামনা করে মহান আল্লাহর দরবারে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন নর্থাম্পটন শায়ার বিএনপির সাবেক সভাপতি হারুন আলী। নর্থাথাম্পটন শায়ার বিএনপি ও এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মী এবং নর্থাম্পটন বাংলাদেশী এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান আকিক মিয়া, সেক্রেটারী সলিসিটর জাবির মিয়া জেপি ও কাউন্সিলর এনামুল হক সহ স্থানীয় বিপুল সংখ্যক মুসল্লি অংশগ্রহণ করেন।

মাহফিলে বক্তারা বলেন, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া শুধু তিনবারের সফল প্রধানমন্ত্রীই নন, তিনি দেশের গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার আন্দোলনের এক আপোষহীন প্রতীক। মানুষের অধিকার, স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান জাতি চিরদিন স্মরণ রাখবে। আমরা তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি, যাতে তিনি সুস্থ হয়ে আবারও জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে পারেন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, আর বলেন,বেগম খালেদা জিয়া দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতীক। তাঁর অসুস্থতার সংবাদে দেশের জনসাধারণ উদ্বিগ্ন।

তাঁরা আরও বলেন, সাবেক এই প্রধানমন্ত্রী গণমানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আজীবন সংগ্রাম করেছেন। তাই তাঁর রোগমুক্তি কামনায় দেশবাসী আন্তরিক প্রার্থনা করছেন।

উল্লেখ্য, ৮০ বছর বয়সী সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া দীর্ঘদিন থেকে আর্থ্রাইটিস, ডায়াবেটিসের পাশাপাশি কিডনি, লিভার, ফুসফুস, চোখের সমস্যাসহ নানা জটিলতায় ভুগছেন।

HOME TUITION

Are you worried about Maths, Science and English?

No worries! Call our UK expert GCSEs, 11plus and SATs qualified teachers.

- 100% proven grades 8/9 in GCSEs Maths and Science in 2025.
- 99 % proven success rates for 11 plus in Redbridge, Bexley, Kent and private schools in past 7 years.
- Outstanding proven results in KS2 SATS over the last 12 years.
- From year 1 to GCSEs. 12 years of success. Expert in AQA, Edexcel, OCR GCSEs exams and 11 plus mock preparation.

Speak directly to a DBS verified teacher, and discuss your child's tuition now .

Shohel Ahmed, B.COM (Hons) in Accounting with Maths
Mob: 07921881890, email: Shohel_1000@yahoo.com
Najia Rahman Chowdhury QTS in Primary
Mob: 07931510811.
Address: 42 Blake Avenue Barking, IG11 9SQ

বাংলাদেশি চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টদের সংগঠন দ্য অ্যাকাউন্ট্যান্টস ক্লাবের বার্ষিক ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট ২০২৫ সম্পন্ন

খালেদ মাসুদ রনিঃ আনন্দগন পরিবেশেষের মধ্যদিয়ে লন্ডনে ব্রিটিশ-বাংলাদেশি চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টদের সংগঠন দ্য অ্যাকাউন্ট্যান্টস ক্লাবের বার্ষিক ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট ২০২৫ সফল ভাবে সম্পন্ন হয়েছে। গত রবিবার দীনব্যাপী এ টুর্নামেন্ট শ্যাডওয়েলের মালবেরি স্পোর্টস অ্যান্ড লেজার সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। টুর্নামেন্টে অংশগ্রহন করতে সকাল থেকে সদস্যরা হলে আসতে থাকেন। এই টুর্নামেন্ট খেলাধুলা ও কমিউনিটি সম্পৃক্ততায় ভরপুর ছিলো। মোট ৩২ জন ক্লাব সদস্য ১৬টি দল গঠন করে পুরো দিনের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন।

খেলায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেন রজ্জাকুল হায়দার খান ব্যাপি এবং গৌরব রায়। রানার-আপ হন মোহাম্মদ আশরাফ উদ্দিন এবং মোহাম্মদ গিয়াস

দলগুলোর হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। পুরো টুর্নামেন্টজুড়ে বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতা ও আনন্দঘন পরিবেশ, যা সদস্যদের ব্যস্ত পেশাগত জীবন থেকে একটুখানি আনন্দময় বিরতি দেয়। অংশগ্রহণকারী সকল দল, আয়োজক ও

তিনি বলেন, হিসাবরক্ষকরা খুব পরিশ্রম করি এবং প্রায়ই প্রচণ্ড চাপের মধ্যে কাজ করতে হয়। এ ধরনের টুর্নামেন্ট আমাদের মানসিক চাপ দূর করতে সাহায্য করে এবং আমাদের কমিউনিটিকে আরও ভালোভাবে সেবা

উদ্দিন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্পোর্টস অ্যান্ড কালচারাল সেক্রেটারি, মি. মুতালিব মিয়া অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানান এবং সদস্যদের ঐক্য ও সুস্থতা বৃদ্ধিতে এ ধরনের কর্মকাণ্ডের গুরুত্ব তুলে ধরেন। সমাপনী অনুষ্ঠানে বিজয়ী

স্বেচ্ছাসেবী সকলে ক্লাব ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট ২০২৫-কে সাফল করতে সহযোগীতা করায় ধন্যবাদ জানান আয়োজকরা।

অনুষ্ঠানের শেষে ক্লাব সেক্রেটারি, মি. মোহাম্মদ এনাম খান বক্তব্য রাখেন।

দেওয়ার মানসিক শক্তি জোগায়। দ্য অ্যাকাউন্ট্যান্টস ক্লাব সম্মানিত স্পনসর, অংশগ্রহণকারী, আয়োজক ও স্বেচ্ছাসেবী সকলকে ক্লাব ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট ২০২৫-কে সাফল করার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সামনে যুক্তরাজ্য আওয়ামীলীগের বিক্ষোভ প্রদর্শন ও স্মারকলিপি প্রদান

স্টাফ রিপোর্টারঃ বাংলাদেশে অবৈধ ইউনুস সরকারের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে প্রতিশোধের লক্ষ্যে ক্যাঙ্গারু আদালতে মিথ্যা সাজানো মামলায় পূর্বনির্ধারিত রায়ের মাধ্যমে দলীয় প্রধান শেখ হাসিনা এবং বঙ্গবন্ধু পরিবারের সদস্যদের দোষী সাব্যস্ত করার প্রতিবাদে সেন্ট্রাল লন্ডনের দশ ডাইনিংস্ট্রিটের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন ও প্রধানমন্ত্রীর দফতরে স্মারকলিপি প্রদান করে যুক্তরাজ্য আওয়ামীলীগ। গত ৪ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার দুপুরে এ প্রতিবাদ কর্মসূচির আয়োজন করে দলটি। বিক্ষোভ সমাবেশ শেষে দলের যুক্তরাজ্যের সভাপতি আলহাজ্ব জালাল উদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে, সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সাজিদুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল আহাদ চৌধুরীর প্রতিনিধি দলটি ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী বরাবরে তার দফতরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার কাছে স্মারকলিপি হস্তান্তর করেন।

এদিকে বিক্ষোভ সমাবেশকে কেন্দ্র করে প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেও রাজধানী লন্ডনের আশপাশের বিভিন্ন শহর থেকে দলের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী সেদিনের সেন্ট্রাল লন্ডনে জমায়েত হয়েছিলেন। লন্ডন মহানগর আওয়ামীলীগ, ইস্ট লন্ডন আওয়ামীলীগ, নিউহ্যাম আওয়ামীলীগ, ওয়েষ্ট লন্ডন আওয়ামীলীগ, হিথ্রো, সাউথ লন্ডন, নর্থ লন্ডন, লুটন আওয়ামীলীগসহ বিভিন্ন শাখা সংগঠনের নেতা-কর্মীরা দলের এ বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও যুক্তরাজ্য যুবলীগ, যুক্তরাজ্য স্বেচ্ছাসেবক লীগ, যুক্তরাজ্য মহিলা আওয়ামীলীগ, যুক্তরাজ্য শ্রমিকলীগ,

যুক্তরাজ্য ছাত্রলীগসহ আওয়ামীলীগের অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনগুলোর বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী এ প্রতিবাদ সমাবেশে যোগ দেয়।

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM MADRASHA &ORPHANAGE

UK Charity No. 1126168
NGO Affairs Bureau Bangladesh Registration No- 3052

UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

Welfare

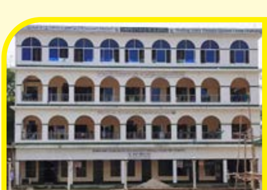
Orphanage

Madrasah

Please Help supporting the poor & needy with your:
Lillah Sadaqah Zakat Fitra
Fidya Kaffara Qurbani

PROJECTS
Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00
Shops (permanent income for Orphanage) Per Shop £2500.00
Class/Living Room for Orphanage Per Room £3000.00
Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage
33 Decimal Land £1000, One Cow £400 Minnow (Fishery), Tree plant £100
Ashab-e-Badr Fund
one off payment £700.00 x 313 Donor

CAN DONATE VIA :
Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324
UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608

For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

বৃটেনের ন্যাশনাল কোরআন তেলাওয়াত প্রতিযোগিতা সাউতুল কুরআনের সেমি ফাইনাল অনুষ্ঠিত

খালেদ মাসুদ রনিঃ বৃটেনের জনপ্রিয় চ্যানেল ইকরা টিভির উদ্যোগে ৩য় বারের মত অনুষ্ঠিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোরআন তেলাওয়াত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান সাউতুল কোরআন ২০২৫। গত ৩০ নভেম্বর শনিবার দীনব্যাপী ক্রয়ডন ইকরা উর্দু টিভির সু বিশাল স্টুডিও তে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। লন্ডন-লুটন, বার্মিংহাম, মিডল্যান্ড, লীডস, ব্রাডফোর্ডসহ যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহর থেকে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে গার্ডিয়ানরা তাদের সন্তানদের সাথে নিয়ে উপস্থিত হন।

আগামী ১৪ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত ফাইনালের জন্য ১২ জন প্রতিযোগিতা নির্বাচিত হন।

উপস্থাপনা করেন ইকরা টিভির উপস্থাপক আবুল হাসানাত।

বিচারক প্যানেলে ছিলেন সাউতুল কুরআনের প্রধান বিচারক ও ইকরা টিভির সিইও শায়খ হুজাইফা, ইস্ট

লন্ডন মসজিদের ইমাম ক্বারী শায়খ সৈয়দ আনিসুল, ক্বারী শায়খ জিয়াদ, মুফতী শায়খ মুহাম্মদ মুহিদ। প্রতিযোগিতার সমন্বয়কের দায়ীত্ব পালন করেন ইকরা টিভির উপস্থাপক মুফতী ছালেহ আহমদ ও মাওলানা আবদুল বাসিত।

প্রত্যেক প্রতিযোগি অত্যন্ত সুন্দর ও সুললিত কণ্ঠে তেলাওয়াত করে অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে তুলেন।

গ্রান্ড ফিনালে প্রোগ্রাম আগামী ১৪ ডিসেম্বর লন্ডনের Mayfair Venue তে অনুষ্ঠিত হবে। সাউতুল কুরআন এর গ্রান্ড ফিনালের অংশগ্রহণ করে অনুষ্ঠান কে সর্বাত্মক সফল ও সার্থক করতে কুরআন প্রেমিক সর্বস্তরের মানুষের প্রতি আহবান জানান বক্তারা। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহনকারীরা অনলাইনে ফ্রি রেজিস্টেশন করতে আহবান জানানো হয়।

বাংলাদেশকে ‘নিরাপদ’ দেশের তালিকায় রাখল ইইউ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ইউরোপীয় ইউনিয়নের নতুন অভিবাসন নীতি আরও এক ধাপ এগোল। ‘নিরাপদ দেশ’ তালিকা নিয়ে একমত হয়েছে দেশগুলো। এ তালিকায় রয়েছে বাংলাদেশ ও ভারতের নাম। সোমবার ইউরোপীয় কাউন্সিলের বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলো নতুন অভিবাসন ও আশ্রয় নীতি নিয়ে তাদের অবস্থান চূড়ান্ত করেছে। এই পরিকল্পনায় রয়েছে কঠোর আশ্রয় নিয়ম, একটি সাধারণ ‘নিরাপদ দেশ’ এর তালিকা এবং যেসব অভিবাসী থাকার অনুমতি পান না তাদের ফেরত পাঠানোর কঠোর ব্যবস্থা।

নতুন নিয়ম অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তি যদি ইইউর তালিকাভুক্ত ‘নিরাপদ দেশে’ নিরাপদে থাকতে পারতেন, তাহলে তার আশ্রয় আবেদন সহজেই প্রত্যাখ্যান করা যাবে। এই তালিকায় আছে বাংলাদেশ, কলোম্বিয়া, মিশর, ভারত, কসোভো, মরক্কো ও টিউনিশিয়া।

যারা এ প্রস্তাবগুলো সমর্থন করেছেন তারা বলছেন, এটি ইউরোপে অনিরাপদ পথ পাড়ি দিয়ে আসা কমাতে সাহায্য করবে। তবে অনেকগুলো মানবাধিকার সংগঠন বলছে, এই নিয়ম অনেক মানুষের প্রয়োজনীয় সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার ক্ষুণ্ন করবে।

এখন এই অবস্থান ইউরোপীয় পার্লামেন্টে আলোচনা হবে। অনুমোদন পেলে নীতিগুলো ২০২৬ সাল থেকে কার্যকর হতে পারে, যা ইইউর অভিবাসন ব্যবস্থায় বড় পরিবর্তন এনে দেবে।

চট্টগ্রামের বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলে ১২২৪ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে চীনা

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : চট্টগ্রামের মীরসরাইয়ে অবস্থিত বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলে (বেপজা ইজেড) পোশাক কারখানা স্থাপনে মোট ১০ দশমিক ৩২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করবে চীনা মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান উইং তাই গার্মেন্টস (বাংলাদেশ) কোম্পানি লিমিটেড।

বাংলাদেশি মুদ্রায় (ডলার প্রতি ১২২ টাকা হিসেবে) যার পরিমাণ ১ হাজার ২২৩ কোটি ৯০ লাখ টাকা। এই বিনিয়োগ সম্পন্ন হলে পোশাক কারখানাটিতে ৩ হাজার ১৫৮ জন বাংলাদেশির কাজের সুযোগ তৈরি হবে।

মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) ঢাকার বেপজা কমপ্লেক্সে চীনা প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষের (বেপজা) মধ্যে এ-সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বেপজার পক্ষে সদস্য (বিনিয়োগ উন্নয়ন) মো. আশরাফুল কবীর এবং চীনা প্রতিষ্ঠানটির পক্ষে মহাব্যবস্থাপক লি কিংকি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

চুক্তি অনুযায়ী, চীনা প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন ধরনের পোশাক পণ্য যেমন- নারী, পুরুষ ও বাচ্চাদের জন্য বার্ষিক ১ দশমিক ৫৬ মিলিয়ন পিস টপস, টি-শার্ট, ট্রাউজার ও শর্টস এবং ৪ দশমিক শূন্য ১ মিলিয়ন পিস জ্যাকেট, প্যান্ট ও শর্টস উৎপাদন করবে।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বেপজার নির্বাহী চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন উপস্থিত ছিলেন। তিনি চীনা প্রতিষ্ঠানটিকে স্বাগত জানান এবং ব্যবসা পরিচালনার জন্য নিরবচ্ছিন্ন সহযোগিতা ও ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ প্রদানে বেপজার পক্ষে দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বেপজার সদস্য (অর্থ) আ ন ম ফয়জুল হক, নির্বাহী পরিচালক (এন্টারপ্রাইজ সার্ভিসেস) মো. খুরশিদ আলম, নির্বাহী পরিচালক (প্রশাসন) সমীর বিশ্বাস, নির্বাহী পরিচালক (জনসংযোগ) এএসএম আনোয়ার পারভেজ ও নির্বাহী পরিচালক (বিনিয়োগ উন্নয়ন-অতিরিক্ত দায়িত্ব) মো. ফজলুল হক মজুমদার এবং উইং তাই গার্মেন্টস (বাংলাদেশ)-এর কোম্পানি এডভাইজর এজেডএম আজিজুর রহমানসহ বেপজার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

বিজয় দিবসে সর্বাধিক পতাকা হাতে প্যারাস্যুটিং করে বিশ্ব রেকর্ড গড়ার প্রস্তুতি

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে ব্যাপক আকারে বিশেষ কর্মসূচির প্রস্তুতি চলছে। যথাযথ মর্যাদায় দিবসটি পালনের জন্য অন্যান্য আয়োজনের পাশাপাশি এবার সর্বাধিক পতাকা উড়িয়ে প্যারাস্যুটিং করে বিশ্ব রেকর্ড গড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে বাংলাদেশ।

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে। এতে বলা হয়, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনীর যৌথ উদ্যোগে স্বাধীনতার ৫৪ বছর উদ্‌যাপনে ৫৪ জন প্যারাট্রুপার পতাকা হাতে স্কাই ডাইভিং করবেন। এটিই হবে বিশ্বের বুকে সর্বাধিক পতাকা হাতে প্যারাস্যুটিং, যা গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড গড়বে।

মহান বিজয় দিবস ২০২৫ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন উপলক্ষে গত সোমবার বিকেলে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফারুকুইআজম।

সংস্কৃতিবিষয়ক উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান, প্রধান উপদেষ্টার মুখ্যসচিব সিরাজউদ্দিন মিয়া, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব নাসিমুল গনি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো. এহছানুল হক, প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিবসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব-ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সভায় অংশগ্রহণকারীরা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ব্যাপক আকারে বিশেষ বিশেষ কর্মসূচির প্রস্তুতির বিষয়ে আলোচনা করেন।

বিজয় দিবসের দিন বেলা ১১টা থেকে ঢাকার তেজগাঁওয়ে পুরাতন বিমানবন্দরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী পৃথকভাবে ফ্লাই পাস্ট মহড়া পরিচালনা করবে। চলবে বিজয় দিবসের বিশেষ ব্যান্ড শো।

বেলা ১১টা ৪০ মিনিট থেকে ‘টিম বাংলাদেশ’-এর ৫৪ জন প্যারাট্রুপার স্বাধীনতার ৫৪ বছর উদ্‌যাপনে পতাকা হাতে প্যারাস্যুটিং করবেন। জনসাধারণের জন্য এ বিশেষ আয়োজন উন্মুক্ত থাকবে।

দেশের অন্যান্য শহরেও বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী ফ্লাই পাস্ট মহড়া পরিচালনা করবে। সারা দেশে সশস্ত্র বাহিনীর পাশাপাশি পুলিশ, বিজিবি, আনসার বাহিনী ব্যান্ড শোয়ের আয়োজন করবে। প্রতিটি আয়োজন জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে গত বছরের মতো এবারও দেশের সব জেলা-উপজেলায় তিন দিনব্যাপী বিজয়মেলা অনুষ্ঠিত হবে।

পাশাপাশি জেলা-উপজেলা পর্যায়ে শিশুদের অংশগ্রহণে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক রচনা, আবৃত্তি, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করবে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়।

অপর দিকে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ১৫ ডিসেম্বর বেলা তিনটায় ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অ্যাক্রোবেটিক শো হবে। সন্ধ্যা ছয়টায় হবে যাত্রাপালা ‘জেনারেল ওসমানী’।

১৬ ডিসেম্বর বেলা তিনটা থেকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে পরিবেশিত হবে বিজয় দিবসের গান। পাশাপাশি দেশের ৬৪ জেলায় একযোগে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের গান পরিবেশন করবেন নতুন প্রজন্মের শিল্পীরা।

সোমবারের বৈঠকে মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপনের প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা শেষে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক উপদেষ্টা ফারুকুই আজম। তিনি বলেন, বিজয় দিবস বাংলাদেশের গৌরবময় দিন। এ বছর বিজয় উদ্‌যাপনে ধর্ম, বর্ণ, বয়স, জাতি, শ্রেণিনির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে ব্যাপক আকারে প্রস্তুতি চলছে। এবার পুরো জাতি একসঙ্গে বিজয়ের উৎসবে অংশ নেবে।

সংস্কৃতি উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী বলেন, ‘চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানে অনুপ্রেরণাদায়ী বেশির ভাগ গানই ছিল স্বাধীনতাযুদ্ধের সময়ের। আমি নিশ্চিত, এটা অর্গানিকভাবেই হয়েছে। এটাই বলে দেয় এই প্রজন্মের কাছে দেশ, দেশের অস্তিত্ব কতটা গুরুত্বপূর্ণ। এবারের বিজয় দিবসে দেশব্যাপী বিজয়মেলা, এই প্রজন্মের শিল্পীদের কণ্ঠে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের গান, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে যাত্রাপালা “জেনারেল ওসমানী”, কনসার্ট ও পুরাতন এয়ারপোর্টে এয়ার শো এবং ৫৪টা পতাকা নিয়ে ৫৪ জন প্যারাট্রুপারের জাম্পড়এসব মিলিয়ে নতুন প্রজন্ম এক স্মরণীয় বিজয় দিবস উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছে। আশা করছি, এবারের বিজয় উদ্‌যাপন অতীতের সব উদ্‌যাপনকে ছাড়িয়ে যাবে।’

দিবসটি উপলক্ষে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করবে তথ্য মন্ত্রণালয়। বিধি অনুযায়ী, এদিন সব সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, বেসরকারি ভবনসহ বিদেশে অবস্থানরত দূতাবাস-মিশনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে। বিভিন্ন ভবন ও স্থাপনায় আলোকসজ্জা করা হবে। প্রতিবছরের মতো এবারেও ৩১ বার তোপধ্বনি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে বিশেষ অনুষ্ঠান, জেলা-উপজেলায় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানে সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হবে।

এ ছাড়া চট্টগ্রাম, খুলনা, মোংলা ও পায়রা বন্দর, ঢাকার সদরঘাট, পাগলা, বরিশালসহ বিআইডব্লিউটিসির ঘাটে বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও বাংলাদেশ কোস্টগার্ড একক বা যৌথভাবে জাহাজগুলো সকাল নয়টা থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত জনসাধারণের দর্শনের জন্য উন্মুক্ত রাখবে।

ঢাকাসহ দেশের সিনেমা হলগুলোতে ছাত্রছাত্রীদের বিনা টিকিটে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র প্রদর্শনী এবং মিলনায়তন ও উন্মুক্ত স্থানে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে।

সরকারি, বেসরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার জাদুঘরগুলো সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিনা টিকিটে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত রাখা হবে।

দেশের সব সরকারি-বেসরকারি বিনোদনমূলক স্থান শিশুদের জন্য সকাল-সন্ধ্যা উন্মুক্ত রাখা ও বিনা টিকিটে প্রবেশের ব্যবস্থা থাকবে।

সারা দেশে মসজিদে শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করে বিশেষ মোনাজাত হবে। মন্দির, গির্জা, প্যাগোডা ও অন্যান্য ধর্মীয় উপাসনালয়ে হবে বিশেষ প্রার্থনা।

দেশের সব হাসপাতাল, কারাগার, বৃদ্ধাশ্রম, এতিমখানা, পথশিশু পুনর্বাসনকেন্দ্র, প্রতিবন্ধী কল্যাণকেন্দ্র, ডেকেয়ার, শিশুবিকাশ কেন্দ্র, শিশু পরিবার ও ভবঘুরে প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রীতিভোজের আয়োজন থাকবে।

হ্যান্ডকাফ-শেকল পরিয়ে আরও ৩১ বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠালো যুক্তরাষ্ট্র

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : যুক্তরাষ্ট্র থেকে আরও ৩১ জন বাংলাদেশিকে দেশে ফেরত পাঠানা হয়েছে। আজ সোমবার (৮ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা ৭টায় যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশেষ সামরিক ফ্লাইটে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান এই ৩১ বাংলাদেশি। এরপর বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে দেশে ফেরত কর্মীদের ব্র্যাকের পক্ষ থেকে পরিবহন সহায়তাসহ জরুরি সহায়তা দেওয়া হয়। ফেরত আসা এই কর্মীদের মধ্যে অধিকাংশই নোয়াখালীর। এছাড়া সিলেট, ফেনী, শরিয়তপুর, কুমিল্লাসহ বিভিন্ন জেলার কর্মী আছেন।

ফেরত আসা এই বাংলাদেশিরা জানিয়েছেন, তাদের সবাইকেই প্রায় ৬০ ঘণ্টা হাতে হ্যান্ডকাফ ও শরীরে শেকল পরিয়ে দেশে আনা হয়। ঢাকা বিমানবন্দরে এনে তাদের শেকলমুক্ত করা হয়। এর আগে চলতি বছরে ২২৬ বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন। এদের বেশিরভাগকেও একইভাবে হ্যান্ডকাফ ও দেখল পরানো হয়েছিল।

ব্র্যাকের সহযোগী পরিচালক (মাইগ্রেশন ও ইয়ুথ প্ল্যাটফর্ম) শরিফুল হাসান বলেন, ‘দেশে ফেরত এই কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে আমরা জেনেছি এই

৩১ জনের মধ্যে অন্তত সাজন জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ বুরোর (বিএমইটি) ছাড়পত্র নিয়ে ব্রাজিল গিয়েছিলেন। এরপর সেখান থেকে মেক্সিকো হয়ে অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেন। এরপর তারা যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসের জন্য আবেদন করলে আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। নথিপত্রহীন কাউকে ফেরত পাঠানোটা হয়তো স্বাভাবিক কিন্তু ঘণ্টার হয় ঘণ্টা হাতে হাতকড়া, পায়ে শেকল পরিয়ে রাখার ঘটনা অমানবিক।

তিনি বলেন, ‘আমরা আগেও বলেছি ব্রাজিলে যাদের কাজের নামে পাঠানো হচ্ছে তাদের অধিকাংশই ব্রাজিল থেকে মেক্সিকো হয়ে অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে যাচ্ছেন। এজন্য এককেকজন ৩০ থেকে ৩৫ লাখ টাকা খরচ করছেন কিন্তু ফিরছেন শূন্য হাতে। যে এজেন্সি তাদের পাঠিয়েছিল এবং যারা এই অনুমোদন প্রক্রিয়ায় ছিল তাদের জবাবদিহির আওতায় আনা উচিত। নতুন করে ব্রাজিলে কর্মী পাঠানোর অনুমতি দেওয়ার আগে সরকারের সতর্ক হতে হওয়া জরুরি।’

ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে মার্কিন প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর অবৈধ অভিবাসীদের ফেরত পাঠানোর অভিযান আরও জোরদার করা হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় একাধিক দফায় বাংলাদেশিসহ বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের ফেরত পাঠানো হচ্ছে।

এর আগে চলতি বছরের ২৮ নভেম্বর একটি চার্টার্ড ফ্লাইটে ৩৯ জন ও ৮ জুন একটি চার্টার্ড ফ্লাইটে ৪২ বাংলাদেশিকে ফিরিয়ে আনা হয়। তার আগে চলতি বছরের ৬ মার্চ থেকে ২১ এপ্রিল পর্যন্ত একাধিক ফ্লাইটে আরও অন্তত ৩৪ বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠানো হয়েছিল। ২০২৪ সালের শুরু থেকে চলতি বছরের আগস্ট পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরত পাঠানো বাংলাদেশির সংখ্যা ২২০ ছাড়িয়েছে।

মার্কিন আইন অনুযায়ী বৈধ কাগজপত্র ছাড়া অবস্থানকারী অভিবাসীদের আদালতের রায় বা প্রশাসনিক আদেশে দেশে ফেরত পাঠানো যায়। আশ্রয়ের আবেদন ব্যর্থ হলে অভিবাসন কর্তৃপক্ষ (আইসিই) তাদের প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা করে। সাম্প্রতিক সময়ে এ প্রক্রিয়া দ্রুততর করার কারণে চার্টার্ড ও সামরিক ফ্লাইটের ব্যবহার বেড়েছে।

বাংলা পোস্ট

Bangla Post
Unit - S7, The Whitechapel Centre
85 Myrdle Street, London E1 1HL
Tel: News - 0203 488 7990
Sales - 0203 633 2545
Email: info@banglapost.co.uk
Web: www.banglapost.co.uk

Honorary Chairman
Sheikh Md. Mofizur Rahman
Founder & Managing Director
Taz Choudhury
Marketing Director
Sayantan Das Adhikari

Board of Directors
Kamruz Zaman Shuheb
Gulam Kibria Oyes

Advisers
Mahee Ferdhaus Jalil
Tafazzal Hussain Chowdhury
Shofi Ahmed
Abdul Jalil

Editor in Chief
Taz Choudhury
Editor
Barrister Tareq Chowdhury
News Editor
Hasanul Hoque Uzzal
Sub Editor
Shaleh Ahmed
Head of Marketing
Md Joynal Abedin

Sylhet Bureau Chief
Md Moin Uddin Monju
Dubai Correspondent
Md Sarwar Uddin Rony
Birmingham Correspondent
Atikur Rahman

Sylhet Office
Abdul Aziz Zafran
Dhaka Office
Md Zakir Hossen

নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরি করা জরুরি

বাংলাদেশে সকল নির্বাচনে সুষ্ঠ পরিবেশ নিশ্চিত করা নির্বাচন কমিশনের একটি অন্যতম দায়িত্ব। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সেটা আরো বেশি গুরুত্ব বহন করে। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ১১ ডিসেম্বর করার কথা। তফসিল ঘোষণার মধ্য দিয়েই দেশ আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনী যাত্রায় প্রবেশ করবে। রোববার নির্বাচন কমিশনের বৈঠকে ভোট গ্রহণের সময়সীমা এক ঘণ্টা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত এসেছে। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সঙ্গে একই দিনে গণভোট অনুষ্ঠিত হওয়ায় নির্ধারিত সময়ে ভোট শেষ হবে কি না, তা নিয়ে সংশয় ছিল সব মহলেই। ইসির সিদ্ধান্তে সেই সংশয় অনেকখানি কাটল বলেই আমরা মনে করি।

ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে দেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে একাধিকবার পরিষ্কার করা হয়েছে। প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে নির্বাচন কমিশনকে অনেক আগেই নির্দেশ দেন। নির্বাচন কমিশন এরই মধ্যে ভোটার তালিকা চূড়ান্ত করা, সংসদীয় আসনের পুনর্বিন্যাস, আইনবিধি সংস্কার, অংশীজনদের সঙ্গে সংলাপ, নতুন রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনসহ গুরুত্বপূর্ণ ও বড় কাজগুলো শেষ করেছে। এ ছাড়া নির্বাচনসংক্রান্ত কেনাকাটা, পর্যবেক্ষক সংস্থাগুলোর নিবন্ধন শেষ করেছে। বর্তমানে নির্বাচনী কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ ও প্রবাসীদের পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধনের কাজ চলছে।সামগ্রিক বিবেচনায় নির্বাচন কমিশনের প্রস্তুতি সন্তোষজনক। তবে অভিজ্ঞতা বলে, নির্বাচন কমিশন কতটা প্রস্তুতি নিতে পেরেছে, তার মূল পরীক্ষাটা শুরু হবে তফসিল ঘোষণার পর। আমাদের নির্বাচনী সংস্কৃতিতে আচরণবিধি লঙ্ঘন, রাজনৈতিক সহিংসতা, কালোটাকা, ক্ষমতা ও পেশিশক্তির ব্যবহার খুব সাধারণ একটি প্রবণতা। আচরণবিধি মেনে সব প্রার্থীই যাতে প্রচারণার জন্য সমান সুযোগ পান, সেটা নিশ্চিত করার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। এ ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র শিথিলতা এলে ইসির নিরপেক্ষতা নিয়ে যেমন প্রশ্ন উঠতে পারে, আবার নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতাও প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে।বিগত সরকারের আমলে পরপর তিনটি অগ্রহণযোগ্য ও বিতর্কিত নির্বাচনের কারণে নির্বাচন কমিশনের প্রতি জন-আস্থা তলানিতে এসে নেমেছিল। ফলে বর্তমান ইসির সামনে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানটির ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার ও নিরপেক্ষতা প্রমাণের গুরুদায়িত্ব এসে পড়েছে। গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ বা আরপিও সংস্কারের মাধ্যমে ইসি আগের চেয়ে অধিকতর ক্ষমতায়িত প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়েছে। আমরা আশা করি, প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে ইসি দলমতের ঊর্ধ্বে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করবে।নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরিতে সরকার ও নির্বাচন কমিশনের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির দৃশ্যমান উন্নয়ন। চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের পর পুলিশি ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছিল, পুলিশের সক্রিয়তা এখনো আগের অবস্থানে ফিরে আসেনি। অভ্যুত্থানের সময় জেল ভেঙে ও পরবর্তীকালে জামিনে বের হওয়া শীর্ষ সন্ত্রাসীরা যে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য বড় হুমকি হতে পারেন, নিরাপত্তা বিশ্লেষকেরা সরকারকে শুরু থেকেই সতর্ক করে আসছিলেন। এ ছাড়া থানা, কারাগার থেকে চুরি হয়ে যাওয়া অস্ত্র ও গোলাবারুদের বড় একটি অংশই উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। সাম্প্রতিক সময়ে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনাসহ দেশের আরও কিছু এলাকায় প্রকাশ্যে লক্ষ্যবস্তু করে বেশ কয়েকটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। এসব হত্যাকাণ্ডে শীর্ষ সন্ত্রাসীদের জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে। ফলে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ও অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে জোরালো অভিযান পরিচালনা না করা হলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির আরও অবনতি হতে পারে। নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কা থাকলে ভোটারদের একটা অংশ ভোটকেন্দ্রে যেতে নিরুৎসাহিত হতে পারে।

ডিসেম্বর যে অঙ্গীকারের কথা মনে করিয়ে দেয়

সালাহ্উদ্দিন নাগরী

ডিসেম্বর আমাদের বিজয়ের মাস, অঙ্গীকার ও শপথ গ্রহণের মাস। দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা, ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি, দীর্ঘদিনের লালিত মূল্যবোধ, সব ধর্মমতের প্রতি সহিষ্ণুতা প্রদর্শন এবং সমতাভিত্তিক ও শোষণমুক্ত জাতি গঠনই হলো আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও বিজয় দিবসের দীক্ষা। কিন্তু স্বাধীনতার ওই বার্তাগুলোর প্রতি কি আমরা স্থির থাকতে পেরেছি? আমাদের শ্রদ্ধা, অঙ্গীকার অটুট রাখতে পেরেছি? আমরা ২১ ফেব্রুয়ারি, ২৬ মার্চ ও ১৬ ডিসেম্বরের মতো রাষ্ট্রীয় দিনগুলোতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও অঙ্গীকারের ঘোষণা দিয়ে থাকি। কিন্তু ওই দিবসগুলো উদযাপন করে রাতে ঘুমিয়ে সকালেই দেশপ্রেম, স্বাধীনতা ও দেশের প্রতি আমাদের অঙ্গীকার থেকে আমরা দূরে সরে যেতে থাকি।

আমরা ধরেই নিই, দেশের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা, অঙ্গীকার ও দেশপ্রেম প্রকাশ করার জন্য শুধু ওই কয়টি দিনই নির্ধারিত আছে। ওই দিবসগুলো পালন করলেই হয়তো ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতাযুদ্ধ ও দেশের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা সম্পন্ন হয়ে গেল, বছরের বাকি দিনগুলোতে দেশপ্রেম প্রকাশের কোনো সুযোগ নেই, দরকারও নেই। অথচ বিষয়টি এমন হওয়া উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে সারা বছর একজন নাগরিক যেন দেশপ্রেমের মন্ত্রে অবিচল থেকে নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্যে সদাতৎপর থাকতে পারে, অন্যায় ও অবিচার না করতে পারে, নিজের প্রতি এবং মা-মাটি, মানুষের প্রতি যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে, ওই নির্দিষ্ট দিনগুলো তার প্রশিক্ষণ দেয়, শক্তি ও অনুপ্রেরণা জোগায়।

আমরা অনেকেই জানি না, বুঝি না, কীভাবে সারা বছর ধরে দেশপ্রেমের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ থাকব। কীভাবে একে ধারণ করব। কীভাবে প্রতিদিন এর প্রকাশ ঘটাব। কীভাবে এ অঙ্গীকার ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সমাজ ও বৃহত্তর পরিবেশে জারি রাখব। দেশপ্রেমের প্রকাশ শুধু কয়েকটি দিনের মধ্যে বৃত্তাবদ্ধ করে রাখলে চলবে না। এটি একটি ব্যাপক ও বিস্তীর্ণ অনুভূতি, এর গভীরতা আছে, বিরাটত্ব আছে। দেশপ্রেম এবং দেশের প্রতি অঙ্গীকার একজন মানুষের দিনযাপনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ধারণ ও লালন করার বিষয়। এটি সারা বছর জারি রাখার পথ ও পদ্ধতিও আছে।

স্থান, কাল ও পাত্রভেদে দেশপ্রেমের উপস্থাপন এবং তা থেকে প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা ভিন্নতর হতে পারে। একজন শিশু এবং একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির কাছে এর উপস্থাপন পদ্ধতি যেমন ভিন্ন হবে, ঠিক তেমনি দুজনের কাছ থেকে প্রাপ্ত আউটপুটও ভিন্নতর হবে। আমাদের কেউ বুদ্ধিবৃত্তিক আবার কেউ কায়িক শ্রমের সঙ্গে জড়িত, কেউ সম্পদশালী, কেউ আবার কোনোমতে দিন গুজরান করছে। ভালো কাজ, ভালো উদ্যোগ, সৎ চিন্তা-সবকিছুর মধ্যে দেশপ্রেম প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিরাজমান। প্রতিদিনের নৈমিত্তিক কাজের মধ্যে দেশপ্রেমের প্রকাশ ঘটাতে হবে। বিশ্বস্ততা ও আন্তরিকতার সঙ্গে নিজের কাজগুলো সম্পন্ন করলেই দেশের প্রতি অঙ্গীকার সমুন্নত হবে। বৈধভাবে দেশের প্রত্যেক মানুষের সার্বিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তনই হলো দেশ উন্নয়নের সহজ ব্যাখ্যা। প্রত্যেক মানুষের অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন হওয়ার অর্থ দেশের সব মানুষের উন্নয়ন, আর সব মানুষকে নিয়েই তো আমাদের দেশ। একজন মানুষ যদি বৈধভাবে নিজের ও তার ওপর নির্ভরশীলদের উন্নয়নের চেষ্টা করেন, তাহলে তো দেশেরও উন্নয়ন হয়। আর দেশ উন্নয়নের জন্য সব উদ্যোগ, প্রচেষ্টা ও কাজ তো আমার দেশপ্রেমের বাই-প্রোডাক্ট বা উপজাত। তাই বৈধ পথে কেউ যদি কেবল নিজের উন্নয়ন ঘটানোর চেষ্টায়ও রত থাকেন, তবে প্রকারান্তরে তা দেশপ্রেমেরই অংশ।

দেশপ্রেমের বিষয়টি সহজ-সরল ভাষায় সবার বোঝার মতো করে উপস্থাপন করতে হবে। যার জন্য যেটুকু প্রযোজ্য, শুধু ওটুকুই তার সামনে তুলে ধরতে হবে। স্কুলের প্রাথমিক পর্যায়ে পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের ক্লাস শুরুর আগে প্রতিদিন 'দেশের সেবায় সর্বদা নিজেকে নিয়োজিত রাখব' মর্মে শপথবাক্য পাঠ করানো হয়। তখন কিন্তু বেশির ভাগ শিশুই এর অর্থ বুঝতে পারে না; যারা একটু বুদ্ধিমান, তারা মনে মনে ভাবে, দেশসেবার মতো বয়স তাদের হয়নি। কিন্তু ওই বয়সের শিশুর কাছেও দেশ-জাতির প্রত্যাশা আছে। দেশ উন্নয়নে ওই শিশুটিকেও শামিল করতে হবে, তার ভেতরেও দেশপ্রেমের বীজ বপন করতে হবে। তার কাছে দেশপ্রেমের প্রথম পাঠ হবে-সে তার বাবা-মা, অভিভাবক, শিক্ষকদের সম্মান করবে। স্কুলে যেতে আলসেমি করবে না, ঠিকভাবে লেখাপড়া করবে। একটি শিশুর মনে এ কথাটুকু গেঁথে দেওয়া গেলেই যথেষ্ট, এটাই হবে তার দেশপ্রেমের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ।

খেটে খাওয়া মানুষদের কারও কারও মধ্যে সন্তানকে স্কুলে না পাঠানোর একটা প্রবণতা লক্ষ করা যায়। অনেকেই স্ত্রী-সন্তানের ভরণপোষণ করে না, নেশায় আসক্ত হয়ে স্ত্রীকে অযথা মারধর করে। ওই মানুষটির মধ্যেও দেশের জন্য ভালো কিছু করার আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে। কিন্তু তাকে কখনোই বোঝানো হয়নি যে, তার জন্য দেশপ্রেম হলো নেশার আসক্তি থেকে বের হয়ে আসা, স্ত্রী-সন্তানকে ভালোবাসা, তাদের প্রতি যথাযথ দায়িত্ব পালন করা ও সন্তানকে স্কুলে পাঠানো।

মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে বা রাস্তায় ঘুরে ঘুরে ভিখারিরা যখন হাত পাতে, তখন তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়াটা সমাজের সামর্থ্যবানদের জন্য অনিবার্য দায়িত্ব হয়ে পড়ে। স্বনির্ভর জাতি গঠন আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম অঙ্গীকার। তাদের ভিক্ষাবৃত্তি থেকে বের করে স্বাবলম্বী হিসাবে গড়ে তোলার দায়িত্ব যে সামর্থ্যবানদের অঙ্গীকারে স্থান পাওয়া দরকার ছিল, তা কিন্তু বুঝিয়ে দেওয়া হয়নি।

আমরা প্রতিদিন অন্য দেশের টিভি চ্যানেলগুলো রুটিনমাফিক উপভোগ করছি। শাশুড়ি-বউ, ভাবি-ননদ দ্বন্দ্ব, পরকীয়ায় ভরপুর নাটক, সিরিয়ালগুলো আমাদের মূল্যবোধ, ঐতিহ্য-আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে যায় না। বাজার প্রতিযোগিতার দোহাই দিয়ে আমরা এ বিষয়গুলোতে আর কতকাল মৌন থাকব? মৌনতা একটু দীর্ঘ হলে কিন্তু সম্মতির পর্যায়ে পড়ে যায়।

বিশ্ব এখন 'গোবাল ভিলেজে' পরিণত হয়েছে। আমরা হয়তো চেষ্টা করেও অনেক কিছু আটকাতে পারব না, যা ধীরে ধীরে ঢুকে পড়বে; কিন্তু তাই বলে 'বানের লাহান' দু'কূল ছাপিয়ে সবকিছু গ্রাস করবে, তা তো হতে পারে না। মনে রাখতে হবে, অন্যের স্বাধীনতা আমার নাকের ডগা পর্যন্ত, তার বেশি নয়। আমাদের গর্ব করার বন্ধনগুলো আলগা হয়ে যাবে, তা মেনে নেওয়া যায় না। দেশের সচেতন সুধীমহল বিষয়টি ভেবে দেখলে আমাদের মূল্যবোধকে সম্মান করা হবে বলে বিশ্বাস করি।

বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ যেসব কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত, সেসব কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন করার মাধ্যমেই দেশের প্রতি ভালোবাসা ও মমত্ববোধকে এগিয়ে নেওয়া যায়। একজন সন্ত্রাসী, দুর্নীতিবাজ, ঋণখেলাপি, সরকারি ভূমি দখলকারী, কালোবাজারি, মাদক ব্যবসায়ী, খাদ্যে ভেজাল মিশ্রণকারী বা এদের যারা পৃষ্ঠপোষক, তারা যদি ওইসব কর্মকাণ্ড থেকে ফিরে আসে, তবে সেটাই হবে দেশের প্রতি মমত্ববোধ প্রকাশের প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

২০১৬ সালে শুরু হওয়া জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট যেমন-দারিদ্র্য দূরীকরণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারীর ক্ষমতায়ন, দুনীতিমুক্ত দেশগড়া, সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা ও অন্যান্য অভীষ্ট অর্জনের কাজগুলো সততা, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এ কাজগুলোর মধ্যে নিহিত আছে দেশের প্রতি ভালোবাসা।

বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ ধর্মীয় সম্প্রীতির ক্ষেত্রে অনন্য নজির স্থাপন করেছে। এটি আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রতি অঙ্গীকার ও দেশপ্রেমের প্রকাশ। সব ধর্মমতের মানুষের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালনের শ্রেষ্ঠ পীঠস্থানের মর্যাদাকে সবসময় সমুন্নত রাখতে হবে।

বছরখানেক আগের কথা। রিকশায় বাসায় ফিরছি, যানজটের কারণে ১০ মিনিটের পথ পার হতে প্রায় ২০-২৫ মিনিট লেগে গেল।

রিকশাচালকের বয়স একটু বেশি মনে হওয়ায় তার নাম ও বয়স জিজ্ঞেস করলাম। ৭০-৭২ বছরের আবদুল বারেক মিয়ার সঙ্গে ওই সময়ের মধ্যেই অনেক কথা হলো। তাকে বললাম, এটা তো বিজয়ের মাস, জানেন কি? উত্তরে বললেন-জানি। দেশকে নিয়ে আপনার ভাবনা কী? 'সারাদিন খাইট্যা মরি। দেশকে নিয়ে ভাবার সময় সুযোগ কোথায় পাব?' বললাম, এই বয়সে এত কঠিন কাজ করছেন, ছেলেমেয়েরা দেখে না? 'জী না, আমি আর আমার স্ত্রী ভালোই আছি।' বললাম, আপনি যে এই বয়সে হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে নিজেদের অন্নের সংস্থান করে চলছেন, অন্যের গলগ্রহ বা অনুগ্রহের পাত্র না হয়ে থরথর কাঁপা হাতকে কর্মীর হাতে পরিণত করেছেন, এর থেকে বড় দেশসেবা ও দেশপ্রেম আর কী হতে পারে! লাখো সালাম আপনাকে, পরম শ্রদ্ধেয় আবদুল বারেক মিয়া।

বিয়ানীবাজারে 'আলোর মানুষ আতাউর রহমান' স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ ও সম্মাননা অনুষ্ঠান সম্পন্ন

সিলেট অফিস : সিলেটের বিয়ানীবাজার উপজেলার দাসউরা উচ্চ বিদ্যালয়ের সদ্য অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক, শিক্ষাবিদ, লেখক ও বিশিষ্ট কলামিস্ট, দেশ এডিশন অনলাইন পত্রিকার সহ সম্পাদক মোঃ আতাউর রহমানকে কেন্দ্র করে স্মারকগ্রন্থ প্রকাশনা ও সম্মাননা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গ্রন্থ প্রকাশনা কমিটির আয়োজনে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে দুটি গ্রন্থড় "আলোর মানুষ আতাউর রহমান" এবং "শিক্ষকের আলো ছায়া"ড়এর মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

২৯ নভেম্বর শনিবার সন্ধ্যায় বিয়ানীবাজারের রয়েল স্পাইসি রেস্তোরাঁ মিলনায়তনে দাসউরা উচ্চ বিদ্যালয়ের এডহক কমিটির সভাপতি রোটারিয়ান মোঃ ফয়জুল ইসলাম অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিয়ানীবাজার সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর সাব্বীর আহমদ এবং প্রধান আলোচক ছিলেন সিলেট পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মো. কবির খান। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিয়ানীবাজার আদর্শ মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ মুজিবুর রহমান, উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার আরিফুর রহমান, বিয়ানীবাজার বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক জিয়া উদ্দিন আহমদ, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির (বাশিস) সচিব ও বিয়ানীবাজার বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ এর অধ্যক্ষ অসীম কান্তি তালুকদার, দাসউরা উচ্চ বিদ্যালয়ের সাবেক সভাপতি নজমুল ইসলাম, আজীবন দাতা সদস্য বদরুল হক, সভাপতি বেলাল আহমদ, লায়ন আব্দুল কুদ্দুছ, বিয়ানীবাজার প্রেসক্লাবের সেক্রেটারি মিলাদ মোহাম্মদ জয়নুল ইসলাম, মাস্টার মুজিবুর রহমান- সহ এলাকার শিক্ষক, সাংবাদিক, লেখক ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা।

পবিত্র কোরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয় এবং সঞ্চালনা করেন প্রেসক্লাব সম্পাদক মিলাদ মোহাম্মদ জয়নুল ইসলাম ও দাসউরা উচ্চ বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক মুহাম্মদ আনিসুর রহমান।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন দাসউরা উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক স্মারকগ্রন্থের সম্পাদক মোঃ নজরুল ইসলাম, আজীবন দাতা সদস্য বদরুল হক। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন দাসউরা উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মিছবাহ উদ্দিন, বিয়ানীবাজার বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক জিয়া উদ্দিন আহমদ, কসবা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নুরুল আলম সেলিম, পিএইচজি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক নূর আলম, বিয়ানীবাজার গণদাবি পরিষদের সেক্রেটারি জয়নুল আবেদিন, নালবহর উচ্চ বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক আরিফুল হাসান, সাংবাদিক মাসুম আহমদ, আব্দুল করিম প্রমুখ।

প্রধান অতিথি প্রফেসর সাব্বীর আহমদ তাঁর বক্তব্যে বলেন, "জীবনের দীপ্তি ও কর্মের গৌরবে আলোর মানুষ আতাউর রহমান সত্যিকার অর্থে একজন আদর্শ শিক্ষক, আদর্শ মেন্টর, আদর্শ অভিভাবক, আদর্শ বাবা। একজন শিক্ষক তাঁর আচরণ, নীতি ও মানবিকতা পাঠদান করেননি; তিনি শিক্ষার্থীদের চরিত্রগঠনে আলো দেখিয়েছেন। তিনি সহজে মানুষ চিনতে পারতেন। তাঁর মানবিকতা, দক্ষতা, সততা ও দায়িত্ববোধ নতুন প্রজন্মের জন্য অনুকরণীয়।" তিনি স্মারকগ্রন্থ দুটিকে শিক্ষাঙ্গনের জন্য মূল্যবান সম্পদ হিসেবে উল্লেখ করেন।

সম্মাননা গ্রহণ শেষে বক্তব্যে জনাব মোঃ আতাউর রহমান বলেন, "শিক্ষকতা আমার কাছে শুধু চাকরি ছিল নাড়এটি ছিল দায়িত্ব, ভালোবাসা ও আত্মিক তৃপ্তির পথ। শিক্ষার্থীদের মাঝেই আমি আমার জীবন ও মিশন খুঁজে পেয়েছি। আজকের সম্মাননা আমার পেশাগত জীবনের সর্বোচ্চ প্রাপ্তি।" তিনি আরও বলেন, শিক্ষার মান উন্নয়ন, মানবিকতার শিক্ষা এবং গ্রামীণ শিক্ষাব্যবস্থায় আলোকবর্তিকা জ্বালানোর কাজ অব্যাহত থাকবে।

অনুষ্ঠানের শেষপর্বে প্রধান অতিথি, প্রধান আলোচক ও লেখক মঞ্চে এসে গ্রন্থদ্বয়ের আনুষ্ঠানিক মোড়ক উন্মোচন করেন। পরে বিয়ানীবাজার প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে মিলাদ মোহাম্মদ জয়নুল ইসলামের নেতৃত্বে সম্মাননা সনদ প্রদান করা হয়। একই সঙ্গে আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে রোটারিয়ান ফয়জুল ইসলাম ও সহযোগীগন লেখককে উত্তরীয় ও স্মারক সনদ তুলে দেন।

এছাড়াও আজকের অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির শুভেচ্ছা গ্রহণ করেন রত্নময় দাস, প্রধান শিক্ষক, বাহাদুরপুর উচ্চ বিদ্যালয়, মো. আজিজুর রহমান, প্রধান শিক্ষক, বাগবাড়ি মডেল উচ্চ বিদ্যালয়, আতিকুল ইসলাম, ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক, কুড়ারবাজার উচ্চ বিদ্যালয়,

খলিল চৌধুরী আদর্শ বিদ্যানিকেতনের প্রধান শিক্ষক আব্দুল মালিক, বৈরাগী বাজার উচ্চ বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক নজরুল হক, মাটিজুরা মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ বিলাল উদ্দিন, কসবা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নুরুল আলম সেলিম, পাতন আব্দুল্লাহপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবু তাহের, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি (বাশিস), বিয়ানীবাজার উপজেলা শাখার সহ দিয়ে সমাজে পরিবর্তন আনেন। আতাউর রহমান স্যার সেই বিরল গুণসম্পন্ন শিক্ষকদের একজন, যাঁর চার দশকের কর্মজীবন শিক্ষাসংস্কৃতি ও নৈতিকতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।" তিনি বলেন, স্মারকগ্রন্থ দুটি শুধু একজন ব্যক্তিকে স্মরণ করার প্রয়াস নয়, বরং শিক্ষাদর্শনের ধারাবাহিকতা ধরে রাখার মূল্যবান দলিল।

প্রধান আলোচক মো. কবির খান বলেন, "আতাউর রহমান স্যার শুধু শ্রেণিকক্ষে মুহাম্মদ আব্দুছ ছবুর, অভিভাবক সদস্য, সহকারী শিক্ষক মাইদুল ইসলাম- দাসউরা উচ্চ বিদ্যালয়, মাস্টার মুজিবুর রহমান, কবি আজিজ ইবনে গণি সহ আরও উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক, সাংবাদিক, লেখক, শুভাকাঙ্ক্ষী ও পাঠকবৃন্দ।

আয়োজক কমিটির সভাপতি রোটারিয়ান ফয়জুল ইসলামের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে নৈশভোজের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

সিলেটে সিআইডি কর্মকর্তাকে ছুরিকাঘাত অত:পর...

সিলেট অফিস : সিলেট নগরীতে ওয়ারেন্টভুক্ত আসামীকে গ্রেফতার করতে গিয়ে ছুরিকাঘাতে এক সিআইডি পুলিশ কর্মকর্তা আহত হয়েছেন। সোমবার দিবাগত মধ্যরাতে নগরের সাগরদীঘিরপাড় এলাকায় সাইবার মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি রহিম উদ্দিন রাজু (৩৩)কে ধরতে হামলার গিয়ে শিকার হন সিআইডির উপপরিদর্শক মো. খোরশেদ আলম। তাকে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায় আসামি। এ ঘটনার প্রধান সন্দেহভাজন রাজুকে ভোরেই আটক করে পুলিশ ও সিআইডির যৌথ দল। আটক রাজু নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের সাথে সম্পৃক্ত থাকতে পারে বলে সন্দেহ রছে পুলিশ।

মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) বিকেলে সিআইডি ও সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের যৌথ সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানানো হয়।

এসএমপি সূত্র জানিয়েছে, পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)-এর কর্মকর্তাকে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যাওয়া ব্যক্তি নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের নেতা। মঙ্গলবার ভোরেই অভিযুক্ত রহিম উদ্দিন রাজু (৩৩) কে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। গ্রেপ্তারের সময় তার সাথে ছাত্রলীগের কেন্দ্রিয় সদস্য' লেখা একটি ভিজিটিং কার্ড উদ্ধারের কথা জানিয়ে পুলিশ বলছে- কার্ডটির ব্যাপারে যাছাই বাছাই চলছে।

পুলিশ জানায়, সাদাপোশাকে সিআইডি পুলিশের অভিযানের সময় রাজু আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর চেষ্টা করেন। তাকে আটক করতে এগিয়ে গেলে সে ধারালো একটি ছুরি দিয়ে সিআইডি কর্মকর্তা খোরশেদ আলমকে আঘাত করে দৌড়ে পালিয়ে যায়। পরে আহত কর্মকর্তাকে উদ্ধার করে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। একই রাতে তার অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়েছে এবং তিনি বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

বিশ্বনাথে মাইকে ঘোষণা দিয়ে দু'পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৩০

বিশ্বনাথ (সিলেট) থেকে সংবাদদাতা : বিশ্বনাথের পল্লীতে রাস্তা পাকাকরণ নিয়ে গ্রামবাসীর দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে উভয়পক্ষের অন্তত ৩০ জন আহত হয়েছেন। দীর্ঘ প্রায় ৫ ঘণ্টার এই সংঘর্ষের সময় ককটেল বিস্ফোরণ, বাড়ি-ঘরে হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগ রয়েছে।

খবর পেয়ে পুলিশ ও সেনাবাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনাটি ঘটেছে গত সোমবার সকালে উপজেলার দশঘর ইউনিয়নের ভল্লবপুর গ্রামে। এ ঘটনায় গতকাল দিনভর দু'পক্ষের মধ্যে টানটান উত্তেজনা ছিল। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত দু'পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা প্রশমিত করতে বিশ্বনাথ উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সুহেল আহমদ চৌধুরী তাদের নিয়ে বৈঠক চালিয়ে যাচ্ছেন।

জানা গেছে, প্রায় ৩০/৩৫ বছরের পুরাতন একটি মাটির রাস্তার কিছু অংশ সম্প্রতি গ্রামের কিছু প্রবাসীর উদ্যোগে আরসিসি ঢালাইয়ের কাজ সম্পন্ন হয়। সম্প্রতি এই বিষয় নিয়ে এই রাস্তার অন্যতম অংশীদার প্রবাসী সাইদ আলী (৭২) এর পক্ষে আদালতে একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়। এ নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়।

এক পক্ষের অভিযোগে গত সোমবার ভোররাতে বাহিরের ভাড়াটিয়া লোক এনে প্রবাসী সাইদ আলীর পক্ষের লোকজন পাকা রাস্তা ভেঙ্গে ফেলার চেষ্টা করেন। এসময় অপর পক্ষ বাধা দিলে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। এক পর্যায়ে এক পক্ষ অপর পক্ষকে ঘায়েল করার জন্য মসজিদের মাইকে ঘোষণা দিয়ে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে । সংঘর্ষের সময় কয়েকটি ককটেল বিস্ফোরণ হয়। এসময় নারী ও শিশুদের আর্তচিৎকারে পরিবেশ ভারী হয়ে উঠে।

দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টা দু'পক্ষের মধ্যে ইট-পাটকেল নিক্ষেপের পর যখন সংঘর্ষটি ভয়াবহ আকার ধারণ করতে যাচ্ছিল ততক্ষণে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূর থেকে সেনাবাহিনী ও পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ততক্ষণে উভয় পক্ষ একে অপরের বাড়িতে ভাঙচুর, একটি হালচাষের ট্রাক্টর, একটি পানির মেশিন ও একটি মোটরসাইকল পুড়িয়ে দেয়। এ ঘটনায় দু'পক্ষের মধ্যে অন্তত ৩০ জন আহত হন।

বিষয়টি স্বীকার করে বিশ্বনাথ থানার ওসি এনামুল হক চৌধুরী জানান , এখন পর্যন্ত কোন পক্ষ কোন অভিযোগ দায়ের করেন নি। লিখিত অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।

আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরীর বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

সিলেট অফিস : অবৈধ সম্পদ অর্জন ও সম্পদের তথ্য গোপনের অভিযোগে সিলেট সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরীর বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। গত রোববার সিলেটের একটি আদালতে এই মামলা দায়ের করেন দুদক প্রধান কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আসাদুজ্জামান। মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দুদক সিলেট কার্যালয়ের উপপরিচালক রাফী মো. নাজমুস সাদাৎ।

সম্পদ বিবরণী জমা দেওয়ার আদেশ জারি হওয়ার পরও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিবরণী দাখিল না করায় দুদক আইন, ২০০৪-এর ২৬(২) ধারায় এই মামলা করা হয়।

দুদক সিলেট কার্যালয়ের উপপরিচালক রাফী মো. নাজমুস সাদাৎ জানান, নির্ধারিত সময়ে সম্পদের তথ্য না দেওয়ায় কিংবা সময় বাড়ানোর আবেদন না করায় কমিশনের অনুমোদনের ভিত্তিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গত রেববার মামলাটি করেন। বিধি অনুযায়ী তদন্ত ও পরবর্তী কার্যক্রম নেওয়া হবে। মামলার এজাহার বিশ্লেষণ করে জানা যায়, আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী ২০২৩ সালের নভেম্বর মাস থেকে সিসিকের মেয়র পদে প্রায় আট মাস দায়িত্ব পালন করেন। এর আগে তিনি ২০১১ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসির পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। দুদকের অনুসন্ধানকালে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয় থেকে প্রাপ্ত নির্বাচনী হলফনামা বিশ্লেষণ করে সাবেক মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরীর নিজ নামে লন্ডনে থাকা স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ৪ হাজার বর্গফুটের বাড়ি, ১ হাজার ৮০০ বর্গফুটের ফ্ল্যাট করঢ়ষরহম ওহফরধহ জবংঃধঁৎধহঃ-এর তথ্য গোপনের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া যায়। এ ছাড়া, নির্বাচনী হলফনামায় পূর্বাচলে রাজউকের বরাদ্দ করা পাঁচ কাঠা জমির তথ্য গোপন

করেন।

অনুসন্ধানকালে আরও জানা যায়, ২০২২-২৩, ২০২৩-২৪ এবং ২০২৪-২৫ খ্রিষ্টাব্দে দাখিল করা আয়কর রিটার্ন অনুসারে তাঁর মোট সম্পদ ৮৪ লাখ ৪৪ হাজার ৯৮ টাকা। কিন্তু এই টাকা তিনি কীভাবে অর্জন করেন, তার কোনো সঠিক তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়নি। পারিবারিক ও অন্যান্য ব্যয় ১৩ লাখ ২৫ হাজার টাকা এবং মেয়র পদে বেতন ও সম্মানি ভাতা বাবদ ১০ লাখ ৫৩ হাজার টাকা প্রাপ্ত হন, যা গ্রহণযোগ্য। তবে, মোট অগ্রহণযোগ্য নিট সম্পদ ৯৩ লাখ ৪৪ হাজার ৯৮ টাকা, যা অবৈধভাবে অর্জন করেছেন মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রতীয়মান হয়।

গত ২৮ সেপ্টেম্বর দুদক আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরীর নামে ইস্যু করা সম্পদ বিবরণীর নোটিশ জারি করার জন্য গেলে বাসা তালাবদ্ধ অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। ফলে নিয়মানুযায়ী তাঁর বাসার গেটে সাক্ষী রেখে সম্পদ বিবরণীর মূল ফরম (ফরম নং: ০০৬৫৫৭) লটকিয়ে জারি করা হয়। এ সময় উপস্থিত স্থানীয় লোকজন জানান, আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী বর্তমানে এই ঠিকানায় বসবাস করেন না, লন্ডনেই তাঁর স্থায়ী বসবাস ও ব্যবসা-বাণিজ্য আছে।

সিলেটে বিএনপির দুই নেতাসহ ৩ জনের সম্পদের খোঁজে দুদক

সিলেট অফিস : সিলেটে দুই বিএনপি নেতাসহ তিনজনের সম্পদের খোঁজে এবার মাঠে নেমেছে দুদক। ইতোমধ্যে সরকারি দপ্তরে চিঠিও দিয়েছে দুদক। কোম্পনীগঞ্জের ভোলাগঞ্জে সাদাপাথর লুটপাটের ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের স্থাবর সম্পদের খোঁজে নেমেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। এ বিষয়ে সম্প্রতি সংস্থাটির প্রধান কার্যালয় থেকে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কাছে নথিপত্র চেয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছে। চিঠিতে বলা হয়, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অসাধু যোগসাজশে।

সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার সাদাপাথর এলাকায় পাথর উত্তোলনের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সম্পদের ক্ষতিসাধনের অভিযোগ রয়েছে। এ অভিযোগের সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে সিলেট সিটি করপোরেশনের আওতাধীন এলাকায় ওই তিন ব্যক্তির নামে থাকা স্থাবর সম্পদের তথ্য থাকলে সেগুলো পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন।

দুদকের চিঠি ২৫ নভেম্বর ইস্যু করে পাঠানো হয়েছে সিলেট সিটি করপোরেশনের প্রশাসক বরাবর। এতে সিলেট মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এমদাদ হোসেন চৌধুরী, কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির পদ স্থগিত হওয়া সভাপতি মো. সাহাব উদ্দিন এবং কোম্পানীগঞ্জের তেলিখাল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি কাজী আবদুল ওদুদ আলফু মিয়ার নগরের ভেতরে থাকা স্থাবর সম্পদের খোঁজ চাওয়া হয়েছে।

এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন দুদকের প্রধান কার্যালয়ের উপপরিচালক মো. রাশেদুল ইসলাম।

দুদকের ইস্যু করা চিঠির বিষয়ে সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ রেজাই রাফিন সরকার জানান, দুদকের এ-সংক্রান্ত চিঠি ইস্যুর বিষয়টি তিনি জানেন না।

দুদুকের চিঠি ইস্যুর বিষয়ে জানতে চাইলে সিলেট মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এমদাদ হোসেন চৌধুরী বলেন, চিঠি বিষয়টি আমি জানি না। সাদাপাথর লুটের সঙ্গে আমার কোনো ধরনের সম্পৃক্ততা নেই। এটা মিথ্যা অভিযোগ।

সূত্র জানিয়েছে, সাদাপাথর লুটপাটের পর থেকেই লুটপাটকারীদের চিহ্নিত করতে দুদক নানা ধরনের অনুসন্ধান ও তথ্য সংগ্রহ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় এখন অভিযুক্ত ব্যক্তিদের স্থাবর সম্পদের খোঁজ নেওয়া হচ্ছে। তবে কেবল তিনজন ব্যক্তিই নন, আরও অনেক অভিযুক্ত সম্পর্কে এমন নানা তথ্য চেয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে চিঠি দেওয়া হয়েছে। স্থাবর সম্পদসহ সবকিছু পর্যালোচনা করে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে লুটে সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ পেলে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এ ছাড়া ৩ সেপ্টেম্বর দুদক জানিয়েছে, ভোলাগঞ্জে সাদাপাথর লুটপাটে রাজনীতিবিদ, সরকারি কর্মকর্তাসহ অর্ধশতাধিক ব্যক্তির সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ মিলেছে। উপপরিচালক মো. রাশেদুল হাসানের নেতৃত্বে একটি দল এ বিষয়ে অনুসন্ধানের দায়িত্ব পেয়েছে। এর আগে গত ১৩ আগস্ট দুদক সিলেটের সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের উপপরিচালক রাফী মো. নাজমুস সাদাতের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল সাদাপাথর এলাকায় এনফোর্সমেন্ট অভিযান চালায়। পরে অভিযানে পাওয়া যাবতীয় তথ্য প্রতিবেদন আকারে ঢাকায় পাঠানো হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়, সাদাপাথর লুটপাটে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ৪২ জন রাজনীতিবিদ ও প্রভাবশালী ব্যক্তির সংশ্লিষ্টতা ছিল। তালিকায় বিএনপি, জামায়াত, এনসিপি ও আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা আছেন। এ ছাড়া লুটপাটে স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ, বিজিবির নিষ্ক্রিয়তা ও সহযোগিতা ছিল।

সুষ্ঠু নির্বাচনই জুলাই বিপ্লবের স্বপ্ন পূরণ করবে: জেলা প্রশাসক

কুলাউড়া সংবাদদাতা : আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটকে সামনে রেখে সরকার অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে নির্বাচন পরিচালনায় কাজ করছে বলে জানিয়েছেন মৌলভীবাজারের নবাগত জেলা প্রশাসক (ডিসি) তৌহিদুজ্জামান পাভেল। তিনি বলেন, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনের মাধ্যমে জুলাই বিপ্লবের তরুণদের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করা হবে। এ নির্বাচন হবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি মাইলফলক।

রবিবার (৭ ডিসেম্বর) বিকেলে কুলাউড়া উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক দলীয় নেতা এবং সুধীজনদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. মহিউদ্দিনের সঞ্চালনায় সভায় উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. জাকির হোসেন, কুলাউড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ওমর ফারুক, উপজেলা বিএনপির সভাপতি জয়নাল আবেদীন বাচ্চু, সাধারণ সম্পাদক বদরুজ্জামান সজল, উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির মো. জাকির হোসেন, সাধারণ সম্পাদক বেলাল আহমদ চৌধুরী, কুলাউড়া প্রেসক্লাব সভাপতি এম শাকিল রশীদ চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক খালেদ পারভেজ বখশ, ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান আখই, সাংবাদিক চৌধুরী আবু সাইদ ফুয়াদ, মোক্তাদির হোসেন, জসিম চৌধুরী, নাজমুল বারী সোহেল, মাহফুজ শাকিল, জুলাই যোদ্ধা শামীম আহমদ, লিংকন তালুকদার, জাহিদুল ইসলাম, নাহিদুর রহমান, আদনান চৌধুরীসহ সরকারি কর্মকর্তা, ইউপি চেয়ারম্যান, সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

সভায় বক্তারা কুলাউড়ার নানামুখী সমস্যা তুলে ধরেন। তারা বলেন, শহরে নিত্যদিনের যানজট, চিকিৎসক সংকট ও রেলযাত্রীদের টিকিট-জটিলতা জনদুর্ভোগ বাড়িয়ে তুলছে। এ ছাড়াও কুলাউড়াকে পরিকল্পিতভাবে পর্যটন নগরী হিসেবে গড়ে তোলা, শহরে বিনোদনকেন্দ্র স্থাপন এবং প্রকৃত জুলাই যোদ্ধাদের তালিকা প্রণয়ন করে সরকারি সুবিধা নিশ্চিত করার দাবি উপস্থাপন করেন।

কেমন হবে টিনেজারদের উপর স্যোশাল মিডিয়ার এই নতুন নিষেধাজ্ঞা?

Dr Zaki Rezwana Anwar
FRSA, MBBS, DTM&H, MS & PhD

২০২৫ সালের ১০ ডিসেম্বর থেকে অষ্ট্রেলিয়া টিনেজারদের জন্যে (১৬ বছর পর্যন্ত) স্যোশাল মিডিয়া নিষিদ্ধ করেছে! এই নিষেধাজ্ঞাকে একটি 'বিশ্বের প্রথম' (World First) পদক্ষেপে পরিণত করেছে। প্রাথমিকভাবে অনেকে ঢালাওভাবে একে সাধুবাদ জানালেও আমি মনে করি, এর সুবিধা অসুবিধা, ফাঁকফোকর, নিয়ন্ত্রণের নিয়মাবলী, দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব এবং করণীয় - এসব নিয়ে একটি উত্তপ্ত বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। এ প্রশ্নগুলো নিয়েই মূলত আজকের এই কলাম, তবে তার আগে অষ্ট্রেলিয়ার এই পদক্ষেপের প্রেক্ষাপটটি একটু ছুঁয়ে যেতে যাই।

বিশ্বের অনেক দেশের মত অষ্ট্রেলিয়াতে আসক্তিমূলক অ্যালগরিদম, ক্ষতিকারক বিষয়বস্তুর

সংস্পর্শ, সাইবার বুলিং এবং অনলাইন শিশু শোষণ লাগামহীনভাবে বেড়ে চলেছে। মনোবিজ্ঞানী জনাথন হাইট তাঁর গবেষণা ও বিভিন্ন একাডেমিক লেখায় দেখিয়েছেন যে, ২০০৯-২০১০ সালের পর থেকে টিনেজারদের মধ্যে স্মার্টফোন এবং সামাজিক মাধ্যমের ব্যাপক প্রচলনের সাথে সাথে তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের সূচকগুলো দ্রুত খারাপ হয়েছে। তারা বাস্তব জগতের মুখোমুখি না হয়ে একটি ভার্চুয়াল জগতে আটকে থাকে এবং একটুতেই নিজেদেরকে অপ্রতুল মনে করে। একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে, স্ক্রিন টাইম বাড়ার ফলে টিনেজারদের ঘুমের চক্র (Circadian Rhythm) ব্যাহত হচ্ছে এবং শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় মনোযোগের সময়কাল (Attention Span) মারাত্মক হারে কমে যাচ্ছে।

এসব বিবেচনায় নিয়ে প্রায় ১৩ মাস আগে বিলটি অষ্ট্রেলিয়ার সেনেট ও হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভসে পাস হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে, দশটি প্ল্যাটফর্মকে নিষেধজ্ঞার আওতায় আনা হয়েছে, যার মধ্যে Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, Reddit, X, Youtube এবং দুটি স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম (Twitch ও Kick) অন্তর্ভুক্ত। অস্ট্রেলীয় সরকার বলছে, এই আইনটি সাইবার বুলিং, অনলাইন শিকারী (Online Predators) এবং ক্ষতিকারক বিষয়বস্তু থেকে শিশুদের রক্ষা করার লক্ষ্য নিয়ে করা হয়েছে। শুধু অস্ট্রেলিয়া নয়, ডেনমার্কসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশও একই ধরনের পদক্ষেপের দিকে নজর দিচ্ছে।

এখন পর্যন্ত বেশিরভাগ বড় সামাজিক মাধ্যম প্ল্যাটফর্মের সর্বনিম্ন বয়সসীমা ১৩ বছর ছিল, কিন্তু এই আইনের অধীনে তা ১৬ বছর করা হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যালবানিজি বলছেন, তিনি চান শিশুরা শৈশব ফিরে পাক, এবং বাবামায়েরা যেন জানতে পারেন তাঁদের সন্তানরা কী দেখছে। সরকার বলেছে, ১৬ বছরের আগে এই 'বিলম্ব'-এর সময়কাল যেন সামাজিক মাধ্যমের ঝুঁকি এবং প্রভাব সম্পর্কে শেখার সময় হয়। এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় অবশ্য মেসেঞ্জার (Messenger) এবং টিমস (Teams)-এর মতো অ্যাপগুলি পড়ছে না।

চলুন, এবার এ আইনকে ঘিরে প্রশ্নগুলো এক এক ক'রে আলোচনা করি।

ভেবে দেখুন, এই যে ১০টি বড় অ্যাপ নিষিদ্ধ হল, তাহলে শিশুরা বিকল্প হিসেবে কোথায় যাবে? Omegel এর কথা মনে করে দেখুন। যখন বড় প্ল্যাটফর্মগুলো নিষিদ্ধ হয়, তখন টিনেজাররা ওমেগলের মতো অনিরাপদ বা ছোট, অনিয়ন্ত্রিত অ্যাপগুলোর দিকে ঝুঁকতে পারে যেখানে ঝুঁকি আরও বেশি। আমাদের মনে থাকার কথা, ওমেগেল-এ 'টক টু স্ট্র্যাঞ্জার্স' (Talk to Strangers) বা 'অপরিচিতদের সাথে কথা বলো' এই ধারণার ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল। এটি ব্যবহারকারীদের রিয়েল-টাইমে সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষের সাথে randomly যুক্ত করতে পারত। অতীতে এমন হয়েছে যে Omegal-এর মতো অ্যাপ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল, কিন্তু এটিও শিশুদের সুরক্ষায় ব্যর্থ হওয়ায় কয়েক বছর আগে বন্ধ হয়ে যায়।

আইন করলেই কি কাজ শেষ? যারা আইন ফাঁকি দিতে চাইবে? অনেকেই ইতমধ্যেই ফাঁকি দেওয়ার উপায় নিয়ে অনলাইনে কথা বলছে। মেটা

(Meta) সরকারি আইডি বা ভিডিও সেলফি ব্যবহার করতে পারে এবং স্ন্যাপচ্যাট

(Snapchat) ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বা ফটো আইডি চাইতে পারে ব'লে জানিয়েছে। কিন্তু অনেকে তাদের মা বাবা এমনকি অন্যের ছবি ব্যবহার করেও অ্যাকাউন্ট খুলতে পারছে বলে এরই মধ্যে খবর পাওয়া গেছে।

এই দশটি বৃহত্তম সামাজিক মাধ্যম প্ল্যাটফর্ম থেকে তরুণদের দূরে রাখার অর্থ কি সব প্ল্যাটফর্ম থেকে দূরে রাখা? শিশুরা কি এমন ছোট প্ল্যাটফর্মের দিকে ঝুঁকবে যেখানে ঝুঁকি বেশি? লেমন এইট (Lemon 8)-এর মতো ছোট অ্যাপগুলি, যা টিকটকের সাথে সম্পর্কিত, হয়তো এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়েনি। তাই তরুণরা হয়তো সেদিকে ঝুঁকতে পারে।

এদিকে ডেটা সুরক্ষার প্রশ্নটিতেও উদ্বেগ রয়েছে।

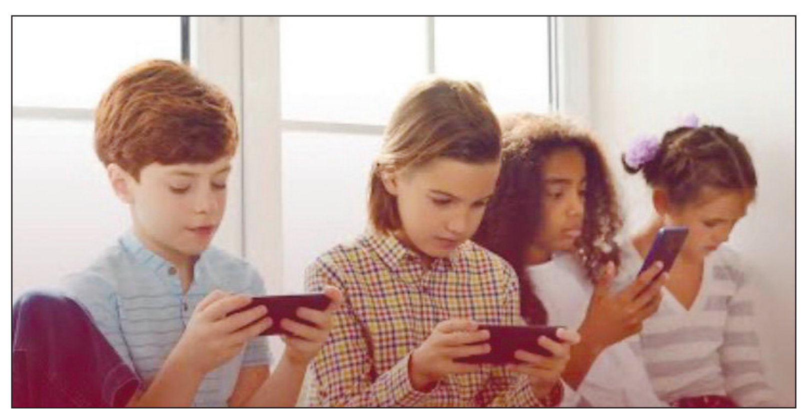

বয়স যাচাইয়ের জন্য এত বিপুল পরিমাণে তথ্য সংগ্রহ করা হলে ডেটা সুরক্ষার ঝুঁকি বাড়বে। যদিও সামাজিক মাধ্যম কোম্পানিগুলোর কাছে ইতোমধ্যেই প্রচুর ডেটা রয়েছে, তবুও অতিরিক্ত তথ্য সংগ্রহের বিষয়ে উদ্বেগ থেকেই যায়। বয়স যাচাইকারী সংস্থাগুলো তথ্য সুরক্ষিত রাখার দাবি করলেও, অতীতে ডেটা লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে, যা উদ্বেগ সৃষ্টি করে।

এই যে অস্ট্রেলীয়ার সরকার বলছে, যদি কোম্পানীগুলো এ আইন না মানে তাহলে কোম্পানীগুলোকে প্রায় ৫০ মিলিয়ন অস্ট্রেলিয়ান ডলার (৩৩ মিলিয়ন ইউএস ডলার) পর্যন্ত জরিমানার মুখোমুখি হতে হবে। মেটা-এর মালিকানাধীন ফেসবুকের অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন প্রধান বলছেন, যে জরিমানার কথা বলা হচ্ছে তা ফেসবুকের মতো ধনকুবের কোম্পানীগুলোর জন্যে কেবল একটি ছোট 'পার্কিং টিকিট'-এর মতো।

এত কিছুর পরেও আমি বলব, এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য মহৎ এবং এটি একটি চলমান উদ্যোগ। যেহেতু এটি বিশ্বের প্রথম নিষেধাজ্ঞা, তাই অনেক ছোটখাটো ত্রুটি থাকবে। সরকার বলছে, এই সমস্ত প্রযুক্তি সংস্থাগুলোকে 'যুক্তিসঙ্গত পদক্ষেপ' (Reasonable Steps) নিতে হবে যাতে তরুণরা সাইন আপ করা থেকে বিরত থাকে। তা কি কম্পানীগুলো করবে? যুক্তরাজ্যের অনলাইন নিরাপত্তা আইন ২০২৩ (Online Safety Act 2023) মূলত প্ল্যাটফর্মগুলোকে বলে আসছে, প্ল্যাটফর্মগুলোর উচিত তাদের পণ্য শিশুদের জন্য নিরাপদ করা। অপ্রাপ্ত বয়স্করা তাদের চোখ টানা যত বেশী সময় ধরে স্ক্রীনের সাথে সাঁটিয়ে রাখবে ততই কোম্পানীগুলোর লাভ!

বর্তমানে সামাজিক মাধ্যম কি শুধুই যোগাযোগের মাধ্যম? সামাজিক মাধ্যম এখন শুধু যোগাযোগের মাধ্যম নয়; এটি 'ক্রিয়েটর ইকোনমি' (Creator Economy) এবং 'ডিজিটাল ক্যাপিটাল' (Digital Capital) তৈরির একটি প্রাথমিক প্ল্যাটফর্ম। কঠোর নিষেধাজ্ঞা বরং সচেতন তরুণদের অর্থনৈতিক এবং পেশাগত বিকাশের পথকে রুদ্ধ করে দেবে, যা আধুনিক ডিজিটাল স্বাক্ষরতার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

সব কিছুর পরে যে নীতিগত বিতর্কটি থেকেই যায় তা হল, রাষ্ট্র আমাদের কতটুকু স্বাধীনতা দেবে আর কতটুকু অভিভাবকত্ব ফলাবে? যারা এই আইনটি তৈরি করছেন, তাঁরা ভিন্ন প্রজন্মের। কোভিডের সময় আমরা এসব অনলাইন প্ল্যাটফর্মের ওপর স্কুলের পড়াশোনার জন্য কতটা নির্ভরশীল ছিলাম। এই নিষেধাজ্ঞা টিনেজারদের একটি গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা অর্জনে বাধা দিবে,তা হলো সামাজিক মাধ্যমের দায়িত্বশীল ব্যবহার (Responsible use of Social Media)। সমস্যা হচ্ছে, আমাদের স্কুলে স্যোশাল মিডিয়ার নিরাপদ ব্যবহার শেখনোর ব্যবস্থা নেই। এ বিষয়ে পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষকও আমরা তৈরী করতে পারনি।

উদ্দেশ্য যতই মহৎ হোকনা কেন, মুনাফালোভী কোম্পানীগুলোর অনিয়ন্ত্রিত কার্যকলাপের কারণে ও সেইসাথে বেশীরভাগ অবিবেচক ব্যবহারকারীর কারণে sensible teenager রা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর ওদিকে অবিবেচক শিশুরা নানা চক্রের সহায়তায় আরো ঘোরতর বিপর্যয়ের দিকে ঝুঁকবে যদি আন্তর্জাতিকভাবে কোম্পানিগুলোর উপর কার্যকর ভূমিকা রাখার ব্যপারে চাপ সৃষ্টি করা সম্ভব না হয় এবং ছোটবেলা থেকে আমরা শিশুদের স্কুলে স্যোশাল মিডিয়ার নিরাপদ ব্যাবহার না শিখাই।

‘যখন বড় প্ল্যাটফর্মগুলো নিষিদ্ধ হয়, তখন টিনেজাররা ওমেগলের মতো অনিরাপদ বা ছোট, অনিয়ন্ত্রিত অ্যাপগুলোর দিকে ঝুঁকতে পারে যেখানে ঝুঁকি আরও বেশি। আমাদের মনে থাকার কথা, ওমেগেল-এ 'টক টু স্ট্র্যাঞ্জার্স' (Talk to Strangers) বা 'অপরিচিতদের সাথে কথা বলো' এই ধারণার ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল।’

লেখক Dr Zaki Rezwana Anwar FRSA, MBBS, DTM&H, MS & PhD একজন চিকিৎসক, জনপ্রিয় সিনিয়র সংবাদ পাঠক, কলামিস্ট ও আন্তর্জাতিক স্পীকার।

দেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি, ১১ মাসে ৩৫০৯ খুন

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : খুন, ছিনতাই, ধর্ষণ, অপহরণ। বছর জুড়ে রীতিমতো আতঙ্ক-উদ্বেগ তৈরি করেছে জনমনে। সোশ্যাল মিডিয়া খুললেই দেখা যাচ্ছে কারও না কারও পোস্ট। বিশেষ করে ছিনতাইয়ের শিকার হওয়ার লোমহর্ষক ঘটনার বর্ণনা দেন ভুক্তভোগীরা। দেশীয় অস্ত্র দিয়ে কোপানোর ভিডিও ভাইরাল হচ্ছে প্রতিনিয়ত। ঘটছে প্রকাশ্যে বীভৎস খুনের ঘটনা। চলন্ত বাসে ডাকাতি ও 'ধর্ষণের' ঘটনায় বেড়েছে উদ্বেগ। প্রকাশ্যে গণপরিবহনে হেনস্তার শিকার হচ্ছে নারীরা। ঢাকায় খুন হয়েছে বিদেশি নাগরিক। মব সন্ত্রাসে হত্যা করা হয়েছে মানুষ। সবমিলিয়ে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় মানুষ। আবার কোথাও কোথাও অপরাধ দমাতে গেলে হামলার শিকার হচ্ছেন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরাও।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, গণ-অভ্যুত্থানের পর দেশে অপরাধের মাত্রা কয়েকগুণ বাড়তি ছিল। বর্তমান সময়ে অপরাধ কমে এলেও প্রতিনিয়ত ভয়ঙ্কর ঘটনার সম্মুখীন হচ্ছে মানুষ। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে সামনে রয়েছে আরও বড় চ্যালেঞ্জ। অপরাধ মোকাবিলায় পুলিশের সক্রিয়তা আরও বেশি জরুরি। আরও বেশি কঠোর হতে হবে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে।

পুলিশের হিসাব মতে, গত ১১ মাসে সারা দেশে বিভিন্ন অপরাধে মামলা হয়েছে ১ লাখ ৬৮ হাজার ৫০৫টি। এসব মামলার বিশ্লেষণে পাওয়া গেছে- ছিনতাই, অপহরণ, ডাকাতি, নারী ও শিশু নির্যাতন ও দস্যুতার মতো ঘটনা অস্বাভাবিক মাত্রায় বেড়েছে। খুনও হচ্ছে প্রতিনিয়ত। পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের জানুয়ারিতে অপরাধের মামলা হয়েছে ১৪ হাজার ৫৭২টি ও ফেব্রুয়ারিতে ১৩ হাজার ২টি। মার্চে ১৬ হাজার ২৪০টি। এপ্রিলে ১৬ হাজার ৩৬৮টি। মে মাসে ১৬ হাজার ৪৫টি। জুন মাসে ১৫ হাজার ১৬৭টি। জুলাই মাসে ১৫ হাজার ৩৮৯টি। আগস্টে ১৫ হাজার ৬৫৬টি। সেপ্টেম্বরে ১৫ হাজার ৪৩১টি। অক্টোবরে ১৬ হাজার ১৭০টি ও নভেম্বরে ১৪ হাজার ৪৬৫টি। চলতি বছর দেশে এই ১১ মাসে ডাকাতি, দস্যুতা, খুন, নারী ও শিশু নির্যাতন, অপহরণ, পুলিশের ওপর হামলা, চুরি, সিঁধল চুরিসহ অন্যান্য অপরাধে মোট মামলা হয়েছে ১ লাখ ৬৮ হাজার ৫০৫টি। ২০২৪ সালে দেশে মোট অপরাধে মামলার সংখ্যা ছিল ১ লাখ ৭২ হাজার ৫টি এবং ২০২৩ সালে মামলার সংখ্যা ছিল ১ লাখ ৯৫ হাজার ৪৩৬টি। পুলিশের তথ্যমতে, সারা দেশের এসব মামলার বিশ্লেষণে দেখা গেছে ডাকাতি, ছিনতাই, দস্যুতা খুন, অপহরণ ও নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ব্যাপকভাবে বেড়েছে। ১১ মাসে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে ৫৭৮টি, দস্যুতা ১ হাজার ৮০৩টি, খুন ৩ হাজার ৫০৯টি, নারী ও শিশু নির্যাতন মামলা ২০ হাজার ৬৯১টি, অপহরণ ১ হাজার ১৪টি, পুলিশের ওপর হামলা ৫৭২টি, সিঁধল চুরি ২ হাজার ৮১৯টি, চুরি ৯ হাজার ৪টি ও অন্যান্য মামলা ৭৫ হাজার ৮৬১টি। ১১ মাসে বিভিন্ন অপরাধে ঢাকায় মামলা হয়েছে ১৭ হাজার ৫০২টি।

জবি শিক্ষার্থীকে ছুরিকাঘাতে হত্যা: চলতি বছরের ১৯শে অক্টোবর পুরান ঢাকার আরমানিটোলায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) জুবায়েদ হোসাইন নামে এক শিক্ষার্থীকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়। ঘটনার দিন টিউশনিতে যাওয়ার পথে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় মামলায় সংশ্লিষ্টদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ। নিহত জুবায়েদ হোসাইন পরিসংখ্যান বিভাগের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন। তার গ্রামের বাড়ি কুমিল্লার হোমনা উপজেলায়। তিনি জবিস্থ কুমিল্লা জেলা ছাত্রকল্যাণ সমিতির সভাপতি ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক সদস্য ছিলেন।

চলন্ত বাসে ডাকাতি ও 'ধর্ষণ': ঢাকা থেকে রাজশাহীগামী চলন্ত বাসে ডাকাতি ও দুই নারী যাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। গাবতলী বাসস্ট্যান্ড থেকে বাসটি ছাড়ার কিছু সময় পরেই আট থেকে দশজন ডাকাত চাকু, ছুরি ও পিস্তল নিয়ে যাত্রীদের জিম্মি করে। এ সময় তারা দুই নারীকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ করেছেন ওই বাসের যাত্রীরা। বাসের চালক ও তার সহযোগীরা ডাকাতদের সহায়তা করেছেন বলে জানান ভুক্তভোগীরা। এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে বাসের চালক, সুপারভাইজার ও সহকারীকে গ্রেপ্তার করে নাটোরের পুলিশ। বড়াইগ্রাম থানার মোড় এলাকা থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

প্রকাশ্যে এলোপাতাড়ি গুলি করে খুন: চলতি বছরের ১৭ই নভেম্বর রাজধানীর মিরপুরে দোকানে ঢুকে পল্লবী থানা যুবদলের সদস্য সচিব গোলাম কিবরিয়া (৪৭)কে গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। এদিন সন্ধ্যায় মিরপুর ১২ নম্বর সেকশনের সি ব্লকে এ ঘটনা ঘটে। এরপর দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যাওয়ার সময় আরিফ হোসেন নামে ব্যাটারিচালিত এক অটোরিকশাচালককে গুলি করে।

ব্যবসায়ীকে পাথর মেরে হত্যা: ৯ই জুলাই রাজধানীর পুরান ঢাকায় লাল চাঁদ ওরফে মো. সোহাগ (৩৯) নামে এক ভাঙ্গাড়ি ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে ও পাথর খণ্ড দিয়ে মাথায় আঘাত করে হত্যা করে সন্ত্রাসীরা। ঘটনার দিন সন্ধ্যা ৬টার দিকে মিটফোর্ড হাসপাতালের তিন নম্বর গেটসংলগ্ন রজনী ঘোষ লেনে এ ঘটনা ঘটে। লোমহর্ষক এ ঘটনার একটি ভিডিও ক্লিপ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে মানুষের মধ্যে তৈরি হয় আতঙ্ক।

মব সন্ত্রাসে ১০ মাসে নিহত ১৪০: দেশে মব সহিংসতা ও গণপিটুনিতে মৃত্যুর ঘটনা আগের চেয়ে বেড়েছে। চলতি বছরের প্রথম ১০ মাসে এসব ঘটনায় ১৪০ জন নিহত হয়েছে, যা অন্যান্য বছরের তুলনায় বেশি। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, গত এক যুগে এ ধরনের ঘটনায় সহস্রাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে। মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটির (এইচআরএসএস) তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত মব সহিংসতা ও গণপিটুনির অন্তত ২৫৬টি ঘটনায় ১৪০ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছে অন্তত ২৩১ জন। মানবাধিকার সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালে অনুষ্ঠিত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ২০২৩ সালে এ ধরনের ঘটনায় ৫১ জনের মৃত্যু হয়। ২০২৪ সালে এমন ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ১২৮ জনের। এইচআরএসএস বলছে, মব সহিংসতা ও গণপিটুনিতে নিহতের সংখ্যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। 'বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি জানুয়ারি-অক্টোবর ২০২৫' শীর্ষক এইচআরএসএসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, গত ১০ মাসে মব সহিংসতা ও গণপিটুনির ঘটনায় ১৪০ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছে ২৩১ জন।

মারামারি-সংঘর্ষে ৯৯৯-এ ১০ মাসে ৭৯২৩৯ কল : নানা বিষয়ে প্রতিকার চেয়ে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ দিনে ফোন আসে ২৫ হাজারের বেশি। এর মধ্যে নারী নির্যাতন, দুর্ঘটনা, মারামারি-সংঘর্ষ, জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধ, অগ্নিকাণ্ড, বাল্যবিয়ের অভিযোগে কল আসে। সংস্থাটির তথ্যমতে, গত ১০ মাসে মারামারি-সংঘর্ষের ঘটনায় কল আসে ৭৯ হাজার ২৩৯টি। গত ১০ মাসে ধর্ষণের শিকার হয়ে ৯৮৮ জন, ধর্ষণ চেষ্টাকালীন ফোন কল ৫৫৭টি, যৌন হয়রানি ও সহিংসতায় ৯৮৭ জন, অন্যান্য সহিংসতার ঘটনায় ৪০১ জন, অপহরণে ৪৬ জন, আত্মহত্যার প্ররোচনায় ১০ জন, বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেতে ৩৬০ জন, হত্যার শিকার ৬৪৭ জন, ইভটিজিংয়ের শিকার ৭৯৩ জন, স্বামী দ্বারা অত্যাচারিত ১৪ হাজার ৯২৮ জন, যৌতুকের জন্য নির্যাতনের শিকার ৩১৬ জন, মা-বাবার নির্যাতনের শিকার ৪৬৫ জন, এসিড সন্ত্রাসের শিকার ৯ জন ও অন্যান্য নির্যাতনের শিকার হয়ে ৫ হাজার ৮১০ জন নারী ফোন দিয়ে সেবা নিয়েছেন।

লুট হওয়া ১৩৪০ অস্ত্র এখনো উদ্ধার হয়নি: পুলিশের হিসাব অনুযায়ী, ৫ই আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের সময় দেশের বিভিন্ন থানায় হামলা চালিয়ে ৫ হাজার ৭৬৩টি অস্ত্র লুট করা হয়েছিল। লুট হওয়া এসব অস্ত্রের মধ্যে ৪ হাজার ৪২৩টি অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। এখনো উদ্ধার হয়নি ১ হাজার ৩৪০টি অস্ত্র। এসব অস্ত্রের বেশির ভাগই রয়েছে অপরাধীদের হাতে।

সাবেক আইজিপি নূরুল হুদা বলেন, এ সকল অপরাধকে দমাতে প্রতিরোধ-প্রতিকার জরুরি। যে ঘটনাগুলো ঘটে গেছে, সেগুলোকে তদন্ত করে অপরাধীদের দ্রুত আইনের আওতায় আনতে হবে। অস্ত্র লুট হওয়ার বিষয়টি উদ্বেগের বিষয়। জননিরাপত্তা রক্ষায় দ্রুত এসব অস্ত্র উদ্ধারে জোর দিতে হবে এবং অভিযান চলমান রাখতে হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক এবং সমাজ ও অপরাধ বিশেষজ্ঞ ড. তৌহিদুল হক বলেন, গণ-অভ্যুত্থানের পরবর্তী সময় অপরাধ প্রবণতা, ডাকাতি, অপহরণ, সহিংসতা, সংঘাত, খুন, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ- এই ধরনের অপরাধগুলো অনেক কমে আসার কথা। এটাই আমরা প্রত্যাশা করেছি কিন্তু বাস্তবতা তার বিপরীত। দেশে একটি চক্র তৈরি হয়েছে যারা অপরাধটি তার আয়-উপাজর্নের উৎস মনে করছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সতর্ক থাকা, তাদের টহল কার্যক্রম বাড়ানো, অভিযুক্তদের দ্রুততার সঙ্গে গ্রেপ্তার করে সাজার আওতায় নিয়ে আসা গুরুত্বপূর্ণ।

আইনজীবী কে এম মাহফুজ মিশু বলেন, ঘটনাগুলো প্রতিনিয়ত ঘটছে। এটি নিঃসন্দেহে অনভিপ্রেত এবং অনাকাঙ্ক্ষিত। যেদিকে তাকাচ্ছি সেদিকে কোনো না কোনো ঘটনা ঘটছে। যে সকল অপরাধীদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, তাদের আদালতে পাঠানোর পর তারা যেন জামিন না পায়- সেই বিষয়ে কোনো আইনজীবী বা সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিদের একটু সজাগ থাকা উচিত। অপরাধের তুলনায় অপরাধীদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর উন্নতি এবং যাদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে- তারা যেন কোনোভাবেই জামিন না পায়।

পুলিশ সদর দপ্তরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) এ এইচ এম শাহাদাত হোসাইন বলেন, দেশে সব ধরনের অপরাধ দমাতে আমাদের গোয়েন্দা নজরদারিকে খুব বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। সেইসঙ্গে বাড়ানো হয়েছে পুলিশি টহল। লুট হওয়া অস্ত্র উদ্ধারে আমাদের অভিযান অব্যাহত রয়েছে। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে আমরা আরও বেশি সতর্ক অবস্থানে রয়েছি।

সাংবাদিক শওকত মাহমুদ কারাগারে

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগে রাজধানীর রমনা মডেল থানার সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি ও জনতা পার্টি বাংলাদেশের মহাসচিব সিনিয়র সাংবাদিক শওকত মাহমুদকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। গত সোমবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. জুয়েল রানার আদালত তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

সরকার 'উৎখাতের ষড়যন্ত্রে' জড়িত থাকার অভিযোগে যে মামলায় বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক এনায়েত করিম চৌধুরী গ্রেপ্তার হয়েছেন, সেই মামলায় শওকত মাহমুদকে রোববার গ্রেপ্তার করা হয়।

এর আগে দুপুর আড়াইটার দিকে ডিবি পুলিশ একটি মাইক্রোবাসে করে শওকত মাহমুদকে আদালতে নিয়ে আসে। তাকে ঢাকার সিএমএম আদালতের হাজতখানায় রাখা হয়। প্রসিকিউশন বিভাগের এসআই জিন্নাত আলী জানান, মামলার মূল নথি না থাকায় রিমান্ডের বিষয়ে শুনানি হয়নি। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ডিবি পুলিশের রমনা জোনাল টিমের পরিদর্শক মো. আখতার মোর্শেদ তাকে কারাগারে আটক ও ১০ দিনের রিমান্ড চেয়ে পৃথক দুটি আবেদন করেন। আবেদনে বলা হয়, শওকত মাহমুদসহ আরও অজ্ঞাত আসামিরা এনায়েত করিম চৌধুরীর সঙ্গে যোগসাজশে বিভিন্ন সময়ে দেশের অখণ্ডতা, সংহতি, জন-নিরাপত্তা বা সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করার জন্য জনসাধারণের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করছে। বর্তমান সরকারকে উচ্ছেদ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে এবং উচ্চ পদস্থ লোকজন ও ব্যবসায়ী মহলের সঙ্গে গোপনে সভা-সমাবেশ, পরামর্শ করেছে। আবেদনে বলা হয়, অন্যান্য আসামির সঙ্গে যোগসাজশ করে শওকত মাহমুদ একটি প্রভাবশালী রাষ্ট্রের পক্ষে বাংলাদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করতে চান। এজন্য তিনি কোনো কোনো দল বা সংগঠনের সঙ্গে গোপনে 'সলাপরামর্শ করছেন' সেসব তথ্য উদ্‌ঘাটনে জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন।

এর আগে গত রোববার বিকাল সাড়ে ৩টার দিকে রমনা মডেল থানাধীন এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে ডিবি পুলিশ। মামলার নথি থেকে জানা যায়, বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত আমেরিকান নাগরিক এনায়েত করিম চৌধুরী ১৯৮৮ সালে আমেরিকায় যান। ২০০৪ সালে আমেরিকান পাসপোর্ট পান। বর্তমানে বাংলাদেশের বৈধ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে উৎখাত করার জন্য তিনি অন্য দেশের গোয়েন্দা সংস্থার এজেন্ট হিসেবে ৬ই সেপ্টেম্বর নিউ ইয়র্ক থেকে বাংলাদেশে আসেন। গত ১৩ই সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে ১০টার দিকে মিন্টো রোড এলাকায় প্রাডো গাড়িতে করে সন্দেহজনকভাবে ঘুরতে থাকেন। তাকে দেখে সন্দেহ হওয়ায় পুলিশ তার গাড়ি থামায়। কেন এখানে ঘোরাঘুরি করছেন, জানতে চাইলে তিনি পুলিশকে কোনো উত্তর দিতে পারেননি। এ জন্য তাকে পুলিশ হেফাজতে নেয়া হয় এবং তার কাছে থেকে দুটি আইফোন জব্দ করা হয়। পরে তার বিরুদ্ধে রমনা মডেল থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা করা হয়। এ মামলায় তিন দফায় এনায়েত করিমকে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে ডিবি পুলিশ। পরবর্তীতে গ্রেপ্তারের পর তার সহযোগী এস এম গোলাম মোস্তফা আজাদ, জাতীয় পার্টির রওশনপন্থি অংশের মহাসচিব কাজী মো. মামুনুর রশীদ ও যুব সংহতির কেন্দ্রীয় যুগ্ম মহাসচিব রিফাতুল ইসলাম পাভেলকে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

হজযাত্রীদের প্লেনের টিকিটে শুল্ক প্রত্যাহার

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : আগামী বছরের হজযাত্রীদের জন্য বিমানের টিকিটে আর আবগারি শুল্ক দিতে হবে না। এ সংক্রান্ত আদেশ জারি করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)।

মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) এনবিআরের পক্ষ থেকে জারি করা আদেশে জানানো হয়, হজযাত্রীদের সুবিধার্থে প্লেনের টিকিটের ওপর আরোপিত আবগারি শুল্ক প্রত্যাহার করা হয়েছে।

অবিলম্বে এ সুবিধা কার্যকর হবে ও আগামী বছরের ৩০ জুন পর্যন্ত এ সুবিধা থাকবে বলে জানিয়েছে এনবিআর।

হজযাত্রীদের প্লেনের টিকিটে শুল্ক মওকুফ এবারই প্রথম করা হয়নি। এর আগেও এনবিআর একাধিকবার এ ধরনের ছাড় দিয়েছে। সাধারণত বিমান টিকিট বিক্রির সময় যাত্রীদের কাছ থেকে ভ্রমণ কর বা আবগারি শুল্ক আদায় করে তা সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া হয়।

বর্তমানে সৌদি আরবগামী বিমান টিকিটের ওপর পাঁচ হাজার টাকা আবগারি শুল্ক দিতে হয়। হজযাত্রীদের জন্য এটি মওকুফ করা হয়েছে।

২০২৬ সালে বাংলাদেশ থেকে ৭৮ হাজার ৫০০ জন হজ পালন করতে পারবেন। চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী বছরের ২৬ মে পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হতে পারে।

টানা ৩ বছর ধরে সাংবাদিক হত্যায় শীর্ষে ইসরায়েল

পোস্ট ডেস্ক : সাংবাদিকদের অধিকার রক্ষায় কাজ করা বৈশ্বিক সংগঠন রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্স (আরএসএফ) এর বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, টানা তিন বছর ধরে সাংবাদিক হত্যার তালিকায় শীর্ষে রয়েছে গণহত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত দেশ ইসরায়েল।

মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানায়।

প্যারিস ভিত্তিক সংগঠনটি তাদের প্রতিবেদনে জানিয়েছে, এ বছর বিশ্বজুড়ে ৬৭ জন সাংবাদিক নিহত হয়েছেন। ২০২৪ সালে পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে নিহত সাংবাদিকের সংখ্যা ছিল ৬৬ জন।

নিহতদের ৪৩ শতাংশই ইসরায়েলি সেনার হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন। এ কারণে আরএসএফ ইসরায়েলকে ‘সাংবাদিকদের সবচেয়ে বড় শত্রু’ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। তাদের প্রতিবেদন মতে, বিশ্বজুড়ে সাংবাদিক হত্যায় টানা তিন বছর ধরে শীর্ষে আছে ইসরায়েল।

প্রকাশিত প্রতিবেদনে ২০২৪ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০২৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত নিহতদের তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

এ বছর সাংবাদিকদের ওপর হামলার সবচেয়ে বড় ঘটনা ঘটেছে ২৫ আগস্ট। গাজার দক্ষিণাঞ্চলের একটি হাসপাতালে ইসরায়েলি সেনার হামলায় আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম রয়টার্স ও এপির দুই সাংবাদিকসহ মোট পাঁচ সাংবাদিক নিহত হয়েছেন।

২০২৩ সালের অক্টোবরে গাজায় গণহত্যামূলক হামলা শুরুর পর সব মিলিয়ে ২২০ সাংবাদিক ইসরায়েলি সেনার হাতে প্রাণ দিয়েছেন।

এখনো ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর কড়া প্রহরা ছাড়া বিদেশি সাংবাদিকদের গাজায় যাওয়ার অনুমতি নেই। এ ধরনের সফরের ক্ষেত্রেও খুঁটিনাটি বিষয়গুলো ইসরায়েলের নিয়ন্ত্রণে থাকে।

ইসরায়েলের পরের অবস্থানে আছে মেক্সিকো। ২০২৫ সালে গত তিন বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সাংবাদিক নিহত হন। বামপন্থি প্রেসিডেন্ট ক্লদিয়া শেনবম সাংবাদিকদের সুরক্ষার প্রতিশ্রুতি দিলেও চলতি বছরে নয় জন সাংবাদিক নিহত হন।

তালিকার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য দেশ ইউক্রেন ও সুদান। দেশ দুটিতে যথাক্রমে তিন ও চারজন সাংবাদিক নিহত হন।

২০১২ সালে একক বছর হিসেবে সর্বোচ্চ ১৪২ সাংবাদিক নিহত হন। ওই বছর সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ এই অস্বাভাবিক সংখ্যার জন্য মূলত দায়ী।

কারাবন্দী ৪ সাংবাদিকের মুক্তি চেয়ে ড. ইউনূসকে সিপিজের চিঠি

পোস্ট ডেস্ক : বাংলাদেশে কারাবন্দী চার সাংবাদিককে মুক্তি দিতে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে চিঠি দিয়েছে নিউইয়র্কভিত্তিক সংগঠন কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টস (সিপিজে)। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস সামনে রেখে গতকাল সোমবার এক চিঠিতে ‘জরুরি পদক্ষেপ’ নিতে প্রধান উপদেষ্টার প্রতি এই আহ্বান জানানো হয়।

চিঠিতে উল্লেখ করা ওই চার সাংবাদিক হলেনড়ফারজানা রূপা, শাকিল আহমেদ, মোজাম্মেল বাবু ও শ্যামল দত্ত।

ওই সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলো ‘প্রতিহিংসামূলক’ এবং এর স্বপক্ষে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণের অভাব রয়েছে উল্লেখ করে সিপিজে বলছে,তাদের বিরুদ্ধে আনা হত্যা মামলার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নেই। তাদের সাংবাদিকতা ও রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার জেরে ‘প্রতিহিংসাবশত’ এসব মামলা করা হয়েছে বলে তারা মনে করছেন।

কারাবন্দী সাংবাদিকদের পরিবারের বরাত দিয়ে চিঠিতে বলা হয়, কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে তাদেরকে ৩৬ বর্গফুটের সেলে রাখা হয়েছে। সেখানে দরজার বদলে লোহার শিক থাকায় তারা শীত ও মশার উপদ্রবের মধ্যে দিনাতিপাত করছেন। কংক্রিটের মেঝেতে কোনো তোশক ছাড়াই তাদের ঘুমাতে হচ্ছে। পাশাপাশি পর্যাপ্ত খাবার ও চিকিৎসাসেবা থেকেও তারা বঞ্চিত হচ্ছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

আরও উল্লেখ করা হয়, ২০২৪ সালের নভেম্বরে দ্য ডেইলি স্টারকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে ড. ইউনূস স্বীকার করেছিলেন যে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে তড়িঘড়ি করে হত্যা মামলা দেয়া হচ্ছে এবং সরকার তা বন্ধের উদ্যোগ নিয়েছে। তবে সিপিজে বলছে, গত বছরের ৮ আগস্ট ড. ইউনূস দায়িত্ব নেয়ার পর এই চার সাংবাদিকের বিরুদ্ধে নতুন করে হত্যা মামলা দেয়া হয়েছে এবং বারবার তাদের জামিন আবেদন নাকচ করা হয়েছে।

এই বিষয়ে আপনার (প্রধান উপদেষ্টা) ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপ মানবিক শাসন, ন্যায়বিচার ও মুক্ত আলোচনার প্রতি বাংলাদেশের অঙ্গীকারকে তুলে ধরবে বলে ওই চিঠিতে উল্লেখ করা হয়।

ভারতে নতুন শুল্ক আরোপের হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের

পোস্ট ডেস্ক : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প সতর্ক করে বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র শিগগিরই বিশেষ করে ভারত থেকে চাল আমদানি এবং কানাডা থেকে সার আমদানির ক্ষেত্রে নতুন শুল্ক আরোপ করতে পারে। কারণ উভয় দেশের সঙ্গে চলমান বাণিজ্য আলোচনা উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ছাড়াই থেমে আছে। এ খবর দিয়েছে অনলাইন এনডিটিভি। হোয়াইট হাউসে এক বৈঠকে তিনি আমেরিকান কৃষি খামারিদের জন্য বহু বিলিয়ন ডলারের সাহায্য প্যাকেজ ঘোষণা করেন এবং ভারতসহ এশীয় দেশগুলো থেকে কৃষিপণ্য আমদানির তীব্র সমালোচনা করেন।

তিনি দাবি করেন, এসব আমদানির কারণে মার্কিন দেশীয় উৎপাদকরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। তিনি পুনর্ব্যক্ত করেন যে, আমেরিকান কৃষকদের রক্ষায় তিনি শুল্ককে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করবেন। ট্রাম্প জানান, প্রশাসন আমেরিকান কৃষি খামারিদের জন্য ১২ বিলিয়ন ডলারের অর্থনৈতিক সহায়তা বরাদ্দ দেবে, যা যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য অংশীদারদের কাছ থেকে শুল্ক হিসেবে যে অর্থ পাচ্ছে, তা থেকেই আসবে। তিনি বলেন, আমরা সত্যিই ট্রিলিয়ন ডলার নিচ্ছি, যদি ভেবে দেখেন। বিভিন্ন দেশ আমাদের এমনভাবে সুযোগ নিয়েছে, যা আগে কখনও দেখা যায়নি। ট্রাম্প দাবি করেন, আগের প্রশাসনের রেখে যাওয়া মূল্যস্ফীতি ও পণ্যমূল্যের পতনের কারণে কৃষিক্ষেত্রে যে ধস নেমেছিল, তাকে সামলে তুলতে এই সহায়তা অত্যন্ত জরুরি।

ট্রাম্পের ভাষায়, কৃষি খামারিরা আমাদের দেশের এক অমূল্য সম্পদ, আমেরিকার মেরুদণ্ডের অংশ। তিনি বলেন, শুল্ক আরোপ তার কৃষি পুনরুদ্ধার কৌশলের মূল চালিকাশক্তি। আলোচনার এক পর্যায়ে ভারত বড় করে সামনে আসে, বিশেষ করে চাল আমদানি প্রসঙ্গে। লুইজিয়ানার এক খামারি জানান, ভারতীয় চাল আমদানির কারণে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলের কৃষকরা ব্যাপক ক্ষতির মুখে। যখন ট্রাম্পকে জানানো হয় যে, যুক্তরাষ্ট্রের খুচরা বাজারে বিক্রি হওয়া চালের ‘দুটি সবচেয়ে বড় ব্র্যান্ডই ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন’, তখন তিনি বলেন, ঠিক আছে, আমরা এটা দেখে নেব।

দারুণ। এটা খুবই সহজ। শুল্কই আবার সমস্যা মুহূর্তে সমাধান করে দেবে। তিনি আরও বলেন, ওদের এভাবে ডাম্পিং করা উচিত নয়। আমি এটা আগে অন্যদের কাছ থেকেও শুনেছি। এটা চলতে পারে না। তিনি কানাডা থেকে আমদানি হওয়া সারের ক্ষেত্রেও শুল্ক আরোপের ইঙ্গিত দেন। তিনি বলেন, অনেক সার কানাডা থেকে আসে, তাই প্রয়োজনে এর ওপর খুব কঠোর শুল্ক বসানো হবে। এভাবেই দেশীয় উৎপাদন বাড়ানো যায়। তিনি আরও যোগ করেন, এগুলো আমরা এখানেও উৎপাদন করতে পারি- সবই করতে পারি।

গত এক দশকে ভারত-মার্কিন কৃষি বাণিজ্য উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। ভারত যুক্তরাষ্ট্রে বাসমতিসহ নানান ধরনের চাল, মসলা, সামুদ্রিক খাদ্য রপ্তানি করে। বিপরীতে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাদাম, তুলা ও ডাল আমদানি করে। তবে ভর্তুকি, বাজারে প্রবেশাধিকার এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় দাখিল করা অভিযোগ- বিশেষত চাল ও চিনি নিয়ে দুই দেশের আলোচনায় নিয়মিতই টানাপোড়েন সৃষ্টি করেছে।

বাবরি মসজিদ নির্মাণ : অনুদান ৫ কোটি রুপি ছাড়ি গেছে

পোস্ট ডেস্ক : পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় প্রাক্তন বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের প্রস্তাবিত বাবরি মসজিদ নির্মাণে কোটি কোটি রুপি অনুদান জমা পড়েছে। জমা পড়েছে বহু সোনাও। বিশেষ যন্ত্র এনে দু'দিন ধরে চলছে রুপি গোনার কাজ। গণনা এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। মঙ্গলবার শেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, নগদ টাকার অঙ্ক এর মধ্যেই চার কোটি রুপি ছাড়িয়ে গেছে। অনেকে সোনার অলংকারও দান করেছেন। অনলাইনেও আসছে প্রচুর অর্থ। ফলে সব মিলিয়ে অনুদানের অঙ্ক পাঁচ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে আশা করছে মসজিদের অছি পরিষদ। গত খুচরো পর্যন্ত সবই পাওয়া যাচ্ছে। তবে এখনও সব টাকা গোনা শেষ হয়নি। কয়েকটি দানবাক্সের গণনা এখনও বাকি। মঙ্গলবারও সেই কাজ চলছে। টাকা-গহনার পাশাপাশি অনেকে মসজিদ নির্মাণের জন্য ইট, বালি, পাথরও দান করছেন। হুমায়ুন কবীর বলেন, ‘এই বাবরি মসজিদ তৈরি করতে তিন বছর সময় লাগবে।’ এ জন্য অর্থের অভাব হবে না জানিয়ে তিনি বলেন, ‘দূরদূরান্তের হাজারো ভক্ত এই বাবরি মসজিদের জন্য উদার হস্তে দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। একজন ভক্ত একাই ৮০ কোটি রুপি অনুদান দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন।’ মসজিদটি নির্মাণ

শনিবার বাবরি মসজিদ ধ্বংসের দিনে মুর্শিদাবাদের রেজিনগরে এই মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তৃণমূল কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। অনুষ্ঠানস্থলে অনুদান সংগ্রহের জন্য ১১টি স্টিলের বাক্স রাখা হয়েছিল। হাজারো মানুষ সেদিন মসজিদ নির্মাণের জন্য মুক্তহস্তে দান করেন। সেই থেকে অনুদান এসেই চলেছে।

হুমায়ুনের দাবি, সকলে মুক্তহস্তে দান করছেন। পরিস্থিতি এমনই যে, গোনার জন্য যন্ত্র আনতে হয়েছে। দানবাক্সে ৫০০ রুপির নোট থেকে শুরু করে করা হচ্ছে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গা ও রেজিনগরের সংযোগস্থলে জাতীয় সড়কের পাশে। এর নির্মাণকাজ বন্ধ করতে কলকাতা হাইকোর্টে একটি মামলা হলেও আদালত তাতে হস্তক্ষেপ করেননি। আইনি বাধা কেটে যাওয়ার পরই শনিবার আনুষ্ঠানিকভাবে এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। জানা গেছে, মূল মসজিদটি তিন কাঠা জমির ওপর নির্মিত হবে। এ ছাড়া মসজিদ চত্বরের ২৫ কাঠা জমিতে একটি হাসপাতাল ও একটি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। তৈরি হবে পার্ক।

পাকিস্তানে জঙ্গি হামলায় ৬ সেনা নিহত

পোস্ট ডেস্ক : পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে একটি নিরাপত্তা চৌকিতে জঙ্গি হামলায় ছয়জন সেনা নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে দেশটির তিনজন পুলিশ ও নিরাপত্তা সংস্থার কর্মকর্তা এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

হামলাটি সোমবার (৮ ডিসেম্বর) গভীর রাত থেকে মঙ্গলবার ভোরের মধ্যবর্তী সময়ে প্রদেশটির কুররাম জেলায় ঘটেছে, যা আফগানিস্তানের সীমান্তের খুব কাছে অবস্থিত এবং পূর্বে উপজাতীয় এলাকা হিসেবে পরিচিত ছিল। এই হামলার দায় এখন পর্যন্ত কোনো গোষ্ঠী স্বীকার করেনি এবং পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীও আনুষ্ঠানিক কোনো বিবৃতি দেয়নি।

সীমান্তবর্তী এই অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরেই জঙ্গি তৎপরতা ও হামলা বাড়ছে। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর হামলার ঘটনা আরও তীব্র হয়েছে, যা পাকিস্তান সরকারের জন্য নতুন উদ্বেগ তৈরি করেছে।

এর আগে শুক্রবার গভীর রাতে বেলুচিস্তানের চামান সেক্টরে পাকিস্তান-আফগানিস্তান সীমান্তে আফগান তালেবান বাহিনী হঠাৎ করে ছোট অস্ত্র দিয়ে গুলি চালায় বলে অভিযোগ করেছে পাকিস্তান। এর জবাবে পাকিস্তানি বাহিনীও আফগান পোস্টগুলোকে লক্ষ্য করে পাল্টা গুলি চালায়।

দুই পক্ষের মধ্যে প্রায় ৪৫ মিনিট ধরে বিরতিহীনভাবে গোলাগুলি চলে। একপর্যায়ে পাকিস্তানি নিরাপত্তা বাহিনী রকেট লঞ্চার, মর্টার এবং ভারী অস্ত্র ব্যবহার করে, যার ফলে আফগান বাহিনীর তিনটি পোস্ট সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যায়।

আফগান সেনারা নিজেদের পোস্ট ছেড়ে পেছনের দিকের বেসামরিক এলাকায় আশ্রয় নিয়ে ফের গুলি চালালে পাকিস্তানি বাহিনী দ্বিতীয় দফায় ভারী অস্ত্র দিয়ে আঘাত হানে। এই সংঘর্ষে সশস্ত্র সোয়ার্ম ড্রোন-ও ব্যবহার করা হয়। পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম জানায়, এই হামলায় ২৩ জন আফগান সেনা নিহত এবং অনেকে আহত হয়।

বাঙালি জাতির আত্মগৌরব মহান বিজয় দিবস

পোস্ট ডেস্ক : ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস। দীর্ঘ সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায়ে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এদিন অর্জিত বিজয় বাঙালি জাতির সবচেয়ে বড় আত্মগৌরবের। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বাঙালি জাতির ওপর চাপিয়ে দেওয়া পাকিস্তানের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার পর দীর্ঘ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে জাতি। এ বিজয়ের মধ্য দিয়ে বিশ্ব-মানচিত্রে হানাদারমুক্ত স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ শহীদের আত্মদান আর দুই লাখ মা-বোনের ত্যাগ-তিতিক্ষা, সম্ভ্রমের বিনিময়ে এবং কোটি কোটি বাঙালির আত্মনিবেদন ও গৌরবগাঁথা গণবীরত্বে দীর্ঘ পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পায় বাঙালি জাতি।

দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতি পাকিস্তানের শাসন-শোষণ থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় উজ্জীবিত হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের পথে এগিয়ে নিয়ে যান। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের মধ্য দিয়ে ১৯৪৭ সালে ভারতীয় উপমহাদেশ স্বাধীনতা লাভ করলেও দ্বিজাতির তত্ত্বের ভিত্তিতে যে অসম পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় তার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হয় বাঙালি জাতিকে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের শুরু থেকে বাঙালি জাতির ওপর শুরু হয় বৈষম্য, শোষণ, অত্যাচার, নির্যাতন, নিপীড়ন। পাকিস্তানের এ শোষণ-বঞ্চনা আর অত্যাচার-নির্যাতনের বিরুদ্ধে শুরু থেকেই বাঙালি সোচ্চার হতে থাকে এবং ধাপে ধাপে পাকিস্তানের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে উঠতে থাকে। ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ নিজ নিজ অবস্থান থেকে অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে থাকে। বিভিন্ন দিক থেকে গড়ে ওঠা আন্দোলন পর্যায়ক্রমে বেগবান হতে থাকে এবং অধিকার আদায়ে রাজপথে আন্দোলন গড়ে তোলো। বিশেষ করে বাংলা ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ছাত্রদের রক্তদান এবং বিজয়ের মধ্য দিয়ে জাতি মুক্তি সংগ্রামের প্রেরণা পায়। বাঙালির এ আন্দোলনের এক পর্যায়ে নেতৃত্বে আসেন শেখ মুজিবুর রহমান। বাঙালির এ আন্দোলনকে তিনি নেতৃত্ব দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে পরিণত করেন এবং তিনি বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত হন। ২৫ মার্চ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাঙালিদের হত্যা যজ্ঞে মেতে উঠলে ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে স্বাধীনতা ঘোষিত হয়। শুরু হয় মহান মুক্তিযুদ্ধ। সর্বস্তরের বাঙালি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। যুদ্ধের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাংলাদেশে গণহত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। রাজাকার, আল বদর, আল সামস বাহিনী তাদের দোসর হিসেবে হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, ধ্বংসযজ্ঞে সহযোগিতা করে।

মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের মানুষের পাশে সার্বিক সহযোগিতা দিয়ে এগিয়ে আসে প্রতিবেশী দেশ ভারত। কোটি বাঙালি আশ্রয় নেয় ভারতে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তৎকালীন বিশ্বের দুই পরাশক্তির একটি সোভিয়েত ইউনিয়নও (রাশিয়া) মুক্তিযুদ্ধের সমর্থন দিয়ে সরাসরি বাংলাদেশের পক্ষ নেয়। যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের পক্ষ নিয়ে জাতিসংঘে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দিলে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেটো দেয়।

মুক্তিযোদ্ধাদের মরণপণ যুদ্ধ এবং আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন দিক থেকে সমর্থন ও বাংলাদেশের জনগণের প্রতি বিশ্ব জনমত বাড়তে থাকে। দীর্ঘ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী পরাজয় মেনে নিতে বাধ্য হয়।

৫২, ৬২, ৬৯ ও ৭০ শেষ করে একাত্তরে বাঙালি জাতি হিসাব করতে বসে। মুক্তি পাগল বাংলার দামাল ছেলেরা স্বাধীনতার রক্ত সূর্যকে ছিনিয়ে আনবে বলে অস্ত্র কাঁধে তুলে নেয়। ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, কৃষক, শ্রমিক, কামার, কুমার সবাই শরিক হয়ে থাকে এ লড়াইয়ে। যতই দিন অতিবাহিত হতে থাকে আরও শাণিত হয় প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধার অস্ত্র। লক্ষ্য স্থির রেখে শত্রু হননে দৃঢ়তায় এগিয়ে যায় বীর বাঙালি। ইতোমধ্যেই বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের প্রতি আন্তর্জাতিক সমর্থন স্পষ্ট হয়ে উঠে। প্রতিবেশী ভারতও জড়িয়ে পড়ে বাঙালির ভাগ্য যুদ্ধে। ডিসেম্বর শেষ পর্যায়ে এসে চূড়ান্ত রূপ নেয় এই যুদ্ধের।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে (তৎকালীন রেসকোর্স ময়দান) পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্তিযুদ্ধে মিত্র বাহিনী (ভারতীয় বাহিনী) ও মুক্তিবাহিনীর যৌথ কমান্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করে। ১৬ ডিসেম্বর বীর বাঙালির বিজয় অর্জিত হয়। হানাদারমুক্ত বাংলাদেশ রাষ্ট্র পথ চলা শুরু করে।

৮০০০০ ব্রিটিশ ভিসা বাতিল

কারণে লিসেনিং ও রিডিং অংশের কিছু প্রশ্নে ত্রুটি ঘটে।

তাদের দাবি, এটি মোট পরীক্ষার প্রায় ১ শতাংশকে প্রভাবিত করেছে, যা সংখ্যায় প্রায় ৭৮ হাজার পরীক্ষার্থী। এই ভুল দুই বছরেরও বেশি সময় অজানা থাকায় অনেকেই ভুল স্কোর পেয়ে শিক্ষার্থী কিংবা কর্মী ভিসা নিয়ে যুক্তরাজ্যে প্রবেশ করেছেন। ইংরেজি দক্ষতার ঘাটতি নিয়ে ব্রিটেনের বিশ্ববিদ্যালয় ও স্বাস্থ্যসেবা খাতে আগে থেকেই উদ্বেগ ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের মতে, বিদেশি শিক্ষার্থীদের প্রায় ৭০ শতাংশের ভাষাগত দক্ষতা প্রত্যাশিত মানে পৌঁছায় না।

এনএইচএস-এর কোরোনাররা সতর্ক করেছেন, দুর্বল ইংরেজি জানা স্বাস্থ্যকর্মীরা রোগীর নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ এবং অতীতে এ ধরনের ভুলে প্রাণহানির ঘটনাও ঘটেছে। এক ক্ষেত্রে দেখা যায়, এক কেয়ার-ওয়ার্কার 'ব্রিদিং' ও 'ব্লিডিং' এর পার্থক্য বুঝতে না পারায় জরুরি মুহূর্তে বড় ভুল হয়ে যায়।

বাংলাদেশে দুর্নীতির মাধ্যমে প্রশ্ন সংগ্রহ করে ১,০০০ টাকা থেকে ২,৫০০ টাকায় বিক্রির অভিযোগে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

ভিয়েতনামে প্রশ্নফাঁসের সন্দেহে শেষ মুহূর্তে একটি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বদলাতে বাধ্য হয় ব্রিটিশ কাউন্সিল। ভিসা জালিয়াতির ঝুঁকি বিবেচনায় ব্রিটেনের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় এরই মধ্যে বাংলাদেশ ও পাকিস্তান থেকে শিক্ষার্থী নিয়োগ স্থগিত করেছে।

শ্যাডো হোম সেক্রেটারি ক্রিস ফিল্প বলেন, 'ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে প্রায় ১০ লাখ মানুষ ইংরেজি ভালোভাবে বলতে পারেন না। এখন জানা যাচ্ছে, প্রায় ৭৮ হাজার জন ভুল স্কোর পেয়ে ভিসা পেয়েছেন। যাঁরা ভুলভাবে ভিসা পেয়েছেন, তাঁদের অপসারণ করতে হবে।

তাঁর মতে, ইংরেজি না জানলে অভিবাসীরা সমাজে একীভূত হতে ব্যর্থ হন এবং রাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন।

ব্রিটিশ কাউন্সিল এরই মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত পরীক্ষার্থীদের নতুন স্কোর পাঠিয়েছে এবং ক্ষমা চেয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি জানায়, ভবিষ্যতে এ ধরনের ত্রুটি রোধে মান নিয়ন্ত্রণ আরো কঠোর করা হয়েছে। তবে কভিডকালে নেওয়া সরকারি ঋণের ১৯৭ মিলিয়ন পাউন্ড এখনো পরিশোধ করতে সংগ্রাম করছে তারা; ভুল স্কোরের ক্ষতিপূরণ দাবি উঠলে আর্থিক চাপ আরো বাড়বে।

ইংরেজি পরীক্ষার জন্য ৮১৬ মিলিয়ন পাউন্ড মূল্যের নতুন পাঁচ বছরের চুক্তি দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে ব্রিটেনের হোম অফিস। এতে ব্রিটিশ কাউন্সিল ছাড়াও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান প্রতিদ্বন্দ্বিতায় থাকবে। আইইএলটিএস কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বর্তমান পরীক্ষাগুলোতে আর কোনো সমস্যা নেই এবং পরীক্ষার মান ধরে রাখতে কঠোর ব্যবস্থা চালু রয়েছে।

উপদেষ্টা মাহফুজ -আসিফের পদত্যাগ

ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে কার্যকর হবে। বুধবার প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়েছে। এর আগে সন্ধ্যায় এ বিষয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। তিনি জানান, অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদে থাকা মাহফুজ আলম ও আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়ার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

বিজ্ঞপ্তিতে প্রেস উইং জানায়, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে সম্মুখসারিতে থেকে নেতৃত্ব দেয়া এই দুই ছাত্রনেতার পদত্যাগপত্র গ্রহণের পর প্রধান উপদেষ্টা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের মঙ্গল কামনা করেন। তিনি বলেন, অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দিয়ে তোমরা যেভাবে জাতিকে ফ্যাসিবাদী শাসন থেকে মুক্তির পথে অবদান রেখেছো তা জাতি মনে রাখবে। আমি বিশ্বাস করি ভবিষ্যতেও গণতান্ত্রিক উত্তরণ ও বিকাশে তোমরা একইভাবে সক্রিয় ভূমিকা রাখবে।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, আজ একটি ঐতিহাসিক দিন। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সবসময় তোমাদের অবদান স্মরণ করবে। আমি তোমাদের সুন্দর ও শুভ ভবিষ্যৎ কামনা করি। এত অল্প সময়ে তোমরা জাতিকে যা দিয়েছো তা জাতি কখনো ভুলবে না। তিনি বলেন, এটি একটি রূপান্তর মাত্র। আমি আশা করি, আগামীতে বৃহত্তর পরিমণ্ডলে তোমরা আরও বড় অবদান রাখবে।

নিজেদের কর্মের মাধ্যমে দেশের মঙ্গলে নিয়োজিত থাকার আহ্বান জানিয়ে দুই ছাত্রনেতার উদ্দেশ্যে ড. ইউনূস বলেন, সরকারে থেকে যে অভিজ্ঞতা তোমরা অর্জন করেছ, তা ভবিষ্যৎ জীবনে অবশ্যই কাজে লাগাতে হবে।

পদত্যাগ করা দুই উপদেষ্টা ২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেয়া শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধি হিসেবে উপদেষ্টা পরিষদে যোগ দিয়েছিলেন। ছাত্রপ্রতিনিধি হিসেবে সরকারে থাকা অভ্যুত্থানের আরেক পরিচিত মুখ নাহিদ ইসলাম এর আগে উপদেষ্টার পদ ছাড়েন। তার নেতৃত্বে গঠিত হয় নতুন রাজনৈতিক দল জাতীয় নাগরিক পার্টি-এনসিপি। মঙ্গলবার সংবাদ সম্মেলন ঘোষণা করায় অনেকে ধারণা করেছিলেন আসিফ মাহমুদ বুধবার পদত্যাগের ঘোষণা দেবেন। তবে সংবাদ সম্মেলনে তিনি তার অধীন মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরে জানান, পদত্যাগের বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় থেকে জানানো হবে।

মাহফুজ আলম ও আসিফ মাহমুদ আসছে নির্বাচনে প্রার্থী হবেন এমন আলোচনা আগে থেকেই ছিল। তবে তারা কোনো দলের হয়ে নির্বাচন করবেন নাকি স্বতন্ত্র প্রার্থী হবেন তা এখনো পরিষ্কার নয়। ঢাকা-১০ আসনে নির্বাচনে লড়ার আগ্রহ দেখিয়ে সেখানে ভোটার হয়েছেন আসিফ। এই আসনে শুরুতে বিএনপি প্রার্থী না দিলেও পরে প্রার্থী দিয়েছে। আলোচনা ছিল আসিফ বিএনপি থেকে প্রার্থী হতে পারেন। আবার এনসিপি থেকেও প্রার্থী হওয়ার আলোচনা ছিল। এনসিপি দলীয় প্রার্থীর একটি তালিক প্রকাশ করলেও ঢাকা-১০ আসনে কোনো প্রার্থী দেয়নি। লক্ষ্মীপুর-১ আসনে মাহফুজ আলম লড়তে পারেন এমন আলোচনা থাকলেও তিনি নিজে এখনো নির্বাচনের বিষয়ে কোনো কথা বলেননি।

খালেদার জন্য হাসিনার প্রার্থনা

আইএএনএস'কে ইমেইলে দেয়া এক সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'বেগম খালেদা জিয়া অসুস্থ এটা জানতে পেরে আমি গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। তিনি যেন সুস্থ হয়ে ওঠেন সেই প্রার্থনা করি।'

ইমেইলে দেয়া এ সাক্ষাৎকার নিয়ে নিজেই রিপোর্ট প্রকাশ করেছে আইএএনএস। তাদের নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশিত খবরে বলা হয়, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার অবনতিশীল স্বাস্থ্যের বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন হাসিনা। একই সঙ্গে তিনি তার দ্রুত সুস্থতা কামনা করেছেন। তার কাছে আইএএনএস ইমেইলে খালেদা জিয়ার জটিল স্বাস্থ্যগত অবস্থা এবং সাম্প্রতিক রিপোর্ট সম্পর্কে জানতে চায়। জবাবে শেখ হাসিনা ওই মন্তব্য করেন।

ওই রিপোর্টে আরও বলা হয়, ৭৯ বছর বয়সী খালেদা জিয়া দীর্ঘদিন হৃদযন্ত্রের জটিলতা, ডায়াবেটিস, লিভার সিরোসিস, কিডনি সমস্যাসহ বিভিন্ন রোগে ভুগছেন। ঢাকায় এভারকেয়ার হাসপাতালে করোনারি কেয়ার ইউনিটে (সিসিইউ) নিবিড় পর্যবেক্ষণে আছেন তিনি। সেখানে তার চিকিৎসা তদারক করছেন স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা।

মেডিকেল সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে রিপোর্টে বলা হয়, খালেদা জিয়ার হার্ট ও ফুসফুসে সংক্রমণ ধরা পড়ার পর তার মেডিকেল বোর্ডের পরামর্শে ২৩শে নভেম্বর রাতে ওই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অবস্থার অবনতি হলে, ২৭শে নভেম্বর সিসিইউতে স্থানান্তর করা হয়েছে। সেখানে সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণে আছেন তিনি। ইতিমধ্যে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে বিমানে করে লন্ডনে নেয়ার পরিকল্পনা বিলম্বিত হচ্ছে। বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে উদ্ধৃত করে স্থানীয় মিডিয়া শুক্রবারের রিপোর্টে বলেছে, কাতারের আমিরের মাধ্যমে বিশেষ একটি এয়ার অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে তা ঢাকায় অবতরণ করতে পারেনি। তিনি আরও জানান, খালেদা জিয়া সফর করতে পারবেন কিনা তা পুরোটাই নির্ভর করছে তার স্বাস্থ্যগত অবস্থার ওপর। যদি তিনি সফর করার মতো অবস্থায় থাকেন এবং মেডিকেল বোর্ড অনুমতি দেয় তাহলে রবিবার ৭ই ডিসেম্বর তাকে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হতে পারে। কিন্তু নানা জটিলতায় তা আটকে আছে।

আইনী গ্যাড়াকলে তারেক রহমান

কারণ সাধারণত পাসপোর্ট না থাকলেই নাগরিকদের দেশে ফেরার জন্য এ ধরনের ট্রাভেল পাস প্রয়োজন হয়।

কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের ১৫ মাস পরে এসে তারেক রহমানের দেশে ফেরার জন্য পাসপোর্টের পরিবর্তে ট্রাভেল পাসের প্রসঙ্গ আসছে কেন- সেটিও অনেকের মধ্যে কৌতূহলের জন্ম দিয়েছে।

এ বিষয়ে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তার সদিচ্ছা প্রকাশ করতে গিয়ে এভাবে বলে থাকতে পারেন। তবে আমরা মনে করি ট্রাভেল পাস বা পাসপোর্ট- কোনো কিছু নিয়েই সমস্যা হবে না। কারণ এক্ষেত্রে সরকারেরও সদিচ্ছা আছে। তারেক রহমান বাংলাদেশের পাসপোর্ট পেয়েছেন কি-না কিংবা চেয়েছেন কি-না অথবা পাসপোর্ট পাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো জটিলতা আছে কি-না এমন প্রশ্নের জবাবে সালাহউদ্দিন আহমদ শুধু বলেছেন, এ বিষয়ে আমার জানা নেই।

অপরদিকে গেল সাপ্তাহে তারেক রহমান তার দেশে ফেরার বিষয়ে 'সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ অবারিত ও একক নিয়ন্ত্রণাধীন নয়' বলে ফেসবুক স্ট্যাটাস দেয়ার পর তার দেশে ফেরা নিয়ে অনিশ্চয়তার আলোচনা শুরু হয়। তখন থেকেই এই প্রশ্ন উঠে যে- কেন দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না তিনি এবং এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার নিয়ন্ত্রণ কার হাতে। এর পরপরই পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন তারেক রহমানের জন্য ট্রাভেল পাসের বিষয়টি সামনে নিয়ে আসেন।

লন্ডন বিএনপি সূত্র জানায়, তারেক রহমান ট্রাভেল পাস নিয়ে বাংলাদেশে ফিরতে চান না। ট্রাভেল পাস সাধারণত ওয়ানওয়ে হয়ে থাকে। তার মানে ট্রাভেল পাস নিয়ে দেশে গেলে তিনি আর ফিরে আসতে পারবেন না। তার মানে তারেক রহমানের দেশে আসা না আসা পুরোটাই নির্ভর করছে সরকারের উপর। যদিও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা দাবি করেছেন, তারেক রহমানকে যে কোন উপায়ে দেশে ফেরাতে সরকার আন্তরিক এবং বদ্ধপরিকর। তবে জটিলতা কোথায় সে বিষয়ে তিনি কিছু 'জানেন না' বলে জানিয়েছেন।

এ বিষয়ে ব্যারিস্টার নাজির আহমেদ বলেন, তারেক রহমান কেন দেশে যাচ্ছেন না তা তার ফেসবুক স্টাটাস থেকেই পরিস্কার হয়েছে। ওনার পাসপোর্ট নিয়ে যা বলা হচ্ছে তা সবই রিউমার। আসল ঘটনা হচ্ছে ওনার নিরাপত্তা নিয়ে। উনি ব্রিটিশ সরকারের নাগরিক হোন বা না হোন তা নিয়েও কোন জটিলতা নেই। বরং এ নিয়ে মিথ্যা গুজব ছড়ানো হচ্ছে। একটা ট্রাভেল ডকুমেন্ট নিয়ে নিজের দেশ ছাড়া পৃথিবীর সব দেশেই ভ্রমণ করা সম্ভব। সে ক্ষেত্রে সরকার ওনাকে পাসপোর্ট দেয়া থেকে সরে এসে কেন ট্রাভেল পাসের বিষয়টিকে সামনে আনছে তা বোধগম্য নয়। সরকার চাইলে ওনাকে যে কোন মুহূর্তে পাসপোর্ট দিতে পারে।

তিনি বলেন, অন্তর্বর্তী সরকারের একাধিক উপদেষ্টা বলেছেন, তারেক রহমানের দেশে আসতে কোন বাধা নেই। বাস্তবতা হলো কোথাও একটা নীরব 'বাধা'র সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে। যেটা সরকার প্রকাশ করছে না।

লন্ডনের আরেকটি কূটনৈতিক সূত্র জানায়, হাসিনা সরকারের আমলেই তারেক রহমান তার পাসপোর্ট রিনিউ করার আবেদন করেছিলেন। সুতরাং এখন তাকে সেই আবেদনের প্রেক্ষিতে পাসপোর্ট দিতে সময় লাগার কথা নয়। সরকার চাইলেই তার পাসপোর্ট ইস্যু করতে পারে। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে ঘুরে ফিরে ট্রাভেল পাসের বিষয়টি সামনে আনা হচ্ছে- যা রহস্যজনক।

এখনো ভোটার হন নি তারেক রহমান : বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান এখনো ভোটার হননি বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ। তিনি বলেন, তবে আবেদন সাপেক্ষে ও কমিশন চাইলে তিনি আগামী সংসদ নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন এবং প্রার্থী হতে পারবেন। এরপর জানতে চাওয়া হয়, তিনি (তারেক রহমান) নির্বাচন করতে পারবেন কি না। উত্তরে সচিব বলেন, করতে পারেন, যদি কমিশন সিদ্ধান্ত দেয়।

বিবিসি সূত্র জানায়, বাংলাদেশে ২০০৭ সালের জানুয়ারিতে ক্ষমতা নেওয়া সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে দুর্নীতির অভিযোগে আটক হয়ে আঠারো মাস কারাগারে থাকার পর ২০০৮ সালের তেসরা সেপ্টেম্বর মুক্তি পেয়েছিলেন তারেক রহমান।

পরে ২০০৮ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর লন্ডনের উদ্দেশে পরিবারের সদস্যদেরকে সাথে নিয়ে ঢাকা ছাড়েন তিনি।

বিএনপির প্রয়াত নেতা মওদুদ আহমদ তার 'কারাগারে কেমন ছিলাম (২০০৭-২০০৮)' বইতে লিখেছেন, "এমনও হতে পারে তিনি (খালেদা জিয়া) জেনারেলদের সাথে এই সমঝোতা করেছিলেন যে, তারেক রহমান আপাতত নিজেকে রাজনীতিতে জড়াবেন না এবং এ মর্মে তারেক রহমান কোনো সম্মতিপত্রে স্বাক্ষরও দিয়ে থাকতে পারেন।"

২০১৮ সালের ২৪শে এপ্রিল বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর প্রথমবারের মতো স্বীকার করেন যে ২০১২ সালে তারেক রহমান ব্রিটেনে রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদন করেছিলেন এবং এক বছরের মধ্যেই সেটি গৃহীত হয়েছে।

দীর্ঘসময় ধরে বিএনপি নেতাদের অভিযোগ ছিল যে আওয়ামী লীগ সরকারের 'মিথ্যা মামলা ও বাধার' কারণেই মি. রহমান দেশে ফিরতে পারছেন না।

কিন্তু ২০২৪ সালের ৫ই অগাস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর ১৫ মাস পেরিয়ে গেলেও তিনি দেশে ফিরছেন না কেন- এই প্রশ্ন ও কৌতূহল ক্রমশ জোরালো হচ্ছিলো।

ফেরার পথে বাধা কোথায় : শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর ১৫ মাস পার হয়েছে। এরইমধ্যে আওয়ামী লীগ আমলে এবং তার আগে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে দায়ের হওয়া সব মামলা থেকে আইনি প্রক্রিয়াতেই অব্যাহতি পেয়েছেন তারেক রহমান ও তার স্ত্রী জুবাইদা রহমান।

পাশাপাশি নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য বিএনপির দিক থেকে দুটি বুলেটপ্রুফ গাড়ি কেনা ও অস্ত্রে লাইসেন্সের আবেদনের খবর সংবাদমাধ্যমে এসেছে। ফলে মামলা ও নিরাপত্তাজনিত কারণে তার দেশে ফিরতে দৃশ্যত কোনো বাধা ছিল না।

তবে বিএনপির কিছু সূত্র বলছে, তারেক রহমানের ফেরার বিষয়ে প্রভাবশালী কয়েকটি দেশের আপত্তির বিষয়টি কাজ করে থাকতে পারে। তবে কোন দেশ কেন ও কীভাবে তাদের এই আপত্তির কথা জানিয়েছে তা সূত্রগুলো নিশ্চিত করতে পারেননি।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহিউদ্দিন আহমদ বলছেন, ফেসবুকে তারেক রহমান যা বলেছেন তাতে মনে হয় দেশে আসার বিষয়টি তার নিজের ওপর নির্ভর করে না এবং আরও অনেক ফ্যাক্টর আছে যার ওপর তার নিয়ন্ত্রণ নেই।

"উইকিলিকসের ফাঁস হওয়া প্রতিবেদনে তারেক রহমানের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের আপত্তির বিষয়টি সামনে এসেছিলো এবং যে যা-ই বলুন না কেন, ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের নীতির পরিবর্তন না হলে তারেক রহমান দেশে ফিরবেন কোন ভরসায়। বাংলাদেশের রাজনীতি অনেকটাই নির্ভর করে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের চাওয়ার ওপরে"।

মহিউদ্দিন আহমদ বলেন, "১/১১ এর সময়ে কিছু ব্যাপার ছিল। তিনি (তারেক) এক ধরনের মুচলেকা দিয়ে দিয়েছিলেন। খালেদা জিয়াও বলেছিলেন যে তারেক লন্ডনে পড়ালেখা করবেন, রাজনীতি করবে না। আমরা জানি না সেই অঙ্গীকারের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে কি না। তিনি বাংলাদেশের পাসপোর্ট নিয়েছেন কি-না তাও পরিষ্কার না"।

যা বললেন আইন উপদেষ্টা : বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দেশে আসার ব্যাপারে কোনো ধরনের আইনগত বাধা আছে বলে জানা নেই বলে মন্তব্য করেছেন আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল। আর যদি কোনো বাধা থেকেও থাকে, সে ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করা হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি। ওনার নিরাপত্তার ব্যাপারেও আমরা সর্বোচ্চ সহযোগিতা করব। অধ্যাপক আসিফ নজরুল বলেন, কোনটি উপযুক্ত সময়, এটা সবচেয়ে ভালোভাবে নির্ধারণের ক্ষমতা তারেক রহমানের রয়েছে। তিনি উপযুক্ত সময়ে দেশে আসবেন বলেও উপদেষ্টা বিশ্বাস করেন। তিনি আরও বলেন, আমরা অনেকে মন্তব্য করে থাকি, প্রশ্ন তুলি যে, উনি কেন আসছেন না? আমার কাছে এসব প্রশ্ন তোলা খুব অরুচিকর মনে হয়। এটা মা-ছেলের সম্পর্ক। এখানে বেগম খালেদা জিয়ার কোনো নির্দেশনা আছে কি না, এখানে ব্যক্তিগতভাবে তারেক রহমানের কোনোরকম চিন্তা আছে কি না, সেটা নিয়ে প্রি-জাজ বা মন্তব্য করা আমার কাছে রুচিকর মনে হয় না।

দেশের সাড়ে ৪৯ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত

আইওএম বাংলাদেশের মিশনপ্রধান ল্যান্স বোনো বলেন, 'বাস্তুচ্যুত মানুষের প্রকৃত সংখ্যা জানা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ফলাফল জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের কর্তৃপক্ষ এবং উন্নয়ন সহযোগীদের আরো সুসংগঠিত পদক্ষেপ নিতে সহায়তা করবে।'

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব আলেয়া আক্তার ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে বক্তব্য দেন। পাশাপাশি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব কে এম আবদুল ওয়াদুদ, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ নাভিদ সাইফুল্লাহ এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধি ইভা আতানাসোভা বক্তব্য দেন।

আলোচনায় অংশ নেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং উন্নয়ন সহযোগীদের প্রতিনিধিরা। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট সহযোগী সংস্থাগুলোর প্রতিনিধিরা তাতে উপস্থিত ছিলেন।

সাদিক খানের সমালোচনায় মুখর ট্রাম্প

অভিবাসীদের প্রবেশ করতে দিচ্ছে।'

তিনি বলেন, 'লন্ডনের মেয়র বিপর্যয়। যে আদর্শ থাকার কথা ছিল তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন মতাদর্শ রয়েছে তার। তিনি নির্বাচিত হন কারণ এত মানুষ এদেশে এসেছে এবং তারা তাকে ভোট দেয়।'

সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বক্তৃতার সময়েও ট্রাম্প সাদিক খানের সমালোচনা করেছিলেন। সাক্ষাৎকারে অবৈধ অভিবাসীদের বহিষ্কার করতে ইউরোপের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, 'অভিবাসীদের জন্য ইউরোপ দুর্বল হয়ে পড়েছে। ইউরোপীয় দেশগুলোর উচিত অবৈধভাবে আসা অভিবাসীদের বহিষ্কার করা।'

ইস্টিজেন্ট মুসলিম বুরিয়াল ফাণ্ডের শতবর্ষ উদযাপন

আর্থিক সহায়তা প্রদান করে আসছে। বক্তারা আর্কাইভ থেকে সংগৃহীত নথি, ঐতিহাসিক গবেষণা এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তুলে ধরে তহবিলের সূচনা এবং আজও কেন এটি গুরুত্বপূর্ণ তা ব্যাখ্যা করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে সভাপতির বক্তব্য রাখেন ইস্ট লন্ডন মসজিদ ও মারিয়ম সেন্টারের প্রোগ্রামস প্রধান সুফিয়া আলম। তিনি বলেন, আজকের আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য শতবছর আগে মুসলিম বুরিয়াল ফান্ড প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপটকে গভীরভাবে দেখা। তিনি ব্রিটেনে মুসলমানদের প্রাথমিক যুগের ইতিহাস সংরক্ষণের গুরুত্বও তুলে ধরেন । তিনি বলেন মুসিলম বুরিয়াল ফান্ড-এর রেকর্ডগুলো সেই বৃহত্তর প্রচেষ্টার অংশ, যার মাধ্যমে জানা যায়, প্রথমদিকের মুসলমানদের সংগ্রাম কেমন ছিল, তারা কী চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিলেন এবং কারা আমাদের কমিউনিটির ভিত্তি গড়েছিলেন।

ইস্ট লন্ডন মসজিদ ট্রাস্টের চেয়ারম্যান ড. আব্দুল হাই মুর্শেদ অতিথিদের স্বাগত জানিয়ে বলেন, মুসলমানরা সবসময় একে অপরকে সহায়তা করার দায়িত্বকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে এসেছে । তিনি ইস্ট লন্ডন মসজিদের স্থায়ী ভবন হওয়ার অনেক আগে যারা ব্রিটিশ মুসলিম কমিউনিটির মূল প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে তুলেছিলেন, সেই প্রথমদিকের মানুষদের অবদান গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন।

তিনি বলেন, আমরা শুধু তাদের কাজের প্রশংসা করছিনা, তাদের কাজকে আমরা এগিয়ে নিচ্ছি এবং পরবর্তী প্রজন্মের মুসলমানদের সহায়তা করছি । একে অপরের খোঁজ-খবর নেওয়া ও যত্ন করা আমাদের পরিচয়ের অন্যতম মূল বিষয়।

অনলাইনে যোগ দিয়ে ইন্ডিজেন্ট মুসলিম ফান্ড ট্রাস্টের চেয়ার ব্যারিস্টার ইসলাম খান ফান্ডের বিকাশ নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি জানান, এই সংগঠনের কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯২৭ সালে শুরু হলেও প্রথম কোনো মানুষের দাফনের সহায়তা দেওয়া হয় ১৯২৫ সালে। তিনি প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম যেসকল দাতা ও স্বেচ্ছাসেবী এই সংগঠনকে টিকিয়ে রেখেছেন তার অবদান শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। তিনি বর্তমান চ্যালেঞ্জ- যেমন কবরস্থানের তীব্র সংকট, নিসঙ্গ মারা যাওয়া বা নতুন মুসলিমদের বিষয়ে আলোকপাত করেন । ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার মধ্যে তিনি মুসলিম প্রবীণদের জন্য আবাসিক কেয়ার সেন্টার প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনার কথাও উল্লেখ করেন।

ব্যাপক আর্কাইভ গবেষণার ভিত্তিতে নাবিল মোহাম্মদ মুসলিম ব্যারিয়াল ফান্ডের সূচনাকে ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, প্রতিষ্ঠিত মুসলিম পেশাজীবী, নতুন আগত অভিবাসী এবং অমুসলিম সমর্থকদের সহযোগিতার মাধ্যমেই তহবিলের প্রাথমিক যাত্রা। এই সহযোগিতা আমাদেরকে দেখিয়ে দেয়, কীভাবে সে সময় প্রতিষ্ঠান কম থাকলেও পারস্পরিক সহায়তার চর্চা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন এমেরিটাস অধ্যাপক হুমায়ুন আনসারী। তিনি জানান, ২০ শতকের শুরুতে লন্ডনে বহু মুসলমান "ধর্মীয় রীতি পালনের সুযোগ ছাড়াই দরিদ্রদের মতো করে দাফন করা হত ।" তিনি ব্যাখ্যা করেন, কীভাবে জাস্টিস আমীর আলী একটি তহবিল প্রতিষ্ঠা জরুরি প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন এবং ব্রুকউড সমাধিক্ষেত্রের মুসলিম সেকশন ব্যবহারের ব্যবস্থা করতে সহায়তা করেন। অধ্যাপক আনসারী বলেন, এই উদ্যোগের ফলে বিভিন্ন পটভূমির মুসলমান-যেমন বিখ্যাত বিভক্ত মুসলিম মারমাডিউক পিকথল-একটি জায়গায় দাফন হতে পেরেছিলেন, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তাদের ইসলামী পরিচয়কে স্থায়ীভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়।

ভারতীয় নাগরিকদের বাংলাদেশে ঠেলে পাঠানো হচ্ছে : মমতা

বলেন, 'ভারতীয় নাগরিকদের বাংলাদেশে ঠেলে পাঠানো হচ্ছে। আমি রাজ্য পুলিশকে বলব, ভয় পাবেন না। একটু সক্রিয় হোন। নাকা (তল্লাশি) অপারেশনের ওপর জোর দিতে হবে।'

বাসিন্দাদের ওপর হয়রানির অভিযোগ করে মমতা বলেন, 'কোচবিহার একটি সীমান্ত জেলা। সীমান্তে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় রাখতে হবে। কোনো বাড়াবাড়ি সহ্য করা হবে না। কেউ বাংলা বললেই সে বাংলাদেশি হয়ে যায় না। বাংলাদেশ একটি দেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ একটি রাজ্য।'

মমতা বলেন, উত্তর প্রদেশের অনেকে উর্দু বলেন। পাকিস্তানিরাও উর্দু বলেন। পাকিস্তানেও একটি পাঞ্জাব আছে। ভারতেও পাঞ্জাব আছে। দুই পাশের বাসিন্দারা পাঞ্জাবি বলেন। বাংলার বাসিন্দাদের হয়রানি করা হচ্ছে।

রাসুলের (সা.) রওজা জিয়ারতের নতুন সময়সূচি

সাধারণভাবে বছরে একবার পারমিট বুক করা যায়। তবে মসজিদে নববীর নিকটে অবস্থান করলে 'ইনস্ট্যান্ট ট্র্যাক' অপশন ব্যবহার করে দ্রুত পারমিট নেয়ার সুযোগও আছে। রওজা-এ-রাসুল (সা.)-এ প্রবেশের জন্য নির্ধারিত প্রবেশপথ হলো মসজিদে নববীর দক্ষিণ প্রাঙ্গণ, মক্কা গেট নম্বর ৩৭-এর সামনের এলাকা। প্রবীণ দর্শনার্থীরা ম্যানুয়াল হুইলচেয়ারের মাধ্যমে প্রবেশ করতে পারবেন। সাধারণ দিনগুলোতে পুরুষদের জন্য দর্শনের সময় রাত ২:০০টা থেকে ফজর পর্যন্ত। সকাল ১১:২০ থেকে ইশা পর্যন্ত। জুমার দিন রাত ২:০০টা থেকে ফজর পর্যন্ত। সকাল ৯:২০টা থেকে ১১:২০ পর্যন্ত। জুমার নামাজের পর থেকে ইশা পর্যন্ত। নারীদের জন্য সময়সূচি সাধারণ দিনগুলোতে ফজরের পর থেকে সকাল ১১:০০টা পর্যন্ত। ইশার পর থেকে রাত ২:০০টা পর্যন্ত। জুমার দিন ফজরের নামাজের পর থেকে সকাল ৯:০০টা পর্যন্ত। ইশার পর থেকে রাত ২:০০টা পর্যন্ত (নিয়মিত রাতের সময়)। সৌদি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এসব সময়সূচির লক্ষ্য হলো জিয়ারতকারীদের জন্য ভিড় নিয়ন্ত্রণ করে আরও সুশৃঙ্খল ও আরামদায়ক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

ক্যান্সার সৃষ্টিকারী জিনে আক্রান্ত দাতার শুক্রাণু থেকে ২০০ শিশুর জন্ম

আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে। আর যারা ওই বিপজ্জনক জিন টিপি৫৩ পেয়েছে-তারা আজীবনই ক্যান্সারের ঝুঁকিতে থাকবে। কেননা লি-ফ্রমেনি সিন্ড্রম নামে পরিচিত ওই জিনে ক্যান্সারের সম্ভাবনা ৯০ শতাংশ পর্যন্ত। এ খবর দিয়েছে অনলাইন বিবিসি।

এতে বলা হয়, ওই দাতার নাম অজানা। দাতাটি ২০০৫ সাল থেকে শিক্ষার্থী অবস্থায় অর্থের বিনিময়ে শুক্রাণু দান শুরু করেন। তিনি নিজে সুস্থ, নিয়মিত স্ক্রিনিংও পাস করেছিলেন। তবে জন্মের আগেই তার কিছু কোষে মিউটেশন ঘটে টিপি৫৩ জিন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তার শরীরের বেশিরভাগ কোষে এ মিউটেশন নেই। কিন্তু শুক্রাণুর প্রায় ২০ শতাংশে এই জিনে আক্রান্ত ছিল। তার শুক্রাণু দিয়ে যেসব শিশু জন্মেছে তাদের প্রত্যেকের কোষে মিউটেশন ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনাই বেশি।

ডেনমার্কের ইউরোপিয়ান স্পার্ম ব্যাংক জানায়, বিষয়টি প্রকাশ পাওয়ার পর দাতাকে সঙ্গে সঙ্গে নিষিদ্ধ করা হয়। তবে কয়েকটি দেশে দাতার শুক্রাণু অনুমোদিত সীমার চেয়ে বেশি ব্যবহার হয়েছে বলে প্রতিষ্ঠানটি স্বীকার করেছে। শুক্রাণু বৃটেনে ব্যবহৃত না হলেও বিবিসি নিশ্চিত হয়েছে যে ডেনমার্কে গিয়ে চিকিৎসা নেওয়া কিছু বৃটিশ নারী ওই দাতার শুক্রাণু গ্রহণ করেছেন। ইতিমধ্যেই তাদের এ বিষয়ে অবগত করা হয়েছে। চিকিৎসকেরা জানান, অন্তত ৬৭টি শিশুর তথ্য পাওয়া গেছে। যাদের ২৩ জনের জিনে মিউটেশন ধরা পড়েছে। আর ইতিমধ্যেই ১০ জন ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছে। ফ্রান্সের রোঁ অঞ্চলের জেনেটিক বিশেষজ্ঞ ড. এদুইজ কাসপার বলেন, অনেক শিশু ইতিমধ্যে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছে, কারও একাধিকবার হয়েছে, কেউ খুব অল্প বয়সেই মারা গেছে। ফ্রান্সের এক নারী জানিয়েছেন, তার ১৪ বছর বয়সী মেয়েও ওই জিন বহন করছে। তিনি বলেন, দাতার প্রতি আমার কোনো ক্ষোভ নেই, কিন্তু ঝুঁকিপূর্ণ শুক্রাণু দেওয়া একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। এখন প্রতিনিয়ত ক্যান্সারের হুমকি নিয়ে তাদের জীবন কাটাতে হবে।

ইউরোপের ১৪ দেশের অন্তত ৬৭টি ক্লিনিকে ওই দাতার শুক্রাণু ব্যবহার করা হয়েছে। কয়েকটি দেশে আইনের তোয়াক্কা না করে অতিরিক্ত শিশুর জন্ম হয়েছে। যেমন-বেলজিয়ামে এক দাতার শুক্রাণু সর্বোচ্চ ৬ পরিবারে দেওয়া যায়। সেখানে ওই দাতার শুক্রাণু ব্যবহার করে ৩৮ জন নারী ৫৩ শিশুর জন্ম দিয়েছেন।

সফল স্ক্রিনিং সত্ত্বেও বিরল জিনগত মিউটেশন সবসময় ধরা পড়ে না। এ কথা বলেই ইউরোপিয়ান স্পার্ম ব্যাংক দায় এড়িয়েছে। সফোক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অ্যালান পেসি বলেন, আমরা সবকিছু স্ক্রিন করতে পারি না। তাহলে দাতাই মিলবে না। বিশ্বব্যাপী দাতার শুক্রাণু ব্যবহারে কোনো আন্তর্জাতিক আইন নেই। ইউরোপীয় সোসাইটি অব হিউম্যান রিপ্রোডাকশনের প্রস্তাব-একজন দাতার শুক্রাণু সর্বোচ্চ ৫০ জন নারীর বেশি ব্যবহার না করা উচিৎ নয়। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এ ধরনের ঘটনা অত্যন্ত বিরল। তবে দাতার শুক্রাণু ব্যবহারের আগে অবশ্যই সব বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে।

ইইউর নতুন অভিবাসননীতিতে বড় ঝুঁকিতে বাংলাদেশিরা

ব্যাখ্যা করার সুযোগ থাকছে না। আশ্রয় আইনজীবীরা বলছেন, এতে আন্তর্জাতিক সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার কার্যত সংকুচিত হয়ে যাবে।

নতুন রিটার্ন রেগুলেশন কেবল দ্রুত প্রত্যাখ্যানই নয়, ফেরত পাঠানোর কঠোর ব্যবস্থাও তৈরি করছে।

অবৈধভাবে অবস্থানকারী ব্যক্তিদের পরিচয়পত্র প্রদান, বায়োমেট্রিক তথ্য দেওয়া এবং কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বাধ্যতামূলক সহযোগিতা নিশ্চিত করতে হবে। ফেরত আদেশ অমান্য করলে কাজের অনুমতি, আর্থিক সুবিধা বন্ধ হওয়া ছাড়াও কারাবাসের ঝুঁকি তৈরি হবে। এমনকি নিরাপত্তা ঝুঁকির অভিযোগ থাকলে ১০ বছরের বেশি অথবা অনির্দিষ্টকালের জন্য ইউরোপে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা সম্ভব হবে। এই অবস্থান পাল্টালে বা অন্য দেশে পালিয়ে গেলেও রেহাই নেই। কারণ 'ইউরোপীয় রিটার্ন অর্ডার' (ইআরও) চালু হলে এক দেশে দেওয়া ফেরত আদেশ সব ইইউ দেশে একযোগে কার্যকর হবে।

সবচেয়ে উদ্বেগজনক দিক হলো, অবৈধভাবে থাকা বা প্রত্যাখ্যাত আশ্রয়প্রার্থীদের তৃতীয় দেশে পাঠানোর পথ আনুষ্ঠানিকভাবে খুলে দেওয়া হয়েছে। নতুন নীতিতে বলা হয়েছে, ইইউ বা যেকোনো সদস্য রাষ্ট্র তৃতীয় কোনো দেশের সঙ্গে চুক্তি করে 'রিটার্ন হাব' স্থাপন করতে পারবে। এই হাবগুলোতে ইউরোপে আশ্রয় না পাওয়া ব্যক্তিদের সাময়িকভাবে রাখা হবে এবং সেখান থেকেই তাদের নিজ দেশে বা অন্য কোনো দেশে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে।

তবে এই নীতির বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে মানবাধিকার সংগঠনগুলো। তাদের আশঙ্কা, এসব দেশে পাঠানো হলে আবেদনকারীরা বিচারবহির্ভূত ঝুঁকি, বৈষম্য বা অনিশ্চিত অবস্থার মুখে পড়তে পারেন। যদিও ইইউ বলছে, এসব চুক্তিতে মানবাধিকার সুরক্ষা মানা হবে, বাস্তবে কতটা তা নিশ্চিত করা যাবে, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

নির্বাচন ৫ বছরের জন্য, গণভোট শত বছরের জন্য : ড. মুহাম্মদ ইউনূস

নতুন করে একটি সুযোগ দিয়েছে। অন্য জেনারেশন এই সুযোগ পাবে না। এই সুযোগকে কাজে লাগাতে পারলে আমরা নতুন বাংলাদেশ গড়তে পারব, আর যদি না পারি তাহলে জাতি মুখ থুবড়ে পড়বে। তিনি বলেন, এর আগেও আমরা নির্বাচন দেখেছি। বিগত আমলে যে নির্বাচনগুলো হয়েছে, যেকোনো সুস্থ মানুষ বলবে- এটা নির্বাচন নয়, প্রতারণা হয়েছে।

ড. ইউনূস বলেন, আগামী নির্বাচন অন্যান্য দায়িত্বের মতো নয়, বরং একটি ঐতিহাসিক দায়িত্ব। আমরা যদি ভালোভাবে এই দায়িত্বটি পালন করতে পারি, তাহলে আগামী নির্বাচনের দিনটি জনগণের জন্যও ঐতিহাসিক হবে। উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের উদ্দেশ্যে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, আপনারা যদি সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করেন তাহলেই সরকার তার দায়িত্বটি সফলভাবে পালন করতে সক্ষম হবে।

আগামী নির্বাচন ও গণভোট দু'টিই জাতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে বলেন, নির্বাচন আগামী পাঁচ বছরের জন্য, আর গণভোট শত বছরের জন্য। গণভোট সম্পর্কে তিনি বলেন, এর মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশটাকে স্থায়ীভাবে পাল্টে দিতে পারি। যে নতুন বাংলাদেশ আমরা তৈরি করতে চাই, তার ভিতটা এর মাধ্যমে গড়তে পারি। সদ্য যোগদান করা ইউএনওদের উদ্দেশ্যে ড. ইউনূস বলেন, আপনাদের প্রধান দায়িত্ব হলো- একটি শান্তিপূর্ণ ও আনন্দমুখর নির্বাচন আয়োজন করা।

তিনি ইউএনওদের নিজ নিজ এলাকার সব পোলিং স্টেশন পরিদর্শনের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সব পক্ষ, এলাকাবাসী এবং সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করে একটি সুন্দর নির্বাচন আয়োজনের প্রস্তুতি নেয়ার পরামর্শ দেন। গণভোট বিষয়ে ভোটারদের সচেতন করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ভোটারদের বোঝাতে হবে যে, আপনারা মন ঠিক করে আসুন- 'হ্যাঁ'-তে দেবেন নাকি 'না'-তে ভোট দেবেন।

প্রধান উপদেষ্টা কর্মকর্তাদের ধাত্রীর সঙ্গে তুলনা করে বলেন, ধাত্রী ভালো হলে জন্ম নেয়া শিশুও ভালো হয়। তিনি কর্মকর্তাদের যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবিলায় সৃজনশীল হওয়ার পাশাপাশি অপতথ্য ও গুজব প্রতিরোধে ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশনা দেন। নির্বাচনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নারীদের অগ্রাধিকার প্রদানের ওপর গুরুত্ব দিয়ে তিনি বলেন, নারীরা যেন ঠিকভাবে ভোটকেন্দ্রে আসতে পারেন, তা নিশ্চিত করতে হবে।

শিগগিরই নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা হবে উল্লেখ করে প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ইউনূস ইউএনওদের উদ্দেশ্যে বলেন, নির্বাচন সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত কখন, কীভাবে, কোন কাজটি করবেন-তার পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি এখন থেকেই নিন। অনুষ্ঠানে প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব এম সিরাজ উদ্দিন মিয়া, মন্ত্রিপরিষদ সচিব ড. শেখ আব্দুর রশীদ, প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব মোহাম্মদ শফিকুল আলম এবং জনপ্রশাসন সচিব মো. এহছানুল হকসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

ক্যান্সার আক্রান্ত ডেভিড ক্যামেরন

জোন্স নিজেও প্রোস্টেট ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং এরপরই পুরুষদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা বাড়ানোর পক্ষে প্রচারণা শুরু করেন।

এই বছরের শুরুতে লর্ড ক্যামেরনের প্রোস্টেট স্পেসিফিক অ্যান্টিজেন (পিএসএ) পরীক্ষা করা হয়। এরপর এমআরআই স্ক্যান ও বায়োপসি করা হয়। পিএসএ পরীক্ষায় প্রোস্টেট ক্যান্সারের সাথে সম্পর্কিত প্রোটিন শনাক্ত হয়। টেস্টের রিপোর্টে পিএসএ অস্বাভাবিকভাবে বেশি আসে।

ডেভিড পরে ফোকাল থেরাপি নামের পদ্ধতিতে চিকিৎসা নেন। এই চিকিৎসা পদ্ধতিতে আল্ট্রাসাউন্ডসহ বিভিন্ন প্রযুক্তি ব্যবহার করে টিউমারের নির্দিষ্ট অংশ লক্ষ্য করে ক্যান্সার কোষ ধ্বংস করা হয়।

ক্যামেরন টাইমসকে বলেন, 'আমি যদি প্রকাশ্যে না বলতাম যে আমার এমন একটি অভিজ্ঞতা হয়েছে, তাহলে খারাপ লাগত। আমি একটি স্ক্যান করিয়েছিলাম। এটি আমাকে একটি সমস্যার কথা জানতে সাহায্য করেছে। আর সেই সমস্যা মোকাবিলার সুযোগ দিয়েছে।'

উল্লেখ্য, ডেভিড ক্যামেরন ২০১০ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর দাযত্বি পালন করেছেন।

বাংলাদেশ ও পাকিস্তানি শিক্ষার্থীদের চোখে শর্ষে ফুল

পোস্ট ডেস্ক : ব্রিটেনের কমপক্ষে নয়টি বিশ্ববিদ্যালয় পাকিস্তান ও বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের ভর্তি স্থগিত বা সীমিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর কারণে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে আসা শিক্ষার্থীদের চোখে শর্ষে ফুল ফুটছে। একটি সিদ্ধান্তে বিদেশে পড়াশোনার আশায় থাকা বহু প্রকৃত শিক্ষার্থীর জন্য বড় ধাক্কা হয়ে উঠেছে। কঠোর হোম অফিস নীতিমালা ও ভিসা অপব্যবহারের অভিযোগ বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে এসব প্রতিষ্ঠান পাকিস্তান ও বাংলাদেশকে 'উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ' তালিকায় যুক্ত করেছে। বিশেষত কম টিউশন ফি নেয়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী স্পন্সরশিপের লাইসেন্স বাঁচাতে ভর্তি প্রক্রিয়া কঠোর করছে। কারণ ভিসা প্রত্যাখ্যানের ক্ষেত্রে এখন সহনশীলতা নাটকীয়ভাবে কমে গেছে। পাকিস্তানের প্রভাবশালী পত্রিকা দ্য ডনে প্রকাশিত এক সম্পাদকীয়তে এসব কথা বলা হয়েছে। তাতে আরও বলা হয়, পাকিস্তানি আবেদনকারীদের ভিসা প্রত্যাখ্যানের হার বর্তমানে ১৮ শতাংশ, যা নতুন ৫ শতাংশ সীমার তুলনায় বহু গুণ বেশি।

প্রতিবেদনগুলো বলছে, বৈধ ভিসায় ব্রিটেনে প্রবেশ করার পর শিক্ষার্থীদের মধ্যে আশ্রয় চাওয়ার প্রবণতাও দ্রুত বেড়েছে। বর্তমানে পাকিস্তানি নাগরিকরা ব্রিটেনের মোট আশ্রয় আবেদনকারীর ১০ ভাগের এক ভাগ; শুধু ছাত্র ভিসা থেকে অন্য ভিসায় রূপান্তর করে আশ্রয়ের আবেদনকারীর সংখ্যা ৫,৮০০-এর বেশি, যা ভারত ও বাংলাদেশ মিলিয়েও এত নয়। মোট হিসাব অনুযায়ী, গত বছর প্রায় ১০,০০০ পাকিস্তানি পড়াশোনা, কাজ বা ভিজিটর ভিসায় ব্রিটেনে প্রবেশ করে পরবর্তীতে আশ্রয় চেয়েছেন। এই প্রবণতা দেখায় যে, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকট কতটা মানুষকে দেশ ছাড়ার পথ খুঁজতে বাধ্য করছে। একইসঙ্গে ব্রিটেনের অভিবাসননির্ভর রাজনীতির কারণে তারা ভিসার পথগুলো আরও কঠোর করে দিচ্ছে। তাই এই সিদ্ধান্ত খুব অপ্রত্যাশিত নয়; তবে বৈধভাবে পড়াশোনা করতে চাওয়া শিক্ষার্থীদের জন্য এটি হতাশাজনক। যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন পাকিস্তান ও বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবে না, সেগুলোর ফি তুলনামূলক কম। ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন স্বল্প আয়ের শিক্ষার্থীরা।

শিক্ষা পরামর্শদাতারা যথার্থই বলছেন, পরিস্থিতি অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। কিছু মানুষের অপব্যবহারের কারণে সবার পথ রুদ্ধ হওয়া উচিত নয়। পাকিস্তানের উচিত ব্রিটেনের সঙ্গে আলোচনায় বসে ছাত্র এ সংক্রান্ত উদ্বেগ দূর করা এবং যোগ্য আবেদনকারীরা যাতে অন্যায়ের শিকার না হন, তা নিশ্চিত করা।

এ মুহূর্তে শিক্ষার্থীদের উচিত নিজেদের পরিকল্পনা বৈচিত্র্যময় করা। ইউরোপ কিংবা ব্রিটেনের অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে নজর দেয়া। তবে ব্রিটেনের বার্তাটি স্পষ্ট: স্টুডেন্ট ভিসা কখনোই স্থায়ী বসবাসের 'পেছনের দরজা' নয়। পাকিস্তানের দায়িত্ব-অন্যদের হতাশা ও অপব্যবহারের খেসারত যেন তাদের প্রকৃত শিক্ষার্থীদের গুনতে না হয়, তা নিশ্চিত করা।

ইসলাম ও বিজ্ঞানের অমোঘ সেতুবন্ধ

মাওলানা সাখাওয়াত উল্লাহ

ইসলামের এক গুরুত্বপূর্ণ সত্য হলোড়ধর্ম ও জ্ঞান পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, বরং জ্ঞানই ধর্ম এবং ধর্মই জ্ঞান। ইসলামে জ্ঞান ও জ্ঞানীদের প্রতি যে গভীর সম্মান প্রদর্শিত হয়েছে, তা সুদূরপ্রসারী এবং সুপ্রতিষ্ঠিত। এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। ফেরেশতারা এবং জ্ঞানীরাও (এ কথার) সাক্ষ্য দেয় যে তিনি ন্যায়বিচারসহ তাঁর সৃষ্টিকে পরিচালনা করেন।

তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' (সুরা : আল ইমরান, আয়াত : ১৮)

আল্লাহ আরো বলেন, 'তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে শুধু জ্ঞানীরাই আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।' (সুরা : ফাতির, আয়াত : ২৭-২৮)

তাই তো ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) বলেন, 'বিশুদ্ধ জ্ঞান ও সঠিক যুক্তির মধ্যে কখনো বিরোধ থাকতে পারে না।

' কোরআনের বৈজ্ঞানিক অলৌকিকতা অস্বীকারকারীদের যুক্তি

১. অলৌকিকতা শুধু ভাষাগত হতে হবে : তাদের মতে, কোরআনের অলৌকিকতা বলতে শুধু ভাষার সৌন্দর্য, শৈলী ও বর্ণনাভঙ্গিই বোঝায়; বৈজ্ঞানিক দিক নয়।

২. কোরআন হেদায়েতের বই, বিজ্ঞানগ্রন্থ নয় : তাদের দাবিড় কোরআন মানবতার পথনির্দেশের জন্য নাজিল হয়েছে, বৈজ্ঞানিক পাঠ্যবই হিসেবে নয়।

৩. বৈজ্ঞানিক তথ্য পরিবর্তনশীল : বিজ্ঞানে অনুমান ও তত্ত্ব থাকে, যেগুলো সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হতে পারে বা বাতিল হয়ে যেতে পারে। তাই বৈজ্ঞানিক ধারণা দিয়ে কোরআনের আয়াত ব্যাখ্যা করলে ভবিষ্যতে পাঠের ব্যাখ্যা সংকটে পড়তে পারে।

তবে নিঃসন্দেহে এই কোরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ অলৌকিক দিকগুলোর একটি হলো এর গ্রাফিক বা বিন্যাসগত অলৌকিকতা অর্থাৎ শব্দ চয়ন, বাক্য গঠন, শৈলী, বর্ণনার ক্রম এবং সামগ্রিক কাঠামোর এমন এক অনন্য সমন্বয়, যা সম্পূর্ণ কোরআনজুড়েই সমানভাবে বজায় রয়েছে। এই বিন্যাস, সামঞ্জস্য ও গঠন এমন নিখুঁত যে তা মানুষের পক্ষে অনুকরণ করা অসম্ভব। এবং যদি এই অলৌকিকতা একটি স্বতন্ত্র বিন্যাসগত সিস্টেম বা শৈলী ব্যবস্থার ফল হয়, তবে এটি শুধু আরবদের বোঝার জন্য সীমাবদ্ধ হতে পারে না; বরং মানবজাতির জন্য সর্বজনীন এক চ্যালেঞ্জ। আরো উদাহরণড় আল্লাহ বলেন, 'আর মূর্খদের সেই সম্পদ দিয়ো না, যা আল্লাহ তোমাদের জীবিকা নির্বাহের উপায় হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তোমরা তাদের খাওয়াও, পোশাক দাও এবং তাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো।

' (সুরা : নিসা, আয়াত : ৫)

এর অর্থ হলোড়এদের জীবিকা যেন নিজেদের হাতের ভুল সিদ্ধান্ত থেকে না আসে, বরং সম্পদের সঠিক ব্যবস্থাপনা ও দায়িত্বশীল তত্ত্বাবধানে হওয়া উচিত।

যাঁরা কোরআনে বৈজ্ঞানিক অলৌকিকতার ধারণার বিরোধিতা করেন, তাঁরা মনে করেনড়কোরআনের শব্দ ও বক্তব্যকে তার নাজিল-সময়ের ভাষাগত পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতেই হবে। তাঁদের যুক্তি হলো, পূর্বসূরি আলেমরা যখন কোরআন ব্যাখ্যা করেছেন, তাঁরা আরবি ভাষার প্রচলিত অর্থের ওপর ভিত্তি করেই ব্যাখ্যা করেছেন। সুতরাং আধুনিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকে তাঁদের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য মনে হয় না। তবে তাঁরা একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য উপেক্ষা করেন। কোরআন নাজিল হয়েছে পূর্ণ ও পরিপূর্ণ জ্ঞানের সঙ্গে অর্থাৎ আল্লাহর জ্ঞান এবং তাঁর সৃষ্টি-বিস্তারের নিখুঁত আইনগুলোর আলোকে। সুতরাং কোরআনে এমন অনেক ইঙ্গিত থাকা স্বাভাবিক, যার গভীরতা পরবর্তী যুগের মানুষ ধীরে ধীরে উপলব্ধি করবে। বিরোধীরা আরো বলেন, বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলো পরিবর্তনশীল। তাই সেগুলোর সঙ্গে কোরআনের সম্পর্ক করা উচিত নয়, যাতে ভবিষ্যতে বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে কোনো বিরোধ তৈরি না হয়। এ বক্তব্য আংশিকভাবে ঠিকড় অনুমাননির্ভর বিজ্ঞান সত্যিই পরিবর্তনশীল এবং তা দিয়ে কোরআনকে ব্যাখ্যা করা ঠিক নয়। কিন্তু পরীক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক বিজ্ঞানড়এটি কোরআনের বিরোধিতা করতে পারে না, বরং কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব যদি কোরআনের কোনো আয়াতের ব্যাখ্যার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তাহলে সেটি কোরআনের সত্যতার আরো একটি প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

এ বিষয়ে দুটি উদাহরণ :

প্রথম উদাহরণ : ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব ও কোরআনের দৃষ্টিভঙ্গি

ধরা যাক, ডারউইনের জৈব বিবর্তনবাদী তত্ত্বটি আবির্ভাবের আগে কিংবা পরে কোরআনের আয়াতের আলোকে বিচার করা হতোড় তাহলে গত দেড় শ বছর ধরে এই তত্ত্ব ঘিরে যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে, মানবজাতি তার অনেকটাই থেকে মুক্ত থাকতে পারত। ডারউইনের মূল দাবি ছিলড়এক প্রজাতি থেকে আরেক প্রজাতির উদ্ভব ঘটে দীর্ঘ প্রজনন ও রূপান্তরের মাধ্যমে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, এমন আন্তঃপ্রজাতিক রূপান্তর কখনোই ঘটেছে বলে প্রমাণিত নয়। বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে প্রতিটি প্রজাতি তার সীমানার মধ্যেই থেকে যায়; এক প্রজাতি অন্য প্রজাতিতে রূপান্তরিত হয় না। এখন যদি এই বিবর্তনতত্ত্বটি কোরআনের সেই আয়াতগুলোর সামনে উপস্থাপন করা হয়, যেখানে আল্লাহ তাআলা 'জোড়া হিসেবে সৃষ্টি'র কথা বলেছেন, তবে তত্ত্বটি টিকেই থাকতে পারে না। কারণ আল্লাহ বলেছেন, 'তিনি সবকিছু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। এটি সৃষ্টির স্বতন্ত্রতা এবং প্রতিটি প্রজাতির নিজস্ব পরিচয়ের বাস্তব প্রমাণ। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমি সবকিছুকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি, যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা করো।' (সুরা : জারিয়াত, আয়াত : ৪৯)

দ্বিতীয় উদাহরণ : বিগ ব্যাং তত্ত্ব ও কোরআনের সামঞ্জস্য

এবার এমন একটি উদাহরণ দেখা যাক, যেখানে আধুনিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব কোরআনের বর্ণনার সঙ্গে গভীরভাবে সংগতিপূর্ণ। এটি হলো বিগ ব্যাং তত্ত্বড়মহাবিশ্বের সূচনাবিষয়ক আধুনিক মহাজাগতিক ধারণা। তত্ত্বটির নাম যাই হোকড় 'বিগ ব্যাং', 'প্রাইমিভাল অ্যাটম', 'কসমিক এগ' বা অন্য কোনো শব্দড়মূল বক্তব্য হলো : মহাবিশ্ব একসময় একটি সীমাবদ্ধ, সংকুচিত অবস্থায় ছিল; এরপর এক মহাবিস্ফোরণ ঘটল; তারপর শুরু হলো দ্রুত স্ফীতি (রহভষধঃরড়হ); এবং এখনো পর্যন্ত মহাবিশ্ব নিরবচ্ছিন্নভাবে সম্প্রসারিত হচ্ছে। এবার এগুলোকে কোরআনের আলোকে তুলনা করলে আমরা বিস্ময়কর সামঞ্জস্য দেখতে পাইড়

১. মহাবিশ্বের প্রথম অবস্থা : 'একত্রে সংযুক্ত' বিগ ব্যাং বলেড় সমস্ত আকাশ-পৃথিবী এক বিন্দুতে, অত্যন্ত ঘন এবং সংকুচিত অবস্থায় ছিল। কোরআন বলছেড় 'আকাশ ও পৃথিবী একত্রে সংযুক্ত ছিল, তারপর আমরা তাদের পৃথক করে দিয়েছি।' (সুরা : আম্বিয়া, আয়াত : ৩০)

২. মহাবিশ্বের ক্রমাগত সম্প্রসারণ : বিগ ব্যাং তত্ত্বের আরেকটি ভিত্তিমূলক সত্য হলোড়মহাবিশ্ব এখনো প্রসারিত হচ্ছে। কোরআন ১৪০০ বছর আগে এই প্রসারণের কথা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেড় 'আকাশ আমরা শক্তি দিয়ে নির্মাণ করেছি এবং নিশ্চয়ই আমরাই তা ক্রমাগত প্রসারিত করছি।' (সুরা : জারিয়াত, আয়াত : ৪৭)

সুতরাং, বিগ ব্যাং তত্ত্ব কোরআনের সঙ্গে বিরোধিতা নয়, বরং তার এক অনন্য বৈজ্ঞানিক সামঞ্জস্যের প্রমাণ।

অতএব, কোরআনের বৈজ্ঞানিক অলৌকিকতার প্রেক্ষাপটে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করা মানে এগুলোর সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ ও যাচাই-বাছাই করা। যাঁরা কোরআনিক বৈজ্ঞানিক ইশারার পক্ষে যুক্তি দেন, তাঁরা বলেন, কোরআন ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎড়সবকিছুকেই অন্তর্ভুক্ত করে এবং যে বিষয়গুলো একটি সাধারণ কোরআনিক পাঠ্যের আওতায় পড়ে, সেগুলো কোরআনে মূলত প্রোথিত।

তাঁরা আরো যুক্তি দেন যে কোরআন সব মানুষের জন্য প্রমাণস্বরূপড়চাই সে আরব হোক বা অনারব এবং কোরআনের অলৌকিকতা শুধু ভাষার বাগ্মী আরবদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়। তাঁরা এটিও উল্লেখ করেন যে কোরআনে মহাবিশ্ব সম্পর্কিত বহু আয়াত আছে, যা মানবজাতিকে চিন্তা করতে আহবান জানায়।

অধ্যাপক আব্বাস মাহমুদ আক্কাদ জোর দিয়ে বলেছেন, 'পবিত্র কোরআনকে বোঝা এবং আমাদের যুগের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি থেকে উপকৃত হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। তবে তিনি একই সঙ্গে সতর্ক করেন যে প্রতিটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে পরম সত্য হিসেবে ধরে নেওয়া এবং সেটিকে কোরআনের অর্থের ওপর চাপিয়ে দেওয়া গুরুতর ভুল।'

পরকালমুখী দৃষ্টি গঠনে নবীজির বাস্তব শিক্ষা

মুফতি সাইফুল ইসলাম

দুনিয়ার জৌলুস, আরাম-আয়েশ ও বস্তুগত প্রাচুর্য সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি সবসময়ই ভারসাম্যপূর্ণ। একজন মুসলিমকে যেমন দুনিয়া ত্যাগী হতে বলা হয়নি, তেমনি দুনিয়ার প্রতি আসক্ত না হতেও বলা হয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবন ছিল এর শ্রেষ্ঠতম বাস্তব প্রতিচ্ছবি। তিনি ক্ষমতা, সম্মান ও নেতৃত্বের শীর্ষে থেকেও দুনিয়ার আরাম-আয়েশ থেকে বিরত থেকেছেন।

অনুসারীগণকে শিখিয়েন যে, আসল বাড়ি হচ্ছে পরকাল, আর পৃথিবী কেবল অস্থায়ী সফরের স্টেশনমাত্র। নিচের হাদিসটি সেই অনন্য দৃষ্টিভঙ্গিরই এক চমৎকার উপমা-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ نَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى حَصِيرٍ فَقَامَ وَقَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءً . فَقَالَ " مَا لِي وَلِلدُّنْيَا مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلاَّ كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا " .

আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো একসময় খেজুর পাতার মাদুরে শুয়েছিলেন।

তিনি ঘুম হতে জাগ্রত হয়ে দাঁড়ালে দেখা গেল তার গায়ে মাদুরের দাগ পড়ে গেছে। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমরা আপনার জন্য যদি একটি নরম বিছানার (তোষক) ব্যবস্থা করতাম।

তিনি বললেন: দুনিয়ার সাথে আমার কি সম্পর্ক দুনিয়াতে আমি এমন একজন পথচারী মুসাফির ছাড়া তো আর কিছুই নই, যে একটি গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিল, তারপর তা ছেড়ে দিয়ে গন্তব্যের দিকে চলে গেল। (তিরমিজি, হাদিস : ২৩৭৭)

হাদিসের মূল শিক্ষা

দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি (জুহদ): মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখিয়েছেন; আরাম-আয়েশ, বিলাসিতা বা অতিরিক্ত ভোগবিলাস জীবনের উদ্দেশ্য নয়। দুনিয়া ক্ষণিকের সফর মাত্র। কাজেই মুমিন বান্দা পরকালমুখী দৃষ্টি লালন করবে।

কারণ তার আসল গন্তব্য হচ্ছে আখিরাত। পৃথিবী সাময়িক বিরতি নেয়ার জায়গা মাত্র; স্থায়ী আশ্রয় নয়।

সরলতা ও নম্র জীবনযাপন: নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্ষমতার শীর্ষে থেকেও মাদুরে ঘুমাতেন, আরামদায়ক বিছানা গ্রহণ করেননি। এর মাধ্যমে তিনি শিখিয়েছেন যে, সরলতা ইবাদতের অংশ।

কিয়ামতের দিন যে দোয়ার ওজন সবচেয়ে বেশি হবে

পোস্ট ডেস্ক : রাসুল (সা.) অসংখ্য দোয়া ও আমল শিখিয়েছেন। বিভিন্ন সময় তিনি এমনকিছু আমলের কথা বলেছেন যা আকারে খুবই অল্প ও সংক্ষিপ্ত হলেও এর সওয়াব অনেক বেশি। নিম্নে এমন একটি উল্লেখ করা হলো-

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ

উচ্চারণ : সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি আদাদা খালকিহি, ওয়ারিদা নাফসিহি, ওয়াজিনাতা আরশিহি, ওয়ামিদাদা কালিমাতিহি।

অর্থ : আমি আল্লাহ তাআলার পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করছি, তাঁর সৃষ্টির সংখ্যা সমপরিমাণ, মহান সত্তার সন্তুষ্টির পরিমাণ, তাঁর আরশের ওজন পরিমাণ এবং তাঁর বাক্যগুলোর কালির পরিমাণ।

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, একদা রাসুল (সা.) উম্মুল মুমিনিন জুয়াইরিয়া (রা.)-এর ঘর থেকে বের হন। তখন জুয়াইরিয়া (রা.) নিজের নামাজের স্থানে ছিলেন। অতঃপর রাসুল (সা.) ফিরে আসেন। তখনও জুয়াইরিয়া (রা.) নামাজের স্থানে ছিলেন।

অতঃপর রাসুল (সা.) আবার বের হন এবং আবার ফিরে আসেন। তখনও জুয়াইরিয়া (রা.) নামাজের স্থানে ছিলেন। তখন রাসুল (সা.) বলেন, 'তুমি কি এখনো তোমার নামাজের স্থানে রয়েছ!' জুয়াইরিয়া (রা.) বলেন, হ্যাঁ। রাসুল (সা.) বলেন, 'আমি তোমার স্থান থেকে গিয়ে চারটি বাক্য তিনবার পড়েছি। এ সময়ে তুমি যা পড়েছ তার সঙ্গে ওইসব বাক্যের ওজন করা হলে তাই ভারী হবে।' অতঃপর তিনি দোয়াটি পড়েন। (আবু দাউদ, হাদিস : ১৫০৩)

সপ্তাহের নামাযের সময় সূচী

তারিখ	ফজর	সূর্যদ্বয়	যোহর	আছর	মাগরিব	ইশা
১২.১২.২৫ শুক্রবার	6:32	7:54	01:00	2:30	3:55	7:30
১৩.১২.২৫ শনিবার	6:33	7:55	12:45	2:30	3:55	7:30
১৪.১২.২৫ রবিবার	6:34	7:56	12:45	2:30	3:55	7:30
১৫.১২.২৫ সোমবার	6:35	7:57	12:45	2:30	3:55	7:30
১৬.১২.২৫ মঙ্গলবার	6:37	7:58	12:45	2:30	3:55	7:30
১৭.১২.২৫ বুধবার	6:38	7:59	12:45	2:30	3:55	7:30
১৮.১২.২৫ বৃহস্পতিবার	6:38	7:59	12:45	2:30	3:55	7:30

নামায শুরুর এই সময়সূচি লন্ডনের জন্য প্রযোজ্য।

দুবাইয়ে তারকাদের সম্পদের পাহাড়

পোস্ট ডেস্ক : বিনিয়োগের জন্য বিশ্বের অন্যতম আকর্ষণীয় গন্তব্য সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই শহর। মরুর এই শহরটি এখন ক্রীড়াবিদদের সবচেয়ে পছন্দের ঠিকানা। লাভজনক ও ঝলমলে রিয়েল এস্টেটের খোঁজে দুবাইয়ে ভীড় করেন মাঠের তারকারা।

মূলত দুবাই ধনীদের জন্য সবচেয়ে আকর্ষণীয় হয়েছে কর সুবিধার কারণে। যেখানে সম্পত্তি কর, উত্তরাধিকার কর কিংবা পুঁজিবাজারে লাভের ওপর কর নেই। আর তাই ক্রীড়াবিদরা নিজেদের আয় বিনিয়োগের জন্য বেছে নিচ্ছেন দুবাইকে। শুধু অর্থনৈতিক সুবিধার জন্য নয়, অবসর কাটানোর জন্য, কিংবা নিয়মিত থাকার জন্য দুবাইয়ে বাড়ি কিনেছেন অনেক তারকা ক্রীড়াবিদ।

ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো

পর্তুগিজ সুপারস্টার ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো মাঝে মধ্যেই দুবাই যান। সেখানে শুধু ছুটি কাটাতে নয়, তার বেশ ভালো বিনিয়োগও আছে শহরটিতে। জুমেইরা বে আইল্যান্ডে ৩ কোটি ডলারে জমি কিনেছেন পাঁচবারের ব্যালন ডি'অর জয়ী এই ফুটবলার। ডাউনটাউন দুবাইতে খোলা টাটেল রেস্টুরেন্টে অংশীদারও তিনি। গুঞ্জন আছে, বুর্জ খলিফার সামনে দৃষ্টিনন্দন এক পেন্টহাউসও তার মালিকানায়।

বুর্জ খলিফা, দুবাই

দুবাইয়ে শুধু বিনিয়োগ করেই থেমে নেই রোনালদো। নিয়মিত ছুটি কাটাতেও পরিবার নিয়ে সেখানে যান তিনি। মরুভূমি ভ্রমণ, ওয়াটার স্পোর্টসড়সবই এই পর্তুগিজ তারকার পছন্দের তালিকায়। স্থানীয় নানা অনুষ্ঠানে, যেমন দুবাই গোব সকার অ্যাওয়ার্ডসে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর কিংবা অতিথি হিসেবেও দেখা গেছে তাকে।

নেইমার

দুবাইয়ে আকাশছোঁয়া 'স্কাই ম্যানশন পেন্টহাউস' কিনেছেন ব্রাজিলিয়ান সুপারস্টার নেইমার। বুগাত্তি কার ব্র্যান্ড আর বিংহাত্তি ডেভেলপারের যৌথ উদ্যোগে তৈরি হচ্ছে এই ভবন। বুগাত্তি রেসিডেন্সেসের তথ্যমতে, ২০২৭ সালে উদ্বোধন হবে এই বিলাসবহুল টাওয়ার। নেইমারের এই পেন্টহাউসে থাকবে আলাদা গাড়ি ওঠানোর লিফট। যাতে নিজের গাড়িটাই সরাসরি চলে যাবে পেন্টহাউসে। ভবনের ১৮২টি ইউনিটে থাকবে ব্যক্তিগত সুইমিংপুল, যেখান থেকে দেখা যাবে পুরো দুবাই স্কাইলাইন আর বুর্জ খলিফার মনোমুগ্ধকর দৃশ্য।

সানিয়া মির্জা

ভারতের টেনিস তারকা সানিয়া মির্জা।পাকিস্তানি ক্রিকেটার শোয়েব মালিককে বিয়ে করার পর পাম জুমেইরার বিলাসবহুল ভিলায় ঘর বাঁধেন তারা। গত বছর শোয়েবের সঙ্গে ডিভোর্স হয়ে গেলেও এখনো দুবাইয়ের সেই বাড়িতে ছেলের সঙ্গে থাকেন সানিয়া।

পাম জুমেইরা, দুবাই

২০২১ সালে পেয়েছিলেন ১০ বছরের গোল্ডেন ভিসা। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে শহরে খুলেছেন নিজস্ব টেনিস একাডেমি। ব্যবহার করছেন দুবাইয়ের বিশ্বমানের অবকাঠামো। টেনিসে সানিয়ার অর্জন আর দুবাই শহরের প্রতি অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ২০২৪ সালের নভেম্বরে সানিয়াকে নিয়োগ দেওয়া হয় 'দুবাই স্পোর্টস অ্যাম্বাসাডর' হিসেবে।

এছাড়া গুঞ্জন রয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাতের ব্যবসায়ী আদিল সাজানের সঙ্গে ইদানীং 'বন্ধুত্ব' হয়েছে সানিয়া মির্জার।

রজার ফেদেরার

টেনিস কিংবদন্তি রজার ফেদেরার বাড়িয়ে রয়েছে দুবাইয়ে। শীতের ঠান্ডা থেকে বাঁচতেই তিনি ২০১৪ সালে সুইজারল্যান্ডের বাইরে দ্বিতীয় ঘর বানান সেখানে। প্রায়ই থাকেন দুবাইয়ের এক্সক্লুসিভ লে রেভ টাওয়ারে, যার ফরাসি নামের অর্থই হলো 'দ্য ড্রিম'। দাম প্রায় ৮ কোটি ৬০ লাখ দিরহাম।

রজার ফেদেরার দুবাইয়ে বাড়ি কিনেছেন ২০১৪ সালে

৬ হাজার ১০০ বর্গফুটের এই প্রেসিডেনশিয়াল পেন্টহাউসে আছে পাঁচটি বেডরুম, প্রতিটিতেই নিজস্ব বাথরুম। ১৮৭০ বর্গফুটের বিশাল বারান্দা থেকে দেখা যায় দুবাই মেরিনা আর দৃষ্টিনন্দন পাম। আর এই বিলাসবহুল টাওয়ারে তো সুযোগসুবিধার শেষ নেই। চাইলে একটি বাটন টিপেই ডেকে নিতে পারেন হেলিকপ্টার কিংবা প্রাইভেট জেট।

আইপিএল নিলামে বাংলাদেশের ৭ জন

পোস্ট ডেস্ক : ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লীগের (আইপিএল) মিনি নিলামে নাম থাকলেও, চূড়ান্ত তালিকায় জায়গা হয়নি সাকিব আল হাসানের। প্রত্যাশিতভাবেই এ তালিকায় সর্বোচ্চ ভিত্তিমূল্যে আছেন মোস্তাফিজুর রহমান। এছাড়া আরও ৬ টাইগার ক্রিকেটার আছেন আইপিএল নিলামের চূড়ান্ত তালিকায়। এর মধ্যে চমক হিসেবে আছে একটি নাম।

এবারের আইপিএলের মিনি নিলামের জন্য নিবন্ধিত হন ১৩৯০ জন ক্রিকেটার। এর মধ্যে বাছাইকৃত ৩৫০ খেলোয়াড়ের নাম মঙ্গলবার প্রকাশ করা হয় আইপিএলের ওয়েবসাইটে। মোস্তাফিজ বাদে বাংলাদেশ থেকে সে তালিকায় আছেন রিশাদ হোসেন, তাসকিন আহমেদ, নাহিদ রানা, তানজিম হাসান সাকিব, রাকিবুল ইসলাম ও শরিফুল ইসলাম। প্রাথমিক তালিকায় নাম থাকলেও, চূড়ান্ত তালিকায় জায়গা হয়নি বাংলাদেশের সাবেক অধিনায়ক সাকিবের।

এর আগে সংবাদমাধ্যমগুলো জানায়, নিবন্ধিত ক্রিকেটারদের মধ্যে ৪৫ জনের ভিত্তিমূল্য সর্বোচ্চ ২ কোটি রুপি। তালিকা চূড়ান্ত হওয়ার পর ইএসপিএনক্রিকইনফোর তথ্য অনুযায়ী, সর্বোচ্চ ভিত্তিমূল্যের খেলোয়াড়ের তালিকা নেমে এসেছে ৪০ জনে। সেখানে আছেন টাইগার পেসার মোস্তাফিজও। ৭৫ লাখ রুপি ভিত্তিমূল্যের তালিকায় আছেন রিশাদ, তাসকিন, নাহিদ রানা ও শরিফুল। স্পিনার রাকিবুলের ভিত্তিমূল্য ৩০ লাখ রুপি।

তালিকার সবচেয়ে চমক জাগানিয়া নামটি রাকিবুলের। ২০২০ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপজয়ী এ বাঁহাতি স্পিনার এখনও জাতীয় দলের হয়ে খেলার সুযোগ পাননি। ২০২৩ এশিয়ান গেমসে তিনটি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি খেললেও সেটি জাতীয় দল ছিল না। বাংলাদেশ 'এ' দলের নিয়মিত মুখ রাকিবুল ৬৯ টি-টোয়েন্টি ম্যাচে নিয়েছেন সমানসংখ্যক উইকেট। অবশ্য বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লীগে (বিপিএল) তার রেকর্ড খুব উজ্জ্বল নয়। সেখানে ২২ ম্যাচে তার উইকেট ১৬টি। শেষ আসরে ৯ ম্যাচ খেলে ওভারপ্রতি সাড়ে আটের বেশি রান দিয়ে ৫ উইকেট নেন তিনি। দেশের বাইরে কোনো ফ্যাঞ্চাইজি লীগে খেলার অভিজ্ঞতা নেই রাকিবুলের।

নিলামে চূড়ান্ত হওয়া ৩৫০ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে ভারতীয় ২৪০ জন এবং ১১০ জন বিদেশি। এই ৩৫০ জনের মধ্যে নিলামে দল পাবেন সর্বোচ্চ ৭৭ জন। বিদেশি ক্রিকেটারের জন্য জায়গা ফাঁকা আছে ৩১টি। ভারতীয় ২৪০ জনের মধ্যে ২২৪ জনই আনক্যাপড। জাতীয় দলে কখনওই না খেলা, পাঁচ বছর আগে সবশেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা অথবা পাঁচ বছর কেন্দ্রীয় চুক্তিতে না থাকা ক্রিকেটারকে আনক্যাপড হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ তালিকায় বিদেশি ক্রিকেটারদের মধ্যে রাকিবুলসহ আছেন মাত্র ১৪ জন।

সর্বোচ্চ ২ কোটি রুপি ভিত্তিমূল্যে আছেন ভারতের দু'জন, ভেঙ্কটেশ আইয়ার ও রবি বিষ্ণোই। ১.৫ কোটি রুপির ভিত্তিমূল্যে আছেন ৯ জন, ১.২৫ কোটিতে ৪ জন এবং ১৭ জনের ভিত্তিমূল্য ১ কোটি। ৪২ ক্রিকেটারের ভিত্তিমূল্য ৭৫ লাখ রুপি, ৪ জনের ৫০ লাখ রুপি ও ৭ জন আছেন ৪০ লাখ রুপির তালিকায়। ৩০ লাখ রুপি ভিত্তিমূল্য সর্বোচ্চ ২২৭ জনের। আগামী ১৬ই ডিসেম্বর নিলাম অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

বিয়ে বাতিলের ঘোষণা মান্ধানার

পোস্ট ডেস্ক : ভারতের বিশ্বকাপজয়ী নারী ক্রিকেটার স্মৃতি মান্ধানা ও পলাশ মুচ্ছলের বিয়ে নিয়ে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে চলছিল ব্যাপক আলোচনা-গুঞ্জন। অবশেষে সেই গুঞ্জন সত্যি করে বিয়ে বাতিলের ঘোষণা দেন স্মৃতি।

গত ২৩ নভেম্বর বিয়ের দিন সকালে হৃদরোগে আক্রান্ত হন স্মৃতির বাবা। তাকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এর পর স্মৃতির পক্ষ থেকে জানানো হয়, তার বাবার অসুস্থতার জন্য তিনি বিয়ে স্থগিত রাখছেন। এর পর একই দিনে পলাশকেও হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছিল।

এরপর থেকে আদৌ বিয়ে হবে কি না তা নিয়ে শুরু হয় আলোচনা। অবশেষে সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে বিয়ে বাতিলের ঘোষণা দিয়েছেন স্মৃতি মান্ধানা।

বিয়ে বাতিলের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি বিবৃতি দিয়েছে পলাশ। এমন কঠিন সময়েও জীবনে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।

পলাশ বলেন, "আমি এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। মানুষ ভিত্তিহীন গুজবে যেভাবে দ্রুত প্রতিক্রিয়া দিয়েছে, তা আমার কাছে কঠিন হয়ে উঠেছিল। খুব ভয় লেগেছে এই ঘটনায়। এটা আমার জীবনের সবচেয়ে কঠিন অধ্যায়। কিন্তু আমি আমার বিশ্বাসের সঙ্গে ভদ্রভাবে পরিস্থিতি সামাল দেব।"

তিনি আরও বলেন, "আমি সত্যিই আশা করছি, সমাজ হিসেবে আমরা শিখব, কোথায় থামতে হয়। ভিত্তিহীন গুজবে কান না দিয়ে নিজেদের থামাতে জানতে হবে। আমাদের কথা কিন্তু মানুষকে নানাভাবে আঘাত করতে পারে, যা আমরা হয়তো বুঝতেও পারব না।"

পলাশ বিবৃতির শেষে কড়া ভাষায় জানিয়েছেন, তার বিরুদ্ধে যারা ভিত্তিহীন গুজব ছড়িয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেবেন। সব শেষে তিনি লেখেন, "এই কঠিন সময়ে যারা আমার পাশে থাকলেন, তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ।"

এর আগে ইনস্টাগ্রাম পোস্টে বিয়ে বাতিলের ঘোষণা দিয়ে স্মৃতি মান্ধানা লেখেন, 'গত কয়েক সপ্তাহ ধরে আমার জীবনকে ঘিরে অনেক জল্পনা-কল্পনা তৈরি হয়েছে। আমি মনে করি এখন আমার পক্ষে কথা বলা গুরুত্বপূর্ণ। আমি খুব ব্যক্তিগত জীবনযাপন করি এবং সেটি বজায় রাখতে চাই। তবে স্পষ্ট করে জানাতে চাই- বিয়ে বাতিল করা হয়েছে।'

ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষায় সহযোগিতা চেয়ে স্মৃতি আরও লেখেন, 'আমি এই বিষয়টি এখানেই শেষ করতে চাই এবং আপনাদের সকলকে একই অনুরোধ জানাচ্ছি। আমি আপনাদের অনুরোধ করছি, দয়া করে এই মুহূর্তে উভয় পরিবারের গোপনীয়তাকে সম্মান করুন এবং আমাদের নিজস্ব গতিতে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিন।'

তিনি লেখেন, 'আমি বিশ্বাস করি, আমাদের সকলের এবং আমার একটি উচ্চতর উদ্দেশ্য রয়েছে। সব সময় সর্বোচ্চ স্তরে দেশের প্রতিনিধিত্ব করে আসছি। আমি আশা করি, যতদিন সম্ভব ভারতের হয়ে খেলা চালিয়ে যাব এবং ট্রফি জিততে পারবো। তাতেই আমার মনোযোগ থাকবে। আপনাদের সকলের সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ। এগিয়ে যাওয়ার সময় এসেছে।'

বিয়ে বাতিলের আগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কয়েকটি মেসেজের স্ক্রিনশট ভাইরাল হয়। যেখানে এক নারীর সঙ্গে পলাশের সম্পর্কের বিষয়টি উঠে আসে।

স্ক্রিনশটে দেখা যায় ম্যারি ডি'কোস্তা নামে এক নারী ও পলাশের কথোপকথন। ওই নারীই তার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে এ সব স্ক্রিনশট শেয়ার করেছেন। যেখানে পলাশকে তার রূপের প্রশংসা করতে দেখা গিয়েছে। এছাড়া ম্যারি ডি'কোস্তার সঙ্গে দেখা করতে ও সাঁতারও কাটতে চান পলাশ।

বন্দর চুক্তি নিয়ে গোপনীয়তা কেন

এম গোলাম মোস্তফা ভুইয়া

বন্দর ব্যবস্থাপনায় বিদেশি কোম্পানিগুলোর সঙ্গে চুক্তির বিপক্ষে দেশের স্বার্থরক্ষাসহ কৌশলগত, অর্থনৈতিক এবং প্রক্রিয়াগত নানা উদ্বেগ দেখিয়ে জোর সমালোচনা চলছে নানা পক্ষ থেকে। গত ১৭ নভেম্বর সম্পাদিত চুক্তিতে বন্দর কর্তৃপক্ষ ও কাস্টমস কী পরিমাণ মাশুল, চার্জ, শুল্ক-কর ইত্যাদি পাবে, সেই বিষয়গুলো গোপন রাখা হয়েছে

দেশের বন্দরগুলো বাংলাদেশের অর্থনীতির লাইফ লাইন হিসাবে পরিচিত। গত কয়েক দশকে অর্থনীতির যে উত্থান ও প্রসার, তার নেপথ্যে বড় ভূমিকা রাখছে চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন বন্দর। রাজস্ব আয়, পণ্যের অবাধ চলাচল আর সহনীয় ফি ও মাশুলের কারণে ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের কাছে বন্দরের গুরুত্ব বাড়লেও এখন এমনভাবে তা বিদেশিদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে যে, সামনে বন্দরই হতে পারে অর্থনীতির গলার কাঁটা। গোপন চুক্তির মাধ্যমে চট্টগ্রামসহ কয়েকটি বন্দরের সাতটির মধ্যে পাঁচটি টার্মিনালই তুলে দেওয়া হচ্ছে বিদেশিদের হাতে। প্রশ্ন হলো, এ বিষয়ে বিদেশি কোম্পানির সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি নিয়ে গোপনীয়তা করছে কেন সরকার? নিজেদের ঘোষণা অনুযায়ী অন্তর্বর্তী সরকারের আগামী দুই-তিন মাসের বেশি ক্ষমতায় থাকার কথা নয়; তাহলে এ সরকার কী কারণে দীর্ঘমেয়াদি এমন একটি চুক্তি সম্পাদন করল, যেটা পুরো অর্থনীতি ও দেশকে প্রভাবিত করতে পারে এবং যার মধ্যে অনেক ধরনের উদ্বেগের বিষয় থাকতে পারে। সেই চুক্তি স্বাক্ষর কেন গোপনীয়তা ও অস্বচ্ছতার সঙ্গে তাড়াহুড়ো করে করা হলো? এ ধরনের চুক্তি করার এখতিয়ার কি অন্তর্বর্তী সরকারের আছে?

গত ১৭ নভেম্বর চট্টগ্রাম বন্দরের লালদিয়া কনটেইনার টার্মিনালটি ৩০ বছরের জন্য পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছে ডেনমার্কভিত্তিক শিপিং ও লজিস্টিকস প্রতিষ্ঠান এপি মোলার মায়েরস্ক (এপিএম)। এছাড়া একইদিনে বুড়িগঙ্গার পাড়ে পানগাঁও অভ্যন্তরীণ কনটেইনার টার্মিনাল ২২ বছরের জন্য পরিচালনার ভার সুইজারল্যান্ডভিত্তিক প্রতিষ্ঠান মেডলগকে দিতে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে সরকার। নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) চট্টগ্রাম বন্দরের সবচেয়ে বড় টার্মিনাল। এখানকার ৪৪ শতাংশ কনটেইনার সামলায় এনসিটি। এ টার্মিনালে একসঙ্গে চারটি সমুদ্রগামী কনটেইনার জাহাজ এবং একটি অভ্যন্তরীণ নৌপথের ছোট জাহাজ ভেড়ানো যায়। এনসিটিতে জাহাজ থেকে বার্ষিক ১০ লাখ একক কনটেইনার উঠানো-নামানোর স্বাভাবিক ক্ষমতা রয়েছে। গত বছর এ টার্মিনাল ১২ লাখ ৮১ হাজার কনটেইনার হ্যান্ডেল করেছে। এনসিটি পরিচালনা করতে বন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিদেশি কোম্পানির চুক্তি সম্পর্কিত প্রক্রিয়ার বৈধতা নিয়ে শুনানি চলছে। নিষ্পত্তি হলে সরকার টার্মিনালটি সংযুক্ত আরব আমিরাতভিত্তিক ডিপি ওয়ার্ল্ডকে পরিচালনা করতে দেবে। এর আগে পর্যন্ত বিদেশি কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি সম্পর্কিত প্রক্রিয়া চালানো যাবে না বলে আদেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। বন্দর ব্যবস্থাপনায় বিদেশি কোম্পানিগুলোর সঙ্গে চুক্তির বিপক্ষে দেশের স্বার্থরক্ষাসহ কৌশলগত, অর্থনৈতিক এবং প্রক্রিয়াগত নানা উদ্বেগ দেখিয়ে জোর সমালোচনা চলছে নানা পক্ষ থেকে। গত ১৭ নভেম্বর সম্পাদিত চুক্তিতে বন্দর কর্তৃপক্ষ ও কাস্টমস কী পরিমাণ মাশুল, চার্জ, শুল্ক-কর ইত্যাদি পাবে, সেই বিষয়গুলো গোপন রাখা হয়েছে। এ চুক্তি নিয়ে সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার বলছে, লালদিয়া ও পানগাঁও বন্দর পরিচালনায় বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে হওয়া চুক্তিটি নন-ডিসক্লোজার এগ্রিমেন্ট (গোপন চুক্তি)। তাই এ নিয়ে খুব বেশি তথ্য প্রকাশ করা হচ্ছে না।

চট্টগ্রাম বন্দরের লালদিয়া এবং ঢাকার কেরানীগঞ্জের পানগাঁও কনটেইনার টার্মিনাল নিয়ে চুক্তির বিস্তারিত দেশবাসীর সামনে প্রকাশ করা উচিত। লালদিয়া ও পানগাঁও কনটেইনার টার্মিনালের চুক্তি প্রক্রিয়া ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ত্রুটিপূর্ণ ও অস্বচ্ছভাবে সম্পন্ন হওয়ার অভিযোগও রয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় বন্দর ব্যবহারকারীদের যুক্ত করা হয়নি; তারা চুক্তির শর্ত ও বিষয় সম্পর্কে জানেন না। চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং টার্মিনালের ক্ষেত্রেও একই ধরনের তাড়াহুড়ো ও অস্বচ্ছতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রকল্পে সময় নিয়ে অংশীজনদের মতামত গ্রহণ না করলে প্রকল্পের ব্যয় ও কার্যকারিতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একইভাবে লালদিয়া, পানগাঁও ও নিউমুরিং টার্মিনালের দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি জাতীয় স্বার্থের জন্য হুমকির সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বিগত সরকারের সময় এ রকম উদ্যোগে কমিশনভোগীদের যে গোপন সংশ্লিষ্টতা থাকত, তা থেকে বাংলাদেশ মুক্তি চেয়েছিল জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর।

দেশবাসী চায় না অতীতের মতো এ রকম গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সম্পদ নিয়ে গোপনে কোনো চুক্তি হোক। চট্টগ্রাম বন্দরের বিভিন্ন টার্মিনাল নিয়ে সিদ্ধান্ত হতে হবে স্বচ্ছতার সঙ্গে। বন্দরের মতো কৌশলগত সম্পদ নিয়ে চুক্তি করার আগে চুক্তির শর্ত দেশবাসীর কাছে প্রকাশ করতে হবে। তাই ১৭ নভেম্বর সম্পাদিত চুক্তি অবিলম্বে প্রকাশ করতে হবে। মনে রাখতে হবে, বিদেশি বিনিয়োগ মানেই উন্নয়ন, এ ধারণা বিভ্রান্তিকর। দেশের ৯০ শতাংশ আমদানি-রপ্তানি চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে হয়, সেখানে বিদেশি কর্তৃত্ব কৌশলগতভাবে ঝুঁকিপূর্ণ। এর দায় বর্তমান সরকারকেই বহন করতে হবে। চট্টগ্রাম বন্দর দেশের অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র। আবার দেশের নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের মতো স্পর্শকাতর ইস্যুও চট্টগ্রাম বন্দরের সঙ্গে জড়িত। তাই চট্টগ্রাম বন্দরের বিষয়ে তাড়াহুড়ো করে অস্বচ্ছ ও গোপন কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার সুযোগ নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে বর্তমান সরকার তা-ই করতে চাচ্ছে। কোনো দরপত্র ছাড়াই পতিত স্বৈরাচারের আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সম্পৃক্ত এক বিদেশি কোম্পানির কাছে নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) তুলে দেওয়ার ষড়যন্ত্র চলমান রয়েছে বলে অভিযোগ। চট্টগ্রাম বন্দর বিদেশিদের হাতে তুলে দেওয়া জাতীয় স্বার্থেরও পরিপন্থি।

বিগত স্বৈরাচারী সরকার দেশের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে দেশকে একটি তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করেছিল। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের এমন কর্মকাণ্ড অতীতকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। বন্দর উন্নয়নের নামে বিদেশি কোম্পানির সঙ্গে করা গোপন এ চুক্তি আসলে জাতীয় সম্পদ বিক্রির সমতুল্য। বন্দর ইতোমধ্যেই লাভজনক ও বিশ্বমানের। অথচ বিদেশি কোম্পানির লুটপাটের অংশ হিসাবে শুল্ক ৪১ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে, যা সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় আরও বাড়াবে। অন্তর্বর্তী সরকার সম্পূর্ণ এখতিয়ারবহির্ভূতভাবে লাভজনক টার্মিনালগুলোর নিয়ন্ত্রণ বিদেশি কোম্পানিকে দিতে চায়, যা দেশের জনগণের স্বার্থের পরিপন্থি।

জনগণ মনে করে, অন্তর্বর্তী সরকার বিদেশি কোম্পানির সঙ্গে দেশের স্বার্থবিরোধী চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের চেতনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে। বন্দর দেশের অর্থনীতি, সার্বভৌমত্ব এবং ২৪ জুলাইয়ের গণ-অভ্যুত্থানের আদর্শের সঙ্গে সরাসরি জড়িত। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, একটা দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি করার কোনো এখতিয়ার একটি অস্থায়ী সরকারের আছে কিনা? এসবের জন্য নির্বাচিত সরকারের দরকার হয়। নির্বাচিত সরকারও এভাবে চুক্তি করতে পারে না। নির্বাচিত সরকার এ ধরনের চুক্তি করতে চাইলে সেগুলো সংসদে তুলতে হয়, সেখানে তর্ক-বিতর্ক হয়, দেশের মানুষ জানতে পারে, তারপর চুক্তি সম্পাদনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আর কয় মাস পর নির্বাচন। এ সময় সরকারের এ ধরনের চুক্তিতে এত আগ্রহ কেন? বন্দর নিয়ে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি যদি দেশের উন্নয়নের জন্যই হয়, তাহলে এত গোপনীয়তা, অস্বচ্ছতা ও তাড়াহুড়ো কেন?

Tareq Chowdhury
Principal

Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS

ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে যে কোন আইনগত পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন

Mobile: 07961 960 650
Phone : 020 7650 7970

102 Cranbrook Road, Wellesley House, 2nd Floor, Ilford, IG1 4NH
www.kingdomsolicitors.com

BANGLA POST
www.banglapost.co.uk
Email: news@banglapost.co.uk

Asylum and Immigration Act receives Royal Assent

Post Desk: Following a successful passage thorough Parliament, the Border Security, Asylum and Immigration Act received Royal Assent on 2nd December and has become law. The legislation introduces new powers aimed at disrupting people smuggling gangs and enhancing law enforcement operations at the UK border.

A Home Office press release highlighted that key measures in the Act include:

Enabling Immigration Enforcement, police, and the National Crime Agency (NCA) to access mobile phone data from 'illegal migrants' to gather intelligence and prosecute people smugglers. Phones can be seized during property, vehicle, or premises searches without an arrest.

Creating criminal offences related to people smuggling, including supplying or handling small boat parts (up to 14 years in prison), downloading or recording smuggling information (up to 5 years), and importing or modifying vehicles to hide migrants (up to 5 years).

Making it an offence to endanger lives during small boat crossings (up to 6 years) or to create online material promoting illegal migration.

Excluding foreign sex offenders from protections under the Refugee Convention.

Placing the UK Border Security Command on a statutory footing, enabling its lead to coordinate strategic priorities with law enforcement and intelligence agencies to disrupt organised

smuggling networks.

The Government says that the Act's measures aim to accelerate investigations, improve arrests and convictions, and reduce the operational capabilities of smuggling gangs. According to the Home Office, recent government data shows a 33% increase in smuggling-related arrests, convictions, and seizures over the past year, alongside the dismantling of nearly 900 organised immigration crime networks.

In addition, the Act repeals the Safety of Rwanda Act 2024 and most provisions of the Illegal Migration Act 2023.

The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) previously commented on the Border Security, Asylum and Immigration Bill in detailed observations published in May, recognising the Government's efforts to combat transnational organised crime and reduce exploitation of migrants and refugees. However, UNHCR expressed concern that some of the new offences, particularly those relating to preparatory acts for people-smuggling, may lack sufficient safeguards to ensure only those responsible for financial or material gain from smuggling are prosecuted. The agency also highlighted that the new offence of "endangering" during sea crossings could criminalise actions by passengers in life-threatening circumstances, and urged amendments to clearly define the scope and ensure appropriate defences.

UNHCR additionally cautioned that the Bill's widening of offences that could lead to the removal of refugees from the UK risks exceeding the intended scope of protections under the Refugee Convention. The agency noted that withdrawing protection should remain exceptional, and only apply where a refugee poses a genuine and grave danger to security or the community. UNHCR recommended careful application of these provisions and amendments to ensure the measures are proportionate, targeted, and consistent with the UK's international obligations.

Last minute offer may avert strike by resident doctors

Post Desk: Next week's strike by resident doctors in England may be averted after ministers offered the British Medical Association a fresh deal.

The doctors' union has agreed to put the offer to members over the coming days - if they support it, the five-day walkout starting on Wednesday 17 December could be called off.

The offer includes a rapid expansion of specialist training posts as well as covering out-of-pocket expenses such as exam fees.

But it does not include any promises of extra pay. Health Secretary Wes Streeting has been adamant he will not negotiate on that, given resident doctors - the new name for junior doctors - have had pay rises of nearly 30% over the past three years.

Why are resident doctors striking and how much are they paid?

The deal also includes emergency legislation being introduced so that the NHS can prioritise doctors who have studied and worked in the UK for speciality training posts that resident doctors move into in year three of their training.

This year there was intense competition for these roles with 30,000 applicants going for 10,000 posts. Some of those will have been doctors from abroad who under current rules have to be judged on the same basis as UK doctors.

The number of speciality posts will also increase by 4,000 by 2028 – with the first 1,000 of those available from next year. Previously, the government has promised an increase of 2,000.

The BMA will now consult resident doctor members on whether this offer is sufficient to call off next week's strike. A survey of members will run online, closing on Monday 15 December, just two days before the strike is due to begin.

This move prompted anger from Streeting who had wanted the union to call off next week's strike.

Ministers fear that by Monday hospitals will have already had to cancel a significant number of treatments as part of their preparations to get ready for the strike.

Streeting said he had offered to allow the BMA to extend its mandate, which runs out in the first week of January, so they could still stage a five-day strike if members did not back the deal.

Streeting said he was "astounded" the BMA had not agreed to this given the difficulties hospitals are facing from flu and other winter pressures, which he said meant "the spectre of strikes next week still looms".

"I cannot understand the wilful casualness with which the BMA's leadership have chosen to inflict this pain on patients, other staff and the NHS itself," he said.

"It is one of the most shameful episodes in the long history of the BMA."

He added: "The NHS leaders are going to have to start cancelling other doctors' leave now to cover potential strikes, and patients will also experience unnecessary and avoidable disruption through some cancelled appointments and operations. That's on the BMA."

On the offer, he said: "Doctors asked me to deliver on jobs, especially unfair competition from overseas, and this comprehensive offer will deliver."

BMA resident doctors committee chairman, Dr Jack Fletcher, said: "This offer is the result of thousands of resident doctors showing that they are prepared to stand up for their profession and its future.

"It should not have taken strike action, but make no mistake: it was strike action that got us this far.

"We have forced the government to recognise the scale of the problems and to respond with measures on training numbers and prioritisation.

"However, this offer does nothing to restore pay for doctors, which remains well within the government's power to do."

Streeting later said in the Commons he would retract the government's offer if the BMA rejected it, so as not to "incentivise" further strikes.

Shadow Health Secretary Stuart Andrew said the strike was "unacceptable" and welcomed the government's offer.

But he said the Conservatives had warned that providing "inflation-busting pay rises without any conditions at all" meant unions would "come back for more".

"If they reject this, what's going to happen? I'm not sure government is ready for this winter."

The BMA argues that despite the pay rises of the last few years, pay is still a fifth lower than it was in 2008 once inflation is taken into account.

If members indicate in the online survey the offer is enough to call off next week's strikes, a formal referendum of resident doctors would follow. This would give members time to consider the details of the offer and whether to accept it and end the current dispute, the BMA said.

If the survey of members decides it is not enough to call off strikes, they will go ahead as planned next week, the union added.

Approved Automotive Unveils Massive 120,000 sq ft Luxury Car Showroom in Dubai

Dubai, UAE - Approved Automotive, one of Dubai's fastest-growing luxury car dealership has officially opened the doors to its new 120,000 sq ft flagship showroom in Al Quoz 1. This major launch marks a significant milestone for the brand, which has expanded rapidly since its establishment in 2023 and now stands as one of the UAE's premier destinations for high-end automotive retail.

Setting a New Standard for Premium Car Retail

The vast new facility is designed to be far more than a traditional showroom. Built as a fully immersive automotive hub, the two-level space features a contemporary, high-end aesthetic and houses more than 200 meticulously prepared luxury vehicles. The collection spans the world's most coveted brands, including Mercedes-Benz, Porsche, BMW, Ferrari, Land Rover, Bentley, Rolls-Royce and many others.

A core pillar of Approved Automotive's philosophy is offering customers a transparent, seamless, and elevated car-buying experience. Every vehicle undergoes a rigorous preparation process at the in-house detailing centre, now the largest XPEL-certified destination in the Middle East ensuring every car meets the highest cosmetic and protective standards.

Beyond sales, the new showroom also introduces premium car storage facilities, offering customers a climate-controlled, secure, and pristine environment for safeguarding exotic and classic vehicles.

A Grand Opening to Remember

The showroom's grand launch brought together customers, partners, and automotive enthusiasts for an evening of celebration. The event featured a ribbon-cutting ceremony, a live DJ, and an inviting premium lounge atmosphere complete with DubiCars racing simulators.

The showroom floor showcased a lineup of automotive royalties, including the Bugatti Chiron, Shelby Cobra, Ferrari SF90, Lamborghini Aventador and more - underscoring Approved Automotive's reputation for curating exclusive and rare vehicles.

Luke Ferrara, CEO and Co-Founder of Approved Automotive, commented on the milestone:

"We are redefining the pre-owned luxury car experience in the UAE, combining an unparalleled selection with a seamless, transparent buying and selling journey. Every visitor can expect expert guidance from our Approved Ambassadors, world-class aftercare options, and access to the Middle East's largest XPEL-certified detailing destination, ensuring every vehicle meets the highest standards."

Delivering a Top-Tier Customer Experience

The new Al Quoz 1 flagship puts equal emphasis on customer comfort and long-term service support. Visitors can expect a blend of premium amenities and professional guidance, including:

Late Late Show (Room): Extended Wednesday hours until 11 PM

A luxurious, modern lounge environment

Interactive racing simulator zones in partnership with DubiCars

Expert support from trained Approved Ambassadors

Comprehensive warranties and service contracts

Tailored detailing and aftercare packages

Approved Automotive continues to strengthen long-term relationships through its Approved Aftercare Program, designed to elevate ownership with personalized solutions and premium service offerings.

With its ambitious new showroom and customer-first approach, Approved Automotive is redefining what a luxury car buying journey looks like in the UAE and setting a powerful new benchmark across the region.

www.approvedautomotive.com

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM

UK Charity No. 1126168

NGO Affairs Bureau Bangladesh
Registration No- 3052

MADRASHA &ORPHANAGE

UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

Welfare

Orphanage

Madrasah

Please Help supporting the poor & needy with your:

Lillah Sadaqah Zakat Fitra
Fidya Kaffara Qurbani

CAN DONATE VIA :

Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324

UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608

PROJECTS

Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00

Shops (permanent income for Orphanage)
Per Shop £2500.00

Class/Living Room for Orphanage
Per Room £3000.00

Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage
33 Decimal Land £1000, One Cow £400
Minnow (Fishery), Tree plant £100

Ashab-e-Badr Fund
one off payment £700.00 x 313 Donor

For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

Year: 23 ◆ Issue: 1073 ◆ Friday 12 December - Thursday 18 December 2025

BANGLA POST

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED BANGLA NEWSPAPER

ডাঃ জাকি রিজওয়ানা আনোয়ার সমসাময়িক বিষয় নিয়ে বাংলা পোস্ট-এ নিয়মিত লিখছেন।

এ সাপ্তাহের কলাম পড়ুন ১৩ এর পাতায়।

দেশের সাড়ে ৪৯ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বর্তমানে ৪৯ লাখ ৫৫ হাজার ৫২৭ জন মানুষ বাস্তুচ্যুতির শিকার হয়েছে। বুধবার রাজধানীর একটি হোটেল মিলনায়তনে আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম) প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। আইওএম জানায়, প্রাকৃতিক দুর্যোগে 'অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত মানুষের (আইডিপি)' সংখ্যা জানতে এই প্রথম দেশব্যাপী গণনা করে আইওএম। এই গণনায় জানা যায়, দুই-তৃতীয়াংশ বাস্তুচ্যুত মানুষ (৬৩ শতাংশ) ২০২০ সালের এপ্রিলের আগেই বাস্তুচ্যুত হয়েছে।

এটি দীর্ঘস্থায়ী ও অমীমাংসিত বাস্তুচ্যুতিরই প্রতিফলন। এক-চতুর্থাংশ (২৫ শতাংশ) ২০২০ সালের এপ্রিল থেকে ২০২৪ সালের এপ্রিলের মধ্যে বাস্তুচ্যুত হয়েছে। সবচেয়ে বেশি

বাস্তুচ্যুত মানুষ (১২ লাখ ১০ হাজার) আছেন চট্টগ্রাম বিভাগে, এরপর ঢাকা বিভাগে সাত লাখ ৯০ হাজার, রাজশাহী বিভাগে ছয় লাখ ৬০ হাজার। মোট বাস্তুচ্যুত মানুষের এক-চতুর্থাংশই চট্টগ্রাম, সিরাজগঞ্জ, ভোলা ও নোয়াখালী এই চারটি জেলায়।

অধিকাংশ বাস্তুচ্যুত মানুষ (৮৫ শতাংশ) গ্রামীণ ইউনিয়ন এলাকায় বসবাস করে। এই গণনা বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, নদীভাঙনসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয় কিভাবে মানুষের জীবনকে এখনো প্রভাবিত করছে তা স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে। বাংলাদেশে প্রতিবছর নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে। কিন্তু এত দিন দুর্যোগজনিত অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতির কোনো যাচাইকৃত জাতীয় পরিসংখ্যান ছিল না।

এই তথ্যের ঘাটতি পূরণে আইওএম দেশের আটটি বিভাগ, ৬৪ জেলা, চার হাজার ৫৭৯টি ইউনিয়ন, ৩২৯টি পৌরসভা ও ৪৮০টি সিটি করপোরেশনের ওয়ার্ডজুড়ে গণনা পরিচালনা করে। গণনা অনুযায়ী, প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে ৪৯ লাখ ৫৫ হাজারের বেশি মানুষ দেশের ভেতরে বাস্তুচ্যুত অবস্থায় রয়েছে। জানা গেছে, এই গণনার জন্য গত সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবরের মধ্যে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এ সময় ২৯ হাজারের বেশি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যদাতার (কি-ইনফরম্যান্ট) সাক্ষাৎকার ও পাঁচ হাজার ৩৮৮টি মাঠ পরিদর্শন সম্পন্ন হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে --১৭ পৃষ্ঠায়

সাদিক খানের সমালোচনায় মুখর ট্রাম্প

পোস্ট ডেস্ক : আবারো লন্ডনের মেয়র সাদিক খানের সমালোচনায় মুখর হলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। প্রশ্ন তুলেছেন সাদিক খানের আদর্শ নিয়ে। মঙ্গলবার মার্কিন সংবাদমাধ্যম পলিটিকোকে দেয়া সাক্ষাৎকারে সাদিক খানকে অযোগ্য, বিপর্যয় ও ভয়াবহ মেয়র বলে অভিহিত করেছেন তিনি।

তিনি বলেন, 'লন্ডনের মেয়র একজন মুসলিম এবং তিনি অভিবাসীদের ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন। এর মানে হলো, শ্বেতাঙ্গ ভোটারদের হটিয়ে অভিবাসীরা জায়গা করে নিচ্ছে।

ট্রাম্প বলেন, 'আপনি যদি লন্ডনের দিকে তাকান, তাহলে দেখবেন সেখানে খান নামে একজন মেয়র আছেন। তিনি একজন ভয়াবহ মেয়র। তিনি একজন অযোগ্য, দুষ্ট, ঘৃণ্য মেয়র।'

যদিও যুক্তরাজ্য বিধিনিষেধমূলক অভিবাসন আইন গ্রহণ করছে, তারপরও ট্রাম্প দাবি করেছেন, 'দেশটি অনিয়ন্ত্রিত ও অযাচিতভাবে --১৭ পৃষ্ঠায়

ইন্ডিজেন্ট মুসলিম বুরিয়াল ফাণ্ডের শতবর্ষ উদযাপন

ব্রিটেনের প্রাথমিক যুগের মুসলিমদের অবদান শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ

ডেস্ক, ৮ ডিসেম্বর ২০২৫: ইন্ডিজেন্ট মুসলিম বুরিয়াল ফান্ড (আইএমবিএফ) প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ উদযাপন করলো ইস্ট লন্ডন মসজিদ। ২৬ নভেম্বর বুধবার ইএলএম কানেক্সে এর উদ্যোগে লন্ডন মুসলিম সেন্টারে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় । অনুষ্ঠানে ইতিহাসবিদ, আর্কাইভ বিশেষজ্ঞ, গবেষক এবং কমিউনিটির বিশিষ্টজন অংশগ্রহণ করেন। এই সংগঠনটি একশ' বছর ধরে ব্রিটেনে দরিদ্র মুসলমানদের মৃত্যুর পর জানাজা ও দাফন কার্যক্রমে --১৭ পৃষ্ঠায়

রাসুলের (সা.) রওজা জিয়ারতের নতুন সময়সূচি

পোস্ট ডেস্ক : মসজিদে নববী (সা.)-তে রওজা-এ-রাসুল (সা.) জিয়ারত এবং রিয়াজুল জান্নাহ'তে নফল নামাজ আদায়ের জন্য নতুন সময়সূচি ও নিয়ম চালু করেছে সৌদি কর্তৃপক্ষ। নারী-পুরুষের জন্য আলাদা সময় ঠিক করা হয়েছে। পুরো প্রক্রিয়াটি 'নুসুক' (ঘঁংশ) প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হবে। এ খবর দিয়েছে অনলাইন জিও নিউজ। প্রেসিডেন্সি অব অ্যাফেয়ার্স অব দ্য টু হোলি মসজিদস জানিয়েছে, জিয়ারতের জন্য 'নুসুক' অ্যাপ থেকে অনুমতি বা পারমিট নিতে হবে। --১৭ পৃষ্ঠায়

ক্যান্সার সৃষ্টিকারী জিনে আক্রান্ত দাতার শুক্রাণু থেকে ২০০ শিশুর জন্ম

পোস্ট ডেস্ক : ক্যান্সার সৃষ্টিকারী জিনে আক্রান্ত এক পুরুষের শুক্রাণু থেকে গোটা ইউরোপে জন্ম নিয়েছে প্রায় ২০০ শিশু। সম্প্রতি ইউরোপীয় ব্রডকাস্টিং ইউনিয়ন ও ১৪টি পাবলিক সার্ভিস ব্রডকাস্টারের এক যৌথ অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে এই তথ্য। ফাঁস হওয়া তথ্য থেকে জানা গেছে, ক্যান্সারের ঝুঁকি বৃদ্ধিতে কাজ করে এমন জিনগত মিউটেশনে এক আক্রান্ত পুরুষের শুক্রাণু থেকেই শিশুগুলোর জন্ম হয়েছে। গোটা ইউরোপে এর সংখ্যা ১৯৭। কিছু শিশু ইতিমধ্যেই ক্যান্সার --১৭ পৃষ্ঠায়

ভারতীয় নাগরিকদের বাংলাদেশে ঠেলে পাঠানো হচ্ছে : মমতা

পোস্ট ডেস্ক : ভারতীয় নাগরিকদের বাংলাদেশে ঠেলে পাঠানো হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি বলেছেন, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে যা করা হচ্ছে তা 'বাড়াবাড়ি'। সোমবার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের কোচবিহারে স্থানীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে তিনি এসব কথা বলেন। খবর দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী --১৭ পৃষ্ঠায়

Bangla Post is published by Brit Bangla Services Ltd, Unit S7, The Whitechapel Centre, 85 Myrdle Street, London E1 1HL, Registered at the Post office as a newspaper
Tel: News - 0203 488 7990, Sales - 0203 633 2545 Email : info@banglapost.co.uk, news@banglapost.co.uk Web: www.banglapost.co.uk